

শব্দে শব্দে
আল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন তৃতীয় খণ্ড

সূরা আল মায়েরা ও সূরা আল আনআম

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৩৪০

২য় প্রকাশ

রজব ১৪৩৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

মে ২০১৪

বিনিময় : ২২০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 3rd Volume by Moulana Mohammad
Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas
Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.

25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 220.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”—সূরা আল ক্বামার : ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সজ্জব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অধাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত ।

কুরআন মাজীদে এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ।

এ সংকলনের ৩য় খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি ।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয় । আমাদের এ অনন্য দুর্লভ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন । আমীন ।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১. সূরা আল মায়েদা	১১
১ রুকু'	১৩
২ রুকু'	২৫
৩ রুকু'	৩১
৪ রুকু'	৪১
৫ রুকু'	৪৬
৬ রুকু'	৫৪
৭ রুকু'	৬৩
৮ রুকু'	৭২
৯ রুকু'	৭৭
১০ রুকু'	৮৫
১১ রুকু'	৯৪
১২ রুকু'	১০০
১৩ রুকু'	১০৭
১৪ রুকু'	১১৪
১৫ রুকু'	১২৩
১৬ রুকু'	১৩০
২. সূরা আল আনআম	১৩৪
১ রুকু'	১৩৬
২ রুকু'	১৪২
৩ রুকু'	১৪৮
৪ রুকু'	১৫৪
৫ রুকু'	১৬৩
৬ রুকু'	১৬৯
৭ রুকু'	১৭৪
৮ রুকু'	১৭৮
৯ রুকু'	১৮৪
১০ রুকু'	১৯৩
১১ রুকু'	১৯৭
১২ রুকু'	২০৩
১৩ রুকু'	২০৮

১৪ রুকু'	২১৫
১৫ রুকু'	২২৩
১৬ রুকু'	২২৯
১৭ রুকু'	২৩৯
১৮ রুকু'	২৪৪
১৯ রুকু'	২৫০
২০ রুকু'	২৫৬

সূরা আল মায়েরদা

আয়াত : ১২০

রুকু' : ১৬

আল মায়েরদা ভূমিকা

নামকরণ : কুরআন মাজীদেবর বেশীর ভাগ সূরার নামকরণ শুধুমাত্র আলাদা সূরা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর আলোকে করা হয়নি। এ সূরার নামকরণও তদ্রূপ। সূরার ১১২ আয়াতের অংশ **أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ النَّسَاءِ** থেকে **مَائِدَةً** শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর সাথে নামের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ।

নাখিল হওয়ার সময়কাল : হিজরী ৬ষ্ঠ সালের শেষ দিকে 'সুলহে হুদায়বিয়ার পর অথবা হিজরী ৭ম সালের প্রথমদিকে এ সূরাটি নাখিল হয়েছে। সূরার আলোচনা ও বিষয়বস্তু থেকে এবং হাদীসের বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : এ সূরায় নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে—

(১) মুসলমানদের দীনী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছু নির্দেশ প্রদান প্রসংগে হজ্জের সফরের নীতি-পদ্ধতি এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কা'বা শরীফ যিয়ারতকারীদেরকে কোনো প্রকার বাধা না দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতপর পানাহারের হালাল-হারামের সীমা প্রবর্তন ; জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা-নিষেধ দূরীকরণ ; আহলি কিতাবের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান ; গোসল ও তায়াম্মুমের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ ; বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তন ; মদ-জুয়াকে চূড়ান্ত ও নিষিদ্ধকরণ। কসমের কাফফারা নির্ধারণ এবং সাক্ষ্য প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা এ সূরায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

(২) শাসন দণ্ড মুসলমানদের হাতে আসায় তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ শাসন শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে অতীতে অনেক জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মুসলমানরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিধায় তাদেরকে পূর্ববর্তী আহলি কিতাবের মানসিকতা ও নিয়মনীতি পরিহার করে ন্যায়-ইনসাফ ও মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আত্মাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলার অংগীকারের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মতো সীমালংঘন করলে তাদের পরিণতির শিকার হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আত্মাহর কিতাবের

শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অতপর শূনাফিকীর নীতি পরিহার করা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

(৩) অবশেষে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে স্মরণ করে দিয়ে তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আরব ও আশেপাশের দেশগুলোতে ইসলামী দাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে খৃষ্টানদের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।



সূর' ১৬

সূরা আল মায়েদা-মাদানী

আয়াত ১২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

১. হে যারা ঈমান এনেছো। তোমরা পূর্ণ করো অঙ্গীকারসমূহ;

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ পশুসমূহ

إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مِّمَّا حَلَّلِيَ الصَّيْدِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِن اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

তাছাড়া, যা তোমাদের কাছে উল্লিখিত হচ্ছে, তবে তোমাদের ইহরাম অবস্থা শিকার হালালকারী নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা আদেশ করেন।

① يَا أَيُّهَا - হে; الَّذِينَ - যারা; آمَنُوا - ঈমান এনেছো; أَوْفُوا - তোমরা পূর্ণ করো; لَكُمْ - অঙ্গীকারসমূহ; (ب+ال+عقود) - অঙ্গীকারসমূহ; أُحِلَّتْ - হালাল করা হয়েছে; بِالْعُقُودِ - তোমাদের জন্য; بَهِيمَةُ - চতুষ্পদ; الْأَنْعَامِ - (ال+انعام) - পশুসমূহ; ۗ - তাছাড়া; غَيْرٌ (+) - (غير) - তোমাদের কাছে; يَتْلَىٰ - উল্লিখিত হচ্ছে; عَلَيْكُمْ - তোমাদের কাছে; مَا - যা; حَلَّلِيَ - (ال+صيد) - শিকার; الصَّيْدِ - (ال+صيد) - শিকার; وَ - এমতাবস্থায় যে; اتَّقُوا - তোমরা; اللَّهُ - আল্লাহ; إِن - নিশ্চয়ই; يَحْكُمُ - আদেশ করেন; مَا - যা; يُرِيدُ - তিনি চান।

১. অঙ্গীকার পূরণ দ্বারা এখানে সকল প্রকার চুক্তি বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদাত সম্পর্কে এবং তাঁর নাবিলকৃত বিধি-বিধান হালাল-হারাম সম্পর্কে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন তা বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষ মানুষে যেসব চুক্তি-অঙ্গীকার হয়ে থাকে, এর দ্বারা তা-ও বুঝানো হয়েছে। মোটকথা চুক্তির যত প্রকার রয়েছে সবই الْعُقُودِ শব্দের মধ্যে शामिल। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারের প্রাথমিক প্রকার তিনটি-(১) আল্লাহর সাথে বান্দাহর অঙ্গীকার। যেমন ইবাদাত করা ও হালাল-হারাম মেনে চলার অঙ্গীকার। (২) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন মান্নত মানা অথবা নিজের উপর শপথের মাধ্যমে আবশ্যিক করে নেয়া। (৩) মানুষের সাথে মানুষের কৃত চুক্তি-অঙ্গীকার। যেমন দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কৃত চুক্তি-অঙ্গীকার।

২. 'বাহীমাতুল আনআম' দ্বারা এখানে বিচরণশীল ভূগভোজী শিকারী দন্তহীন অহিংস পশু বুঝানো হয়েছে। এর বিপরীতে শিকারী দাঁত বিশিষ্ট যেসব পশু অন্য প্রাণী শিকার করে খায় সেগুলো হারাম। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স) এমন সব

وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سَوَاءٌ تَقُوا اللَّهَ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سَوَاءٌ تَقُوا اللَّهَ

ও তাকওয়া অবলম্বনে ; আর পরস্পর সহযোগিতা করো না পাপকর্মে ও
 সীমালংঘনে এবং ভয় করো আল্লাহকে

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

অবশ্যই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ৩. তোমাদের উপর
 হারাম করা হয়েছে মৃত জীব^{৩০} ও রক্ত

وَلَحْمِ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
 وَلَحْمِ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

আর শূকরের গোশত এবং যা যবেহ করা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে,^{৩০}
 আর শ্বাসরোধে মৃত জীব ও আঘাতে মৃত জীব

পরস্পর - لَتَعَاوَنُوا ; আর - وَ ; তাকওয়া অবলম্বনে ; (ال+تقوى)-التقوى ; -ও - وَ
 সহযোগিতা করো না ; عَلَى الْإِثْمِ - (على+ال+إثم)-পাপ কর্মে ; وَ - وَ ; الْعُدْوَانِ
 সীমালংঘনে ; (ال+عدوان)-العدوان ; -এবং ; وَ - وَ ; اتَّقُوا - তোমরা ভয় করো ;
 (ال+العقاب)-العقاب ; -অত্যন্ত কঠোর ; شَدِيدٌ - আল্লাহ - اللَّهُ - অবশ্যই ; ان -
 তোমাদের উপর ; حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ - হারাম করা হয়েছে ; حُرِّمَتْ ۝ (عقاب) শাস্তিদানে ;
 (و+ال+دم)-وَالدَّمُ - মৃত জীব ; (ال+ميتة)-الْمَيْتَةُ - গোশত ;
 (و+ال+خنزير)-وَالْخَنزِيرُ - শূকরের ; (و+ال+غير)-وَالْمُنْخَنِقَةُ - নামে যবেহ
 করা হয়েছে ; (و+ال+غير)-وَالْمُنْخَنِقَةُ - আঘাতে মৃত জীব ; (و+ال+موقوذة)-الْمَوْقُوذَةُ -
 আঘাতে মৃত জীব ;

এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মুসলমানদের হাতে এ
 কয়টি নিদর্শনের অবমাননার আশংকা ছিলো।

৭. ইহরামের ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তার যে কোনো একটি
 ভঙ্গ করাও ইহরাম অবমাননার শামিল। তাই আল্লাহর নিদর্শন প্রসঙ্গে এটা বলে দেয়া
 হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ শিকার করা দ্বারা
 আল্লাহর ইবাদাত সংক্রান্ত নিদর্শনের অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীআতের বিধান
 মতে ইহরামের সীমা শেষ হয়ে গেলে শিকার করার অনুমতি রয়েছে।

৮. কা'বা যিয়ারতে বাধা দেয়া আরবের প্রাচীন রীতিরও বিরোধী ছিলো অথচ
 কাফেররা চিরাচরিত রীতি অবমাননা করে মুসলমানদেরকে কা'বা যিয়ারতে বাধা
 দিয়েছিলো, তাই মুসলমানদের মনেও এমন চিন্তা আসলো যে, যেসব কাফের মুসলিম

وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّرْتُمُ

আর উচ্ছ্রান থেকে পতনে মৃত জীব ও শিং-এর আঘাতে মৃত জীব এবং যা ভক্ষণ করেছে হিংস্র পশু, তবে যা তোমরা যবেহ করেছো তাছাড়া”

وَمَا ذُبِّحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

আর যা বলি দেয়া হয়েছে” পূজার বেদীতে” এবং যা তোমরা বন্টন করো লটারীর তীর দ্বারা ;” তোমাদের এসব কাজ পাপ ;

النَّطِيحَةُ ; ও-ও ; -আর ; -আর (ال+متردية)-উচ্ছ্রান থেকে পতনে মৃত জীব ; -শিং-এর আঘাতে মৃত জীব ; -এবং ; -মা ; -আর ; -আর (ال+) -السَّبْعُ ; -ভক্ষণ করেছে ; -আর ; -আর (ال+) -ذَكَّرْتُمْ ; -তোমরা যবেহ করেছো ; -হিংস্র পশু ; -তবে তা ছাড়া ; -আর ; -আর (ال+) -النَّصْبِ ; -পূজার বেদীতে ; -আর ; -আর (ال+) -بِالْأَزْلَامِ ; -তোমরা বন্টন করো ; -এবং ; -আর ; -পাপ ; -তোমাদের এসব কাজ ; -লটারীর তীর দ্বারা ;

অধ্যুষিত এলাকার কাছ দিয়ে যাতায়াত করে তাদেরকেও কা'বা যিয়ারতে বাধা প্রদান করবে এবং হজ্জের মৌসুমে কাফেরদের হজ্জ কাফেলার উপর আচানক আক্রমণ চালিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

৯. মৃত জীব দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণী।

১০. অর্থাৎ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নেয়া হয়। অথবা এরূপ নিয়ত করা হয় যে, অমুক মহান ব্যক্তি বা অমুক দেবী বা দেবতার নামে উৎসর্গীত।

১১. অর্থাৎ যে পশু উপরোক্ত দুর্ঘটনাসমূহের পরও মরে যায়নি ; এ ধরনের পশুকে যবেহ করার পর তার গোশত খাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হালার পশুর গোশত একমাত্র যবেহর মাধ্যমে হালাল হতে পারে, এছাড়া তার গোশত হালাল হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। রক্ত যেহেতু হারাম, তাই যবেহর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

১২. 'নুসুব' শব্দের দ্বারা এমন সব স্থান বুঝায় যেসব স্থান লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে বলি দেয়া বা নযরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোনো মূর্তী থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা এটাকে বেদী বা আস্তানা বলে থাকি। এরূপ স্থান কোনো দেবতা, মহাপুরুষ বা শিরকী আকীদার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

আজ তারা নিরাশ হয়ে গেছে, যারা কুফরী করেছে তোমাদের দীনের (বিরোধীতা) থেকে ; সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় করো না, বরং ভয় করো আমাকে^{১৭}

كَفَرُوا ; -যারা ; الَّذِينَ -নিরাশ হয়ে গেছে তারা ; يَنْسَ -আজ (ال+يوم)-আজ ; الْيَوْمَ -কুফরী করেছে ; مِنْ -থেকে ; دِينِكُمْ -তোমাদের দীনের (বিরোধীতা) ; (دين+كم)-থেকে ; تَخْشَوْهُمْ -সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় করো না ; وَ -এবং ; (ف+لا تخشوا+هم)-এবং ; فَلا تَخْشَوْهُمْ -আমাকেই ভয় করো ;

১৩. এখানে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, হালাল-হারাম নির্ধারিত হয়েছে নৈতিক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে। কোনো দ্রব্যের ভেষজ গুণ তথা উপকার বা ক্ষতির ভিত্তিতে নয়। উপকার ক্ষতির ব্যাপার নির্ণয় করার দায়িত্ব মানুষের নিজেই। শরীআত এ দায়িত্ব নিলে সর্বাত্মক বিষকে হারাম বলে ঘোষণা দিতো এবং যেসব মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেসব পদার্থ হারাম বলে ঘোষণা দিতো ; কিন্তু কুরআন-হাদীসে এমনটি দেখা যায় না। কুরআন হাদীসে সেসব বিষয় বা দ্রব্যই হারাম ঘোষিত হয়েছে, যেগুলো নৈতিক দিক থেকে মানুষের উপর মন্দ প্রভাব ফেলে অথবা পবিত্রতার বিরোধী অথবা কোনো মন্দ আকীদার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে সেসব জিনিসই শরীআতে হালাল ঘোষিত হয়েছে যেগুলো উপরোক্ত দোষে দুষ্ট নয়।

১৪. এ আয়াতে দুনিয়ায় প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লটারী ও ফাল গ্রহণের তিনটি ধরনকে হারাম ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমান দুনিয়াতেও এ তিন ধরনের লটারী ও ফাল গ্রহণের প্রচলন বিভিন্ন আঙ্গিকে জারী রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

(১) কোনো দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফায়সালা জানার জন্য মুশরিকদের মতো ফাল গ্রহণ করা। মক্কার কাফেরদের মতো দেব-দেবীর মূর্তীর সামনে তীর দ্বারা ভাগ্যের ফায়সালা জানার 'ফাল' গ্রহণ করা।

(২) অমূলক ধারণা-কল্পনা বা কোনো আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মীমাংসা করা অথবা গায়েব জানার উপায় হিসেবে এমন সব উপায় অবলম্বন করা যা কোনো তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। যেমন-হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা বা রমল করা এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও ফালনামা ইত্যাদি।

(৩) জুয়ার যাবতীয় ধরণ। যেমন লটারীতে হাজার হাজার ব্যক্তির টাকা এক ব্যক্তির অধিকারে চলে আসা। এসব পদ্ধতিতে কোনো যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার ফলে নয়, বরং ঘটনাক্রমে অনেকের সম্পদ এক ব্যক্তির মালিকানায় চলে আসে, তাই এ ধরনের সকল প্রকারই জুয়া এবং এসব হারাম।

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর মনোনীত করলাম

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ

তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে^{১৫} তবে কেউ যদি বাধ্য হয়ে পড়ে ক্ষুধার তাড়নায়, গোনাহর প্রতি ঝুঁকে পড়া ছাড়া

دِينَكُمْ ; তোমাদের জন্য ; لَكُمْ -আজ ; أَكْمَلْتُ-আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম ; الْيَوْمَ -আজ ;
 -আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম ; أَتَمَمْتُ ; এবং ; وَ -তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে ; (دين+كم)-
 ; আর ; وَ ; আমার নিয়ামতকে ; (نعمة+ي)- نِعْمَتِي ; তোমাদের প্রতি ; عَلَيْكُمْ ;
 (ال+اسلام)-الْإِسْلَامَ ; তোমাদের জন্য ; لَكُمْ ; মনোনীত করলাম ; رَضِيتُ ;
 اضْطُرَّ ; তবে কেউ যদি ; (ف+من)- فَمَنِ ; জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ; دِينًا ; ইসলামকে ;
 -ক্ষুধার তাড়নায় ; (في+مخمة)- فِي مَخْمَصَةٍ ; হয়ে পড়ে ; غَيْرٍ ; ছাড়া ;
 ; (ل+إثم)- لِإِثْمِهِ ; গোনাহর প্রতি ; مُتَجَانِفٍ ; ঝুঁকে পড়া ;

তবে ইসলামে 'কুরআ' বা লটারীর যে সরল পদ্ধতিকে জায়েয রেখেছে তাহলো— দুটো সমান বৈধ কাজের বা দুটো সমপর্যায়ের বৈধ অধিকারের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্নে এটাকে জায়েয রেখেছে। যেমন—একটি দ্রব্যের উপর দুজনের সবদিক থেকে সমান সমান অধিকার রয়েছে, এতে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই এবং দুজনের কেউ তাদের অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। এমতাবস্থায় তাদের দুজনের সম্মতিতে লটারী দ্বারা ফায়সালা করা এটি জায়েয ও সঠিক কাজ। রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান দিতেন।

১৫. অর্থাৎ কাফেররা এতোদিন তোমাদের দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি করতো, এখন যেহেতু তোমাদের দীন তথা নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাই বাধা দিয়ে তারা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। তারা এটা বুঝতে পেরে নিরাশ হতে বাধ্য হয়েছে। এখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। তাই এখন কোনো মানুষকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। এখন তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধান কার্যকরী করবে। এতে তোমরা ক্রটি করলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার তোমাদের কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৬. দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। দীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ আলাদা চিন্তা, কাজ এবং পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একটি ব্যবস্থায় পরিণত করে দেয়া। আর নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেয়া অর্থ হিদায়াতের

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑧ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ

তবে আল্লাহ তো অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।^{১৭} ৪. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি কি তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে; আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে

الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

পবিত্র জিনিসসমূহ^{১৮} এবং যেসব শিকারী পশু-পাখিকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো, যেগুলোকে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন;

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ওরা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা তোমরা খাও^{১৯} এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো;^{২০} আর ভয় করো আল্লাহকে

فَإِنَّ -তবে অবশ্যই; اللَّهُ -আল্লাহতো; غَفُورٌ -অতীব ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ -পরম দয়ালু। ⑧ يَسْأَلُونَكَ - (يسألون+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে; مَاذَا -কি কি; أُحِلَّ -হালাল করা হয়েছে; لَهُمْ -তাদের জন্য; قُلْ -আপনি বলে দিন; أُحِلَّ -হালাল করা হয়েছে; لَكُمْ -তোমাদের জন্য; الطَّيِّبَاتِ - (ال+طيبات)- পবিত্র জিনিসসমূহ; وَ -এবং; مَا -যেসব; عَلَّمْتُمْ -তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো; مِّنَ -থেকে; الْجَوَارِحِ - (ال+جوارح)- শিকারী পশু-পাখিকে; مُكَلِّبِينَ -শিকারের প্রশিক্ষণদাতা; تُعَلِّمُونَهُنَّ -তোমরা শিখিয়েছো সেগুলোকে; مِمَّا - (من+ما)-যেভাবে; عَلَّمَكُمُ - (علم+كم)-শিখিয়েছেন তোমাদেরকে; اللَّهُ -আল্লাহ; فَكُلُوا - (ف+كلوا)-অতএব তোমরা খাও; وَ -এবং; وَ -আল্লাহ; عَلَيْهِ -তার উপর; وَ -আর; اتَّقُوا -তোমরা ভয় করো; اللَّهُ -আল্লাহকে;

নিয়ামতকে পূর্ণ করে দেয়া। ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করার অর্থ-তোমরা আমার আনুগত্য ও ইবাদাত করার যে অঙ্গীকার করেছিলে তা যেহেতু তোমরা নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কাজের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছো, সেহেতু আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে সকল প্রকার আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। এখন তোমরা আকীদা-বিশ্বাসে যেমন 'মুসলিম', কার্যতও তোমরা 'মুসলিম' হয়ে থাকবে। এখন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করতে বাধ্য নও।

১৭. সূরা আল বাকারার ১৭৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ৫. আজ তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হলো পবিত্র জিনিসসমূহ ;

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল ;^{১৯}

নিশ্চয়ই-إِنَّ ; আল্লাহ-اللَّهِ ; অত্যন্ত তৎপর-سَرِيعٌ ; হিসেব (আল+হিসাব)-الْحِسَابِ ; আজ-(আল+ইয়ুম)-الْيَوْمَ ۝ হালাল করে দেয়া হলো-أُحِلَّ ; তোমাদের জন্য-لَكُمْ ; পবিত্র জিনিসসমূহ-الطَّيِّبَاتُ ; আর-وَ ; খাদ্য-طَعَامٌ ; যাদেরকে-الَّذِينَ ; দেয়া হয়েছিলো-أُوتُوا ; কিতাব-الْكِتَابِ ; হালাল-حَلَّ ; তোমাদের জন্য-لَكُمْ ; হালাল-حَلَّ ; তাদের জন্য-لَهُمْ ; এবং-وَ ; তোমাদের খাদ্যও (টোমাম+কম)-طَعَامُكُمْ ; হালাল-حَلَّ ;

১৮. ইতিপূর্বকার ধর্মগুলোর হালাল-হারামের বিধান ছিলো—শরীআত যে কয়টি হালাল গণ্য করেছে সেগুলো ছাড়া অন্য সবগুলোই হারাম। অপরদিকে কুরআন মাজীদ হারাম বস্তুগুলোর নাম উল্লেখ করে দিয়ে বাকী সবকিছুই হালাল গণ্য করেছে। এতে ইসলাম হালাল-হারামের ব্যাপারে প্রশস্ততা এনে দিয়েছে। হালালের জন্য অবশ্য পাক-পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই পাক-পবিত্রতা কিভাবে নির্ধারিত হবে সে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক। এর জবাব হলো—যেসব জিনিস শরীআতের কোনো একটি মূলনীতির অধিনে অপবিত্র বলে গণ্য সেগুলো অপবিত্র। এছাড়া ভারসাম্য রুচিশীলতা যা অপসন্দ করে বা যথার্থ ভদ্র সংস্কারমুক্ত মানুষ যেসব জিনিসকে পরিচ্ছন্নতার বিরোধী মনে করে সেগুলো ছাড়া বাকী সবই পবিত্র বলে মনে করতে হবে।

১৯. শিকারী প্রাণীগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা শিকার ধরে খেয়ে ফেলে না ; বরং মালিকের জন্য রেখে দেয়। তাই এসব প্রাণীর শিকার করা জীব হালাল। এসব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে বাঘ, সিংহ, বাজ পাখি ইত্যাদি। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শিকারী পশু যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে বাকী অংশ হারাম হয়ে যাবে। আর শিকারী পাখি যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে বাকী অংশ হারাম হবে না। অপরদিকে হযরত আলী (রা)-এর মতে শিকারী পাখির শিকার আদৌ হালাল নয়, কারণ শিকারী পশুকে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য শিকার ধরে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব ; কিন্তু শিকারী পাখিকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ শিকারী পশুকে শিকারের জন্য ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে, নচেৎ শিকার খাওয়া হালাল হবে না। আর শিকারকে জীবিত পাওয়া গেলে যবেহ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

আর (তোমাদের জন্য হালাল) সচ্চরিত্রা মু'মিনা নারীগণ এবং
তাদের সচ্চরিত্রা নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে^{২২}

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা স্ত্রীরূপে গ্রহণের জন্য পরিশোধ করে দেবে তাদের
মোহরানা—প্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য নয়,

وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ

আর না গোপন প্রেমিকা রূপে ; আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে,
নিসন্দেহে নিষ্ফল হয়ে যাবে তার কর্ম

من-আর (তোমাদের জন্য হালাল) ; الْمُحْصَنَاتُ-সচ্চরিত্রা (ال+محصنت) ; وَالْمُحْصَنَاتُ-সচ্চরিত্রা (من+ال+مؤمنات) ; الْمُحْصَنَاتُ-এবং ; الْكِتَابُ-কিতাব ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছিলো ; مِنَ الَّذِينَ-তাদের, যাদেরকে ; آتَيْتُمُوهُنَّ-তোমাদের পূর্বে ; إِذَا-যখন ; أَجُورَهُنَّ-তোমরা পরিশোধ করে দেবে ; مُحْصِنِينَ-স্ত্রী রূপে গ্রহণের জন্য ; مُسْفِحِينَ-প্রকাশ্যে ব্যভিচারের জন্য ; أَخْدَانٍ-গোপন প্রেমিকারূপে ; الْإِيمَانِ-ঈমানকে ; يُكْفُرُ-অস্বীকার করবে ; عَمَلُهُ-তার কর্ম (عمل+ه) ; حَبِطَ-নিষ্ফল হয়ে যাবে ;

করতে হবে। জীবিত পাওয়া না গেলে যবেহ করা ছাড়াই হালাল। কারণ শুরুতে শিকারী পশুকে তার উপর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছিলো। তীর দ্বারা শিকার করারও একই হুকুম।

২১. আহলি কিতাবের খাদ্য ও তাদের যবেহ করা প্রাণীর ব্যাপারে বিধান হলো— তারা যদি পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে শরীআতের অপরিহার্য বিধানসমূহ মেনে না চলে এবং তাদের খাদ্যের মধ্যে যদি হারাম বস্তু মিশ্রিত থাকে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। একইভাবে তাদের খাদ্যের মধ্যে মদ, শূকরের গোশত বা অন্য কোনো হারাম বস্তু থাকে তাহলে তাদের সাথে একই দস্তুরখানে খাওয়া জায়েয নয়।

আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও একই হুকুম। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আহলি কিতাব যদি যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে তাহলে

وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।^{২৩}

অন্তর্ভুক্ত (ল+মন)-লম্ন; আখিরাতে (ফি+আ+আখিরা)-ফি+আখিরা; সে-হুও-এবং-ও-হয়ে যাবে; ক্ষতিগ্রস্তদের (আল+খসরিন)-আল+খসরিন।

তা খাওয়া জায়েয, আর অন্যান্য অমুসলিমদের হত্যা করা প্রাণী আমাদের জন্য জায়েয নয়।

২২. আহলি কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মেয়েরা যদি সংরক্ষিত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয় তাহলে তাদের মেয়েদের বিবাহ করা জায়েয। আর যদি তারা দারুল হরব বা দারুল কুফরের বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা মাকরুহ। ‘মুহসানাতে’ শব্দ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মেয়েদেরকে বুঝানো হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে যেসব মেয়ে, তারা এ অনুমতির বাইরে।

২৩. অর্থাৎ আহলি কিতাবের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইলে নিজের দীন ও ঈমানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং দৃঢ় থাকতে হবে। নচেৎ অমুসলিম স্ত্রীর আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে নিজের দীন ও ঈমান হারিয়ে বসবে অথবা সামাজিক জীবন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমানের বিপরীত পথে চলে নিজের আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফেলবে।

১ রুকু' (১-৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদেরকে সকল প্রকার বৈধ চুক্তি মেনে চলতে হবে। চুক্তির অপরপক্ষ মু'মিন হোক বা কাফের-মুশরিক হোক সকল অবস্থাতেই চুক্তিকে পূর্ণতায় পৌছাতে হবে।
২. আল্লাহ তাআনা কর্তৃক প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মেনে চলাও আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিশেষ। সুতরাং আমাদেরকে তাও মেনে চলতে হবে।
৩. গৃহপালিত পশুর মধ্যে আট প্রকার পশুর গোশত খাওয়া হালাল। তবে এগুলো আল্লাহর নামে যবেহ করতে হবে।
৪. হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোনো প্রাণী যবেহ করা বা হত্যা করা যাবে না।
৫. দীনের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোনো অবস্থায়ই এসবের অবমাননা করা যাবে না।
৬. হজ্জযাত্রীদের এবং তাদের সাথে আনীত কুরবানীর পশুর গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা করা যাবে না।

৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগী হতে হবে—পাপ কাজ ও সীমালংঘনে একে অপরের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. স্বাভাবিকভাবে মৃত পশু-পাখি, রজ, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত পশু-পাখির গোশত, কণ্ঠরোধ বা আঘাতে মৃত পশু-পাখির গোশত, উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত পশু-পাখির গোশত, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু-পাখির গোশত, হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত পশু-পাখির গোশত, দেব-দেবীর বেদীতে বলি দেয়া পশু-পাখির গোশত, ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টনকৃত গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৯. ক্ষুধায় প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে এবং হালাল খাদ্য না পাওয়া গেলে প্রাণ রক্ষা হয় এ পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে।

১০. এখানে উল্লেখিত হারামের তালিকা বহির্ভূত সকল পবিত্র বস্তুসমূহ হালালের অন্তর্ভুক্ত। নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পশু-পাখির গোশত হালাল নয়।

১১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু-পাখির শিকারকৃত হালাল প্রাণীর গোশত হালাল। তবে শিকারী প্রাণীকে শিকারে পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং শিকার জীবিত পাওয়া গেলে যবেহ করতে হবে। আর শিকার মৃত হলে যবেহ করার প্রয়োজন নেই, তবে এ অবস্থায় শিকার যখনপ্রাপ্ত হতে হবে।

১২. পশু-পাখির মধ্যে আয়াতে উল্লেখিত হারাম ঘোষিত প্রাণীগুলো ছাড়া বাকী পশু-পাখির মধ্যে হালাল-হারামের মূলনীতি হলো—দাঁত দিয়ে ছিড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তুর গোশত হারাম এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন সকল পাখির গোশত হারাম। এ মূলনীতির ভিত্তিতে পশুর মধ্যে সিংহ, বাঘ, কুকুর ইত্যাদি পশু এবং পাখির মধ্যে বাজ, কাক, চিল, শকুন ইত্যাদি পাখির গোশত হারাম।

১৩. 'আহিল কিতাব' বলতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বুঝানো হয়ে থাকলেও বর্তমান ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং মুসা ও ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতে মনেছে। তাই আহলে কিতাব দ্বারা আন্তিকদের কথাই বলা হয়েছে।

১৪. 'আহলে কিতাবের খাদ্য' দ্বারা তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে তাদের হাতে প্রস্তুত কোনো খাদ্য অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকায় হালাল নয়। তবে তাদের হাতের গম, চাউল, বুট ও ফল-ফলাদি খাওয়া হালাল।

১৫. আহলে কিতাবদের মেয়েদের বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয। তবে শর্ত হলো তারা সংরক্ষিতা ও চরিত্রবতী হতে হবে। আর মুসলমানদের মেয়ে আহলে কিতাবের ছেলেদের কাছে বিবাহ দেয়া জায়েয নয়।

১৬. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে গেলে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং তার যবেহ করা প্রাণীর গোশত হালাল নয় এবং এমন লোকদের মেয়েও মুসলমানদের বিবাহ করা জায়েয নয়।

১৭. অন্য কোনো ধর্মের লোক ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে গেলে সে আহলে কিতাবের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৮. যেসব মুসলমানদের ঈমান দৃঢ় নয়, তাদের পক্ষে আহলে কিতাবদের মেয়েদের বিয়ে করা সমিচীন নয়। কারণ ঈমানদেব প্রভাবে তাদের দীন ও ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।



সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-৬
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নাও,
তখন তোমরা ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমণ্ডল

﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾

এবং তোমাদের উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, আর মাসেহ করে নাও তোমাদের মাথা
এবং (ধৌত করে নাও) নিজেদের পা দুটো

﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

গিরা পর্যন্ত ;^{২৪} আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে ভালোভাবে
পবিত্র হয়ে নাও ;^{২৫} আর যদি তোমরা পীড়িত হও

﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ - তোমরা
প্রস্তুতি নাও ; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا - যারা ; إِذَا - যখন ; قُمْتُمْ - তোমরা
ফ+আগসলো- (ফ+আগসলো) ; فَاطَّهَّرُوا - (আগসলো) ; إِلَى - জন্য ; الصَّلَاةِ -
তখন তোমরা ধুয়ে নাও ; وَ - এবং ; وَجُوهَكُمْ - (আগসলো) ; وَأَرْجُلَكُمْ -
- (আগসলো) ; الْمَرَافِقِ - (আগসলো) ; وَأَيْدِيكُمْ - (আগসলো) ;
- (আগসলো) ; وَأَرْجُلَكُمْ - (আগসলো) ; وَ - এবং ;
- (আগসলো) ; وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ - (আগসলো) ;
- (আগসলো) ; وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ - (আগসলো) ;

২৪. অত্র আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, কুলি করা ও নাক সাফ করা মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ দুটো ধোয়া ছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর মাথার অংশ হিসেবে মাসেহর মধ্যে কানের ভেতর ও বাইরের অংশ शामिल। আর দু হাত তো অযু করার আগেই ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। কারণ যে হাত দ্বারা অযু করা হবে তার পবিত্রতাতো আগেই প্রয়োজন।

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑨ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোভাবে অবগত সে সম্পর্কে যা তোমরা করছো। ৯. আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

এবং সৎকাজ করেছে—তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

১০. আর যারা কুফরী করেছে

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

এবং মিথ্যা বলে মনে করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

১১. হে যারা ঈমান এনেছো।

أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ ۖ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নিয়ামতকে যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের দিকে হাত বাড়ানোর সংকল্প করেছিলো

اللَّهُ ۖ نِشْচয়ই ۖ اِنَّ ۖ আল্লাহকে ۖ اتَّقُوا ۖ আর ۖ وَ ۖ আল্লাহকে ۖ تَعْمَلُونَ ۖ তোমরা যা ۖ بِمَا ۖ সে সম্পর্কে যা ۖ خَبِيرٌ ۖ ভালোভাবে অবগত ۖ وَعَدَّ ۖ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ۖ الَّذِينَ ۖ তাদেরকে যারা ۖ وَالَّذِينَ ۖ ঈমান এনেছে ۖ وَعَمِلُوا ۖ করেছো ۖ الصَّالِحَاتِ ۖ (সৎকাজ) ۖ وَمَغْفِرَةٌ ۖ ক্ষমা ۖ عَظِيمٌ ۖ মহান ۖ وَأَجْرٌ ۖ প্রতিদান ۖ وَ ۖ তাদের জন্য রয়েছে ۖ كَفَرُوا ۖ কুফরী করেছে ۖ وَالَّذِينَ ۖ যারা ۖ وَيَا أَيُّهَا ۖ হে ۖ الَّذِينَ ۖ যারা ۖ آمَنُوا ۖ ঈমান এনেছো ۖ أذْكُرُوا ۖ তোমরা স্মরণ করো ۖ نِعْمَتَ ۖ সেই নিয়ামতকে ۖ قَوْمٌ ۖ যখন ۖ إِذْ ۖ যখন ۖ عَلَيْكُمْ ۖ তোমাদের প্রতি ۖ اللَّهُ ۖ আল্লাহর ۖ أَيْدِيَهُمْ ۖ তোমাদের দিকে ۖ أَنْ يَبْسُطُوا ۖ বাড়ানোর ۖ إِلَيْكُمْ ۖ তোমাদের দিকে ۖ (إيديهم) ۖ তাদের হাত ۖ

জন্য হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম তখনই তার উপর আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ হবে। কারণ আত্মা ও শরীর উভয়ের পবিত্রতাই আল্লাহর নিয়ামত।

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

তখন তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাতকে ফিরিয়ে রেখেছিলেন; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর মু'মিনদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

عَنْكُمْ-তাদের হাতকে; أَيْدِيَهُمْ-তাদের হাতকে; فَكَفَّ-তখন তিনি ফিরিয়ে রেখেছিলেন; (ف+কফ)-তখন তিনি ফিরিয়ে রেখেছিলেন; وَ-অতএব; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো; (عَنْ+কম)-তোমাদের থেকে; وَ-আর; عَلَى-উপরই; اللَّهُ-আল্লাহর; فَلْيَتَوَكَّلِ-ফলি-ই-ত-ও-ক-ল-আল্লাহকে; (ف+ল+ই-ত-ও-ক-ল)-আল্লাহকে; (ال+মু'মিনون)-মু'মিনদেরতো ভরসা করা উচিত; الْمُؤْمِنُونَ-

২৮. আল্লাহর এ নিয়ামতের অর্থ হলো-তিনি তোমাদের জন্য জীবনযাপনের পথকে সহজ করে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে হিদায়াতের দায়িত্ব দিয়েছেন ও নেতৃত্বের আসনে তোমাদেরকে আসীন করেছেন।

২৯. সূরা আন নিসার ১৩৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০. এখানে ইয়াহুদীদের একটি ষড়যন্ত্রের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে তাঁদেরকে শেষ করে দিয়ে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো। আল্লাহর রহমতে রাসূলুল্লাহ (স) এ ষড়যন্ত্রের কথা যথাসময়ে জানতে পারলেন এবং দাওয়াতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন। পরবর্তী আয়াত থেকে বনী ইসরাঈলকে সন্থাধন করে কথা বলা হয়েছে, তাই ভূমিকা হিসেবে এখানে ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

পরবর্তী কথাগুলো দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বলা হয়েছে। এক, মুসলমানদেরকে আহলি কিতাবের পদাংক অনুসরণ থেকে বিরত রাখা। কারণ ইতিপূর্বে আহলি কিতাব থেকে তোমাদের মতো অস্বীকার নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা অস্বীকার ভঙ্গ করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মতো তোমরাও অস্বীকার ভঙ্গ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। দুই, আহলি কিতাবের উভয় সম্প্রদায় তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইসলামের দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করা।

২ রুকু' (৬-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকুতে অযু-গোসলের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ বিধানের আলোকে অযুতে মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত, টাংনু গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধোয়া এবং মাথা মাসেহ করা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে।

২. মুসাফির অবস্থায়, রোগগ্রস্ত অবস্থায়, স্ত্রী সহবাস করার পর অযু-গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. তায়্যামুম করার নিয়ম হলো—উভয় হাতের তালু পবিত্র মাটির উপর মেঝে তাদ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করে নিতে হবে।

৪. তায়্যামুম হলো অযু-গোসলের বিধানে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বিকল্প ব্যবস্থা। এ সহজীকরণ আত্মাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং যথাস্থানে এ বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধার অবকাশ নেই।

৫. আত্মাহর বিধান কার্যকরী করার ব্যাপারে মানুষ আত্মাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং তাঁর বিধানসমূহ প্রয়োগে গড়িমসি করার পরিণতি আহলি কিতাবের পরিণতি হতে বাধ্য।

৬. কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকার কারণে ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। সকল অবস্থাতেই ইনসাকের পতাকা উর্ধে তুলে ধরতে হবে। কারণ এটাই তাকওয়ার দাবী।

৭. ইনসাক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মাহর ভয়কে সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে। স্বরণ রাখতে হবে যে, আত্মাহ তাআলা বান্দাহর সকল কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

৮. যারা ইনসাকের ক্ষেত্রে সঠিক নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমে সৎকর্ম করবে তাদের জন্য আত্মাহ তাআলা ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের ওয়াদা করছেন। আত্মাহর ওয়াদার কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

৯. যারা ইনসাকের বিধানকে অস্বীকার করবে এবং এ সম্পর্কিত আত্মাহর নিদর্শনকে মিথ্যা জানবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১০. ঈমানদারদেরকে সর্বদা তাদের প্রতি কৃত আত্মাহর ইহসানকে স্বরণ রাখতে হবে এবং সকল প্রকার ভয়কে অন্তর থেকে দূর করে দিয়ে আত্মাহর উপরই পূর্ণ নিশ্চিত সহকারে ভরসা করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৭

আয়াত সংখ্যা-৮

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

১২. আর নিসন্দেহে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন 'নকীব'^{৩১} নিযুক্ত করেছিলাম

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

আর আল্লাহ বলেছিলেন—অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি ; তোমরা যদি নামায প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো,

وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِرْنَ عَنْكُمْ سِيئاتِكُمْ

তাদের সহায়তা করো^{৩২} আর ঋণদান করো আল্লাহকে উত্তম ঋণ^{৩৩} তাহলে আমি অবশ্য তোমাদের থেকে গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেব^{৩৪}

৩১. 'নকীব' অর্থ নেতা, তদন্তকারী ও পর্যবেক্ষক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বারটি গোত্র ছিলো। প্রত্যেক গোত্রের মধ্য থেকে একজন করে নেতা নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ ছিলো—গোত্রের লোকদের কার্যকলাপের প্রতি নয়র রাখা, তদন্ত করা এবং তাদেরকে দীন ও নৈতিকতার বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা। বাইবেলে 'সরদার' বলে তাদেরকে উল্লেখ করলেও কুরআন মাজীদে তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

৩২. 'নকীব' অর্থ নেতা, তদন্তকারী ও পর্যবেক্ষক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বারটি গোত্র ছিলো। প্রত্যেক গোত্রের মধ্য থেকে একজন করে নেতা নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের কাজ ছিলো—গোত্রের লোকদের কার্যকলাপের প্রতি নয়র রাখা, তদন্ত করা এবং তাদেরকে দীন ও নৈতিকতার বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা। বাইবেলে 'সরদার' বলে তাদেরকে উল্লেখ করলেও কুরআন মাজীদে তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছি ;

তারা শব্দসমূহকে তার মূল অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলে

وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ

এবং তারা ভুলে গেছে তার একটি অংশ যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ।

আর আপনি তাদেরকে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতার উপর দেখতে পাবেন—

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া । সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও এড়িয়ে যান,

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ।

لَعْنَهُمْ - আমি তাদেরকে লানত করেছি ; وَ - এবং ; جَعَلْنَا - করে দিয়েছি ;

يُحَرِّفُونَ - তারা বিকৃত করে ফেলে ; قَسِيَةً - কঠিন ; قُلُوبَهُمْ - তাদের অন্তরকে ;

مَوَاضِعِهِ - (মোব্বা'হ) - থেকে ; الْكَلِمَ - শব্দসমূহকে ; وَ - এবং ; نَسُوا - তারা ভুলে গেছে ;

حَظًّا - একটি অংশ ; وَ - আর ; تَطَّلِعُ - দেখতে পাবেন ;

مِنْهُمْ - তাদেরকে ; ذُكِّرُوا بِهِ - যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে ;

فَاعْفُ عَنْهُمْ - তাদেরকে ক্ষমা করুন ; وَاصْفُ - এড়িয়ে যান ;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন ;

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ - তুমি হে মুহাম্মদ ;

﴿١٨﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا

১৪. আর যারা বলে—আমরা নাসারা, আমি তাদেরও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, কিন্তু তারাও ভুলে গেছে তার একটি অংশ

مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

যার উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। আর তাই আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

এবং তারা যা করতো তা শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

১৫. হে আহলি কিতাব!

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ

নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছেন আমার রাসূল, যিনি তোমাদের কাছে এমন অনেক বিষয় প্রকাশ করেন, তোমরা গোপন করে রাখতে

﴿١٨﴾ -আর ; مِنَ الَّذِينَ - (মন+الدين)-যারা ; قَالُوا - বলে ; إِنَّا - (অন+না)-নিশ্চয় আমরা ; نَصْرِي - নাসারা ; أَخَذْنَا - আমি নিয়েছিলাম ; مِيثَاقَهُمْ - (মিথাক+হম) - তাদেরও প্রতিশ্রুতি ; فَتَسُوا - (ফ+নসো)-কিন্তু তারাও ভুলে গেছে ; حَظًّا - একটি অংশ ; مِمَّا - (মন+মা)-যার ; ذُكِّرُوا - উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে ; بِهِ - (বিন+)-তার ; فَأَغْرَيْنَا - (ফ+আগ্রিনা)-আর তাই আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি ; بَيْنَهُمْ - (আল+বিগ্‌ضاء)- (আল+বিগ্‌ضاء)-তাদের মধ্যে ; الْعَدَاوَةَ - (আল+এদাও)-শত্রুতা ; وَالْبَغْضَاءَ - (আল+বিগ্‌ضاء)-বিদ্বেষ ; إِلَى - (আল+ই)-পর্যন্ত ; يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (ইয়ুম+আল+কিয়মে)-কিয়ামতের দিন স্থায়ী ; وَسَوْفَ - (আল+সৌফ)-এবং ; يُنَبِّئُهُمُ - (ইন্বা+হম)-জানিয়ে দেবেন তাদেরকে ; اللَّهُ - (আল+আল্লাহ) - আল্লাহ ; يَا أَهْلَ الْكِتَابِ - (ইয়া+আহল+আল+কিতাব) - হে আহলে কিতাব ; كَثِيرًا - (কাত্বা+হম) - তারা করতো। ১৫. হে আহলে কিতাব ; كُنْتُمْ - (কন্ব+হম) - তোমাদের জন্য ; تُخْفُونَ - (তখ্বুন+হম) - তোমরা গোপন করে রাখতে ;

রয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত মত ও পথ। কুরআন মাজীদে উপরোক্ত একমাত্র পথটিকেই 'সাওয়াউস সাবীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পথের শেষ প্রান্ত রয়েছে জান্নাতে।

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ

কিতাবের সেসব বিষয় এবং তিনি অনেক কিছু এড়িয়ে যান ;^{৩৬} নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'নূর'

وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

ও সুস্পষ্ট কিতাব। ১৬. এর দ্বারা আল্লাহ পথ দেখান তাকে যে চায় শান্তির পথ—
তার সন্তোষ লাভ করতে^{৩৭}

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ

এবং স্বেচ্ছায় তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন ও পরিচালিত করেন তাদেরকে

; তিনি এড়িয়ে যান - يَعْفُو ; এবং - وَ ; কিতাবের - (من+ال+كتب) - مِنَ الْكِتَابِ ; নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছে ; مَنْ ; অনেক কিছু ; عَنْ كَثِيرٍ ; কিতাব - كِتَابٌ ; ও - وَ ; একটি 'নূর' - نُورٌ ; আল্লাহর - اللَّهُ - পক্ষ থেকে ; - مُبِينٌ ; আল্লাহ - اللَّهُ - তাকে ; - مَنْ ; এর দ্বারা - بِهِ ; পথ দেখান ; يَهْدِي ۝ (১৬) - সুস্পষ্ট - سُبُلَ ; তার সন্তোষ - (رضوان+ه) - رِضْوَانَهُ ; লাভ করতে চায় ; اتَّبَعَ ; যে ; - سُبُلَ ; বের করে আনেন ; مِنْ ; (يخرج+هم) - يُخْرِجُهُمْ ; এবং - وَ ; শান্তির - (ال+سلم) - السَّلَامِ ; আলোর - (ال+نور) - النُّورِ ; দিকে - إِلَى ; অন্ধকার - (ال+ظلمت) - الظُّلُمَاتِ ; থেকে - مِنْ ; (يَهْدِي+هم) - يَهْدِيهِمْ ; ও - وَ ; তার নিজ ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় - (بإذن+ه) - بِإِذْنِهِ ; তাদেরকে পরিচালিত করেন ;

আর এর বিপরীতে যেসব ভ্রান্ত পথ রয়েছে সেগুলোর শেষ প্রান্ত গিয়ে মিশেছে জাহান্নামে।

৩৬. 'নাসারা' শব্দটি 'নুসরাত' থেকে উদ্ভূত। হযরত ঈসা (আ) যখন বললেন— 'মান আনসারী ইল্লাল্লাহি অর্থাৎ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? তার উত্তরে হাওয়ারী তথা ঈসা (আ)-এর সহচরগণ বলেছিলেন— 'নাহনু আনসারুল্লাহ' অর্থাৎ আমরাই হবো আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী। সেখান থেকে 'নাসারা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের খাতিরে তোমাদের অনেক গোপনীয়তা তথা চুরি ও খিয়ানতের কথা প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সেগুলো তিনি ফাঁস করেছেন, আর যেগুলো ফাঁস করার প্রয়োজন হয়নি সেগুলো তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এড়িয়ে গেছেন।

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٩﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

সরল-সঠিক পথে । ৫৯. নিসন্দেহে তারা কুফরী করে, যারা বলে—তিনিই আল্লাহ

الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

যিনি মারয়াম পুত্র মসীহ ;^{৫৯} আপনি বলে দিন—কারও এমন কোনো ক্ষমতা আছে
কি আল্লাহ থেকে (বাঁচানোর) যদি তিনি ধ্বংস করতে চান

الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ

মারয়াম পুত্র মসীহ তার মাতা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে ;
আর আল্লাহরই আছে

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ

নিরংকুশ ক্ষমতা আসমান ও যমীনের এবং এ দুয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তা ।
তিনি যা চান তা তিনি সৃষ্টি করেন,^{৬০} আর আল্লাহ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - সরল-সঠিক । ৫৯. لَقَدْ كَفَرَ - নিসন্দেহে তারা কুফরী
করে ; الَّذِينَ - যারা ; قَالُوا - বলে ; إِنَّ اللَّهَ هُوَ - তিনিই আল্লাহ ; الْمَسِيحِ (+)
আপনি বলে ; قُلْ - মারইয়াম পুত্র (ابن+মসিহ) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -
যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) - ابْنُ مَرْيَمَ ; যিনি মাসীহ (مسيح) -

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ

রাসূল আসার বিরতীর পর নিসন্দেহে তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন,
তিনি তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন

أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

তোমরা যেন বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে আসেনি কোনো সুসংবাদদাতা এবং না কোনো ভয়
প্রদর্শনকারী ; নিসন্দেহে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছেন ;

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর আল্লাহতো সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।^{৪০}

রসূল (+) - رَسُولُنَا ; নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসেছেন ; (قد جاء + ক) - قَدْ جَاءَكُمْ ;
عَلَىٰ - তোমাদের জন্য ; لَكُمْ - তিনি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন ; (আমার রাসূল ; يُبَيِّنُ -
- أَنْ تَقُولُوا ; রাসূল আগমনের ; (من + ال + رسل) - مِّنَ الرَّسُولِ ; বিরতীর পর ; فِتْرَةٍ -
যাতে তোমরা না বলতে পারো যে ; (ما جاء + না) - مَا جَاءَنَا ; আমাদের নিকট
আসেনি ; لَا نَذِيرٍ - না কোনো ভয় - এবং - وَ - مِنْ بَشِيرٍ - কোনো সুসংবাদদাতা ;
প্রদর্শনকারী ; (ف + قد جاء + ক) - فَقَدْ جَاءَكُمْ ; নিসন্দেহে তোমাদের কাছে এসে
গেছেন ; وَ - আর ; نَذِيرٌ - ভয় প্রদর্শনকারী ; وَ - ও ; وَ - একজন সুসংবাদদাতা ;
اللَّهُ - সর্বশক্তিমান - قَدِيرٌ ; (على + كل + شيء) - عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ; - আল্লাহ ।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মানবিক সত্তার প্রতি জোর দিয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র
বানিয়ে নিয়ে ত্রিত্ববাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো। আবার কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহর
সত্তার মানবিক রূপ ধারণা করে নিয়ে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করা
শুরু করে দিয়েছিলো। তৃতীয় একটি দল তাঁকে এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ বের করার
লক্ষ্যে তাকে এমন সব অভিধায় ভূষিত করেছে, যার ফলে তাঁকে মানুষও বলা যায়
আবার আল্লাহও বলা যায়। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ ও ইসা আলাদা আলাদা সত্তাও হতে
পারে আবার একীভূত সত্তাও হতে পারে। (এ সম্পর্কে সূরা আন নিসার ১৭১নং
আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪০. এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম ও তাঁর
কতিপয় মুজিযা দেখে তারা তাঁকে আল্লাহ মনে করে নিয়েছে তারা নিতান্ত ভ্রান্তির
মধ্যে রয়েছে। আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।
আল্লাহর সৃষ্টির বিশ্বয়কর নমুনা সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাজিত ; একটু দৃষ্টি প্রসারিত
করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। কোনো একটি বিশ্বয়কর সৃষ্টি দেখে তাকেই স্রষ্টা মনে

করা নিতান্তই অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাদের উচিত ছিলো আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র দেখে তাঁর থেকে ঈমান মযবুত করে নেয়া এবং এটাই হতো যথার্থ বুদ্ধির পরিচায়ক।

৪১. অর্থাৎ যে আল্লাহ ইতিপূর্বে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী পাঠাবার ক্ষমতা রাখতেন, তিনিই মুহাম্মাদ (স)-কেও সেই দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন এবং এ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (স)-কে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে না মানো, তবে মনে রেখো আল্লাহ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং কেউ এ কাজে তাঁকে বাধাও দিতে পারবে না।

৩ রুক' (১২-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল নবীর প্রচারিত দীনেই নামায ও যাকাতের বিধান ছিলো। সুতরাং নামায পরিত্যাগকারী ও যাকাত অস্বীকারকারীর প্রতি লানত বর্ষণ করেন এবং তার অন্তরকে আল্লাহ কঠিন করে দেন যাতে সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।

২. আল্লাহ ও তাঁর নবীর উপর ঈমান, নামায আদায়, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করার মাধ্যমেই জান্নাত লাভ করা সম্ভব। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এসব বিধান পালন ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

৩. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা শেষ নবীর উপর ঈমান আনা ও তাঁর আনীত বিধান পালনের অস্বীকারে আল্লাহর সাথে অস্বীকারাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু তারা সেই অস্বীকার ভঙ্গ করে আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। আমরা যদি তাদের পদাংক অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকেও একই পরিণাম বরণ করতে হবে।

৪. ঈসা (আ)-কে যারা 'আল্লাহ', 'আল্লাহর পুত্র' বা তিন খোদার এক খোদা বলে বিশ্বাস করে তারা কাফের। সুতরাং এ কাফেরদের অনুকরণ-অনুসরণ এবং তাদেরকে বন্ধু বলে মনে করা; তাদের অঙ্গুলী নির্দেশে চলা সরাসরি কুফরী কাজ। অতএব আমাদেরকে এসব কাজ থেকে সর্ব অবস্থায় বিরত থাকতে হবে।

৫. মুসলমানদের শত্রুতায় খৃষ্টানদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিরাজমান। কিয়ামত পর্যন্ত এ থেকে তাদের মুক্তি নেই।

৬. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন করেছে। মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সংক্রান্ত আল্লাহর বাণীকে তারা তাওরাত ও ইনজিল থেকে মুছে ফেলেছে। এছাড়া আরও অনেক বিষয় তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বাদ দিয়েছে। ফলে তারা সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

৭. হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে মুসলমানদের ঈমান হলো—তিনি আল্লাহ হতে পারেন না। কারণ তিনি সৃষ্ট। তিনি আল্লাহর পুত্রও হতে পারেন না। কারণ আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র। বরং তিনি একজন মানুষ, আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর প্রেরিত নবী।

৮. হযরত মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ বছরের ব্যবধান ছিলো। এর মধ্যে নবুওয়াতে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং এ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের মধ্যেই এক হাজার পয়গাম্বরের আগমন ঘটেছিলো।

৯. হযরত ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে পাঁচশত বছরের ব্যবধান ছিলো। এ সময়ের মধ্যে কোনো নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি।

১০. আল্লাহর বিধান অমান্য করে মুখে মুখে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ঘোষণা দ্বারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

১১. মুহাম্মাদ (স) তথা শেষ নবীর আগমনের পর এবং তাঁর আনীত কিতাব বর্তমান থাকাবস্থায় আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ শেষ নবীর কিতাবের হিফায়তের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন এবং এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অধিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪

পারা হিসেবে রুকু'-৮

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٥٠﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

২০. আর (স্মরণ করো) মুসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন। হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো; তিনি তোমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مِلُوكًا وَأَتَاكُمْ مَائِدَاتٍ وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

অনেক নবী এবং তোমাদেরকে করেছিলেন রাজ ক্ষমতার অধিকারী; আর জগতের কাউকে দেননি এমন জিনিস তোমাদেরকে যা দিয়েছেন।^{৪২}

﴿٥١﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

২১. হে আমার জাতি! তোমরা পবিত্র যমীনে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন^{৪৩} এবং তোমরা ফিরে যেও না

﴿٥٠﴾ -মূসা (আ) ; -বললেন - قَالَ ; যখন (স্মরণ করো) - اذْ ; -আর ; - وَ ; اذْكُرُوا ; -হে আমার জাতি - (يا+قوم) - يُقَوْمُ ; -তাঁর জাতিকে - (ال+قوم+ه) - لِقَوْمِهِ ; -তোমাদের - عَلَيْكُمْ ; -আল্লাহ - اللَّهُ ; -নিয়ামতকে ; - نِعْمَةً ; -তোমরা স্মরণ করো ; - اذْ جَعَلَ ; -যখন তিনি পাঠিয়েছেন ; - فِيكُمْ ; -তোমাদের মধ্যে ; - أَنْبِيَاءَ ; -অনেক নবী - رَاجٍ - مَلُوكًا ; -করেছিলেন তোমাদেরকে ; - (جَعَلَ+كم) - جَعَلَكُمْ ; -এবং ; - وَ ; -আর ; - وَمَا لَمْ يُؤْتِ مَاءَ يَأْتِيكُمْ - (من+ال+علمين) - مِنَ الْعَالَمِينَ ; -জগতের। ﴿٥١﴾ -কাউকে ; - أَحَدًا ; -দেননি ; - (ال+ارض) - الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ; -তোমরা প্রবেশ করো ; - اذْ خَلُّوا ; -হে আমার জাতি ! - (قوم) - يَأْتِيكُمْ ; -নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ; - كَتَبَ ; - যা - الَّتِي ; -পবিত্র ; - (ال+مقدسة) - الْمُقَدَّسَةَ ; -যমীনে ; - وَ ; -এবং ; - لَا تَرْتَدُّوا ; -তোমরা ফিরে যেও না ; - اللَّهُ ;

৪২. হযরত মুসা (আ)-এর অনেক পূর্বে কোনো এক সময় বনী ইসরাঈলরা অত্যন্ত গৌরবের অধিকারী ছিলো। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সে যুগে একদিকে তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)-এর মতো নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছিলো, অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে ও তার পরবর্তীকালে মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করেছিলো। সমসাময়িককালে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে

৪৭. এখানে বনী ইসরাঈলের ঘটনার বিবরণ প্রদান করার পর একথা বলে রাসূলের সময়কার ইহুদীদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, মুসা (আ)-এর সময় তোমরা অবাধ্য আচরণ করে যে শান্তির সম্মুখীন হয়েছিলে, মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে তেমন আচরণ করলে তোমাদের শান্তি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী হবে।

৪ রুকূ' (২০-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাঝে প্রায় ছয়শত বছরের ব্যবধান ছিলো। এর মাঝখানে কোনো নবীর আগমন ঘটেনি। এ বিরতীর সময়কার লোকেরা যদি শিরক থেকে বেঁচে থাকে এবং ঈসা (আ)-এর দিনের যতটুকুই তাদের কাছে বর্তমান ছিলো তার অনুসরণ করে থাকে তাহলে ফকীহদের মতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

২. সুদীর্ঘকাল বিরতী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট দান ও নিয়ামত। সুতরাং এ নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দান করা মানব জাতির জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা সেসব নিয়ামতের যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির শিকার হয়েছিলো, ফলে চল্লিশ বছর তাদের মরু প্রান্তরে যাযাবরের জীবন যাপন করতে হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্তই তারা অভিশপ্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

৪. মুসলিম জাতিও যদি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত তথা ইসলামী জীবন বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়নে গাফলতী দেখায় তাহলে তাদেরকে বনী ইসরাঈলের চেয়ে কঠোর পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৫. বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামতের কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে—(ক) তাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে নবীদের আগমন ; (খ) তাদেরকে রষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান ; (গ) তৃতীয় নিয়ামত হচ্ছে উল্লেখিত উভয় নিয়ামতের সমষ্টি অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে পারলৌকিক সম্মান-মর্যাদা এবং জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্য।

৬. পবিত্র যমীন বলতে কোনো জনপদকে বুঝানো হয়েছে এতে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে এর দ্বারা বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। কারও মতে কুদস শহর ; কারও মতে জর্দান নদী ও বায়তুল মাকদাসের মধ্যবর্তী আরীহা নামক প্রাচীন শহর। আবার কারও মতে 'পবিত্র ভূমি' বলে সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৭. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা, পরিণামে তাদের আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হওয়া থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষণীয় রয়েছে যে, তারা যেসব আচরণের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে আমাদেরকে তা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, তবেই আল্লাহর রহমতের আশা করা যেতে পারে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٢٩﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا

২৭. আর আপনি তাদেরকে আদমের দু পুত্রের বিবরণ যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করেছিলো, তখন কবুল করা হয়েছিলো তাদের একজন থেকে

وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالُ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ

এবং অপরজন থেকে কবুল করা হয়নি ; সে বললো—‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো’ অপরজন বললো—‘আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন

مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ

মুস্তাকীদের থেকে ।^{৪৮} ২৮. তুমি যদি আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত করো আমাকে হত্যা করতে, আমি প্রসারিত করবো না

﴿٢٩﴾-আর ; اَتْلُ-শুনিয়ে দিন ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; نَبَأًا-বিবরণ ; ابْنِي-দু পুত্রের ; قَرَّبَا-তারা ; قُرْبَانًا-যখন ; اذْ-যথাযথভাবে ; بِالْحَقِّ-(ব+আ+হু)-আদমের ; اَدَمَ-তারা উভয়ে পেশ করেছিলো ; فَتُقْبِلُ-(ফ+তু+ব)-তখন কবুল করা হয়েছিলো ; مِنْ-থেকে ; مِنْ-এবং ; مِنْ-একজনের ; اَحَدِهِمَا-(আ+দ+হা)-তাদের একজনের ; وَمِنْ-থেকে ; مِنْ-কবুল করা হয়নি ; مِنْ-থেকে ; مِنَ-অপরজন ; قَالَ-সে বললো ; قَالَ-সে বললো ; لَأَقْتُلَنَّكَ-(আ+ফ+ত+ন+ক)-অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো ; قَالَ-সে (অপরজন) বললো ; اِنَّمَا-অবশ্যই ; يَتَقَبَّلُ-কবুল করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِنَ-থেকে ; الْمُتَّقِينَ-(আ+ম+ত+য)-মুস্তাকীদের থেকে । ﴿٣٠﴾-যদি ; لَئِن-প্রসারিত করো ; اِلَىٰ-আমার দিকে ; يَدِكَ-তোমার হাত ; لِتَقْتُلَنِي-আমাকে হত্যা করতে ; مَا أَنَا بِبَاسِطٍ-(আ+না+ব+আ+স+ট)-আমি প্রসারিত করবো না ;

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ মুস্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন। তোমার কুরবানী যেহেতু কবুল হয়নি, তাই তোমার এখন উচিত হবে আমাকে হত্যা করার চিন্তা পরিহার করে তোমার নিজের মধ্যে ‘তাকওয়ার’ গুণ সৃষ্টি করা। এতে আমারতো কোনো দোষ নেই।

يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

আমার হাত তোমার প্রতি তোমাকে হত্যা করতে ;^{৪৯} আমি অবশ্যই
বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি ।

۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

২৯. আমি চাই যে, তুমি আমার গোনাহ ও তোমার গোনাহের বোঝা বহন করে
বেড়াও,^{৫০} তাহলেই তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে

وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

আর যালেমদের পরিণতিতো এটাই । ৩০. অতপর তার 'নফস' তাকে প্ররোচিত
করলো তার ভাইকে হত্যা করতে এবং সে তাকে হত্যা করলো

يَدِي -আমার হাত ; إِلَيْكَ -তোমার প্রতি ; لِأَقْتُلَكَ - (ل+আقتل+ক) -তোমাকে হত্যা
করতে ; رَبَّ -আল্লাহকে ; أَخَافُ -ভয় করি ; إِنِّي -আমি অবশ্যই ; الْعَالَمِينَ -
প্রতিপালক ; ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ -চাই যে ; تَبُوءَ -ও ; بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ -আমার
গোনাহের বোঝা ; فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ - (ব+আثم+যি) -আমি ; (আثم+ক) -
তোমার গোনাহের ; فَطَوَّعَتْ لَهُ - (ফ+ট+ক) -তাহলেই তুমি হয়ে যাবে ;
نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ - (আثم+ক) -তোমার গোনাহের ; ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ -
আর ; جَزَاءُ - (আ+জ+আ) -জাহান্নামবাসীদের ; الظَّالِمِينَ - (আ+জ+আ) -
আর ; ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ - (ফ+ট+ক) -তাহলেই তুমি হয়ে যাবে ; نَفْسُهُ -
তার নফস ; قَتْلَ أَخِيهِ - (ফ+ক) -এবং সে তাকে হত্যা করলো ;
فَقَتَلَهُ - (ফ+ক) -এবং সে তাকে হত্যা করলো ;

৪৯. অর্থাৎ তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আমার পক্ষ থেকে তোমাকে হত্যা
করার কোনো উদ্যোগ আমি নেবো না । এর অর্থ এটা নয় যে, সে হত্যাকারীর সামনে
নিজেকে পেশ করে দিয়েছে । বরং সে এখানে বুঝাতে চেয়েছে যে, তুমি আমাকে হত্যা
করতে উদ্যত জেনেও আমি তোমাকে প্রথমে অন্যায়াভাবে আক্রমণ করবো না । মনে
রাখা প্রয়োজন যে, নিজেকে হত্যাকারীর সামনে পেশ করে দেয়া এবং যালিমের যুলুম
প্রতিহত করতে চেষ্টা না করে নীরবে সয়ে যাওয়া কোনো সাওয়ামের বিষয় নয় ।

৫০. অর্থাৎ আমাদের একে অপরকে হত্যা করার প্রচেষ্টার কারণে উভয়ে গুনাহগার
হওয়ার চেয়ে উভয়ের গুনাহ তোমার একার ভাগেই পড়ুক । আমাকে হত্যা করতে
উদ্যোগ নেয়ার গুনাহ এবং তোমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তোমার যে
ক্ষতি হবে তার জন্য আমার যে গুনাহ ।

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٥١﴾ فَبِعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ

ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ৩১. অতপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটিতে খনন করতে লাগলো

لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ

তাকে দেখাবার জন্য, কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ লুকাবে,
সে বললো, হায়! আমি অক্ষম হয়ে গেলাম

مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارَى سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾

এ কাকের মতো হতেও যাতে আমি লুকাতে পারি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ; ৫১
অতপর সে অনুতপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। ৫২

(+)-ال- (খসরিন); অন্তর্ভুক্ত; من- ফলে সে হয়ে গেলো; (ف+اصبح)- (ফলে) -فَأَصْبَحَ
اللَّهُ; অতপর আল্লাহ পাঠালেন; (ف+بعث)- (ফলে) -فَبِعَثَ اللهُ ﴿٥١﴾। ক্ষতিগ্রস্তদের (খসরিন)
فِي الْأَرْضِ; সে খনন করতে লাগলো; -يَبْحَثُ; -غُرَابًا; -আল্লাহ; -
-مَا تُرِيَهُ; -كَيْفَ; -يُوَارِي; -তাকে দেখাবার জন্য; (লি+ই)- (লি+ই)-لِيُرِيَهُ; -
লুকাবে; -سَوْءَةَ; -মৃতদেহ; -أَخِيهِ; - (অখ+ই)- (অখ+ই)-قَالَ; -
সে বললো; -مِثْلَ; -হতেও; -أَنْ أَكُونَ; -আমি অক্ষম হয়ে গেলাম; -
-أَعْجَزْتُ; -হায়! -يُوَيْلَتِي; -যাতে আমি (ফ+আ) -فَأُوَارَى; -
এ কাকের; - (হা+আ) -هَذَا الْغُرَابِ; - (ফ+আ) -فَأَصْبَحَ; -
আমার ভাইয়ের; - (অখ+ই)- (অখ+ই)-أَخِي; -মৃতদেহ; -سَوْءَةَ; -
লুকাতে পারি; - (অখ+ই)- (অখ+ই)-فَأَصْبَحَ; -
অনুতপ্তদের (আ+ন) -النَّدِمِينَ; - (অখ+ই)- (অখ+ই)-مِنَ; -
অতপর সে হলো; - (অখ+ই)- (অখ+ই)-فَأَصْبَحَ

৫১. আল্লাহ তাআলা একটি কাকের মাধ্যমে আদম (আ)-এর অবাধ্য ও বিভ্রান্ত পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে সে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। একটি কাকের জ্ঞানও যে তার মধ্যে নেই এ উপলব্ধিও তার মধ্যে এসেছে এবং ভাইকে হত্যা করে সে যে নিতান্ত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য সে অনুতপ্ত হয়েছে।

৫২. ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর কতিপয় মর্যাদাবান সাহাবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। এখানে আদমের দু পুত্রের ঘটনা উল্লেখপূর্বক তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আদমের অসৎ পুত্রটি যেমন মূর্খতাসূলভ কাজ করেছে তোমরাও তেমনি মূর্খতাসূলভ কাজ করছো। বিশ্ববাসীর নেতৃত্বের পদমর্যাদা থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে দেয়ার কারণ খুঁজে নিয়ে সে অনুসারে তোমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করে

﴿٥٢﴾ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্দেশ জারী করলাম^{৫০}—
যে কেউ হত্যা করলো কোনো ব্যক্তিকে

بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া অথবা জগতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া,
সে যেন (জগতে) সকল মানুষকে হত্যা করলো ;

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

আর যে কেউ তার জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা
করলো ;^{৫১} আর নিসন্দেহে তাদের কাছে আমার অনেক রাসূল এসেছিলেন

عَلَىٰ ۖ كَتَبْنَا ۖ -নির্দেশ জারী করলাম ; -এ- ذَٰلِكَ ; কারণেই ; (من+اجل)- مِنْ أَجْلِ ﴿٥٢﴾

قَتَلَ ۖ -যে কেউ ; (ان+ه+من)- أَنَّهُ مَنْ ۖ ; বনী ইসরাঈলের ; -বনী إِسْرَائِيلَ ۖ ; প্রতি-
نَفْسٍ ۖ ; -বিনিময় ছাড়া ; (ب+غير)- بِغَيْرِ ۖ ; কোনো ব্যক্তিকে ; -نَفْسًا ۖ ; হত্যা করলো ;
فِي ۖ (+)- فِي الْأَرْضِ ۖ ; ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া ; -فَسَادٍ ۖ ; অথবা ; -أَوْ ۖ ; কোনো প্রাণের ;
النَّاسِ ۖ ; -সে হত্যা করলো ; -قَتَلَ ۖ ; (ف+কান+ما)- فَكَأَنَّمَا ۖ ; -জগতে ; (ال+ارض)-
- (احيا+ها)- أَحْيَاهَا ۖ ; -যে কেউ ; -مَنْ ۖ ; আর ; -وَ ۖ ; সকল ; -جَمِيعًا ۖ ; -লোককে ; (ال+ناس)-
তার জীবন রক্ষা করলো ; (ف+কান+ما)- فَكَأَنَّمَا ۖ ; -সে জীবন রক্ষা
করলো ; (ل+قد جاءت+)- لَقَدْ جَاءَتْهُمْ ۖ ; আর ; -وَ ۖ ; সকল ; -جَمِيعًا ۖ ; মানুষের ; -النَّاسِ ۖ ;
নিসন্দেহে তাদের নিকট এসেছিলেন ; (رسل+نا)- رُسُلُنَا ۖ ; আমার অনেক রাসূল ;

নেয়া উচিত ছিলো। তা না করে তোমরা আদমের অসৎ পুত্রটির মতো এমনসব লোকদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন।

৫৩. ইয়াহুদীদের মধ্যে আদমের অসৎ পুত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নর হত্যা থেকে বিরত রাখার জন্য এ সম্পর্কিত নির্দেশ জারী করেছিলেন ; কিন্তু তারা তাদের প্রতি নাবিলকৃত কিতাব থেকে এ নির্দেশকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

৫৪. জগতের প্রতিটি মানুষের মধ্যে যদি অন্য মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ সজাগ থাকে এবং একে অপরের জীবনের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণে সহায়ক

بِالْبَيِّنَاتِ زُمْرًا ۖ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ; কিন্তু তারপরও নিশ্চিত তাদের অনেকেই জগতে
সীমালংঘনকারী হিসেবে থেকে গেলো ।

۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

৩৩. অবশ্যই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং প্রচেষ্টা চালায়
দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে^{৫৫} তাদের বিনিময় এছাড়া কিছু নয় যে,

أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَصَلْبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ

তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত ও পাগুলো
বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে

كَثِيرًا ; -নিশ্চিত ; انْ -কিছু ; زُمْرًا -সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ; (ب+ال+بينت)- بِالْبَيِّنَاتِ
فِي ; -তারপরও (بعد+ذلك)- بَعْدَ ذَلِكَ ; -তাদের মধ্য থেকে ; مِنْهُمْ -অনেকেই ;
-সীমালংঘনকারী (ل+مُسْرِفُونَ)- لَمُسْرِفُونَ ; -জগতে (فِي+ال+ارض)- فِي الْأَرْضِ
হিসেবে । انَّمَا -তাদের বিনিময় ; جَزَاءُ -এছাড়া কিছু নয় ; (ان+ما)- انَّمَا ۝
যারা ; (رسول+ه)- رَسُولُهُ ; -ও ; وَ -আল্লাহ ; يُحَارِبُونَ -যুদ্ধ করে ;
-তার রাসূলের সাথে ; (فِي+ال+ارض)- فِي الْأَرْضِ ; -প্রচেষ্টা চালায় ; وَيَسْعَوْنَ -এবং ; وَ
দুনিয়াতে ; فَسَادًا -ফাসাদ সৃষ্টি করতে ; انْ -যে ; يُقْتَلُوا -তাদেরকে হত্যা করা
হবে ; أَوْ -অথবা ; يُصَلَّبُوا -শূল বিদ্ধ করা হবে ; أَوْ -অথবা ; تَقَطَّعَ -কেটে ফেলা
হবে ; (ارجل+هم)- أَرْجُلُهُمْ ; -ও ; وَ -তাদের হাত ; (ايدى+هم)- أَيْدِيهِمْ ;
পাগুলো ; مِّنْ خِلَافٍ -বিপরীত দিক থেকে ;

ভূমিকা পালন করে, তবেই মানব বংশের অস্তিত্ব নিরাপদ হতে পারে। কেউ অন্যায়ভাবে কারো জীবন হরণ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তার হৃদয়ে মানব প্রাণের প্রতি কোনো মমত্ববোধ ও সহানুভূতি নেই। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, সে সমগ্র মানব বংশেরই দূশমন। কারণ তার মধ্যে যে রূপ মানসিকতা বিরাজমান সেরূপ মানসিকতা যদি সকল মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহলে সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাবে। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোনো মানুষের জীবন রক্ষায় সহায়তা করে, এতে ধরে নিতে হবে যে, মানব প্রাণের প্রতি তার মমত্ববোধ রয়েছে এবং এরূপ মনোভাব সম্পন্ন মানুষের দ্বারাই মানব বংশ নিরাপদ ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَخِزِيٍّ فِي الدُّنْيَا وَلِمَا فِي الْآخِرَةِ

অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে ; ৫৫ এটা হলো দুনিয়াতে তাদের অপমান, আর আখেরাতে তো তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

বিরাট শাস্তি । ৩৪. তবে যারা তাওবা করে নিলো তোমরা তাদের উপর ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই (তারা ছাড়া);

فَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

সুতরাং জেনে রেখো ! অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । ৫৬

أَوْ-অথবা ; يُنْفَوْا-বহিষ্কার করে দেয়া হবে ; مِنَ-থেকে ; الْأَرْضِ-(আল+আরু-)-দেশ ; فِي+ال+)- فِي الدُّنْيَا-অপমান ; خِزْيٌ-তাদের ; لَهُمْ ; ذَٰلِكَ-এটা হলো ; فِي الْآخِرَةِ-(ফি+আল+আখেরা)-দুনিয়াতে ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; فِي الْآخِرَةِ-আখেরাতে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيمٌ-বিরাট । ﴿٥٥﴾ إِلَّا-তবে (তারা ছাড়া) ; الَّذِينَ-যারা ; تَابُوا-তাওবা করে নিল ; مِن قَبْلِ-আগেই ; أَنْ تَقْدِرُوا-তোমরা ক্ষমতাসীন হওয়ার ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; فَاعْلَمُوا-(ফ+আলমু)-সুতরাং জেনে রেখো ; أَنْ-অবশ্যই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু ।

৫৫. দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি বলতে দুনিয়ার যে অংশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়ম হয়েছে, সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথাই বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ ধরনের ব্যবস্থায়ই মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও গাছপালা তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ ধরনের রাষ্ট্রেই মানবতা পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং জগতের যাবতীয় উপায়-উপাদান এতে সুসমন্ভিতভাবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলো দ্বারা মানবতার ধ্বংস নয়—উন্নতিই হয়ে থাকে। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরোধিতা বা এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা একরূপ রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি ও ডাকাতি করা বা বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোনো তৎপরতা চালানো দুনিয়াতে বিপর্যয় করারই নামান্তর এবং এটা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিপর্যয় সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫৬. এখানে ইসলামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ইসলামী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন

করার প্রচেষ্টা চালানোর মতো নিকৃষ্ট কাজের চার ধরনের শাস্তির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যাতে করে ইসলামী হুকুমাতের বিচারক বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার বিভাগ ইজতিহাদের মাধ্যমে অপরাধীকে তার অপরাধের মাত্রা ও ধরনের নিরিখে শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা জঘন্য অপরাধ বলেই তাদের জন্য চরম নির্ধারিত শাস্তিগুলোর যে কোনো একটি শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ তারা যদি দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টির মতো নিকৃষ্ট ধরনের কাজ থেকে বিরত হয় এবং তাদের পরবর্তী কর্মতৎপরতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা এমন কাজের সাথে জড়িত নয়, তাহলে তাদের পূর্বকার কাজের জন্য উল্লেখিত কঠিন শাস্তি দেয়া হবে না। তবে তাদের দ্বারা যদি কোনো মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে যেমন কাউকে হত্যা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা ইত্যাদি দায় থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে না। কারণ এতে যার অধিকার বিনষ্ট হয়েছে তার উপর যুলম করা হবে। এমতাবস্থায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা চলতে থাকবে; কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কিত কোনো অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। কারণ এর জন্য সে তাওবা করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে।

৫ রুকু' (২৭-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তাই কোনো ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর দু পুত্রের কাহিনীতেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২. অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হলে হত্যাকারীর ইহ ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩. কোনো ঘটনার বিবরণ দেয়ার সময় ঘটনাটি সম্পর্কে জ্ঞাত অংশ যথাযথভাবে বর্ণনা করতে হবে। এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন মোটেই সম্ভব নয়।

৪. মানব জাতি পৃথিবীতে আগমনের প্রথম দিকের ঘটনা যার কোনো সংরক্ষিত ইতিহাস আমাদের নিকট নেই—এমন ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দান করা আল্লাহর অহী ও নবুওয়াতের প্রমাণ।

৫. আল্লাহর নামে কুরবানী করার বিধান মানব জাতির পৃথিবীতে পদচারণার সময় থেকেই বিধিবদ্ধ রয়েছে।

৬. বিরুদ্ধবাদীদের কটু বাক্য ও ক্ষোধ উদ্দেককর বক্তব্যের জবাবে কঠোর ভাষা ব্যবহার না করে শালীন ও মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৭. কুরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্রবিক পদ্ধতি হলো অপরাধের শাস্তি ঘোষণার সাথে সাথে মানসিকভাবে অপরাধ থেকে সংশোধনের লক্ষ্যে আল্লাহতীতি ও পরকালের জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে। এতে অপরাধীর মধ্যে মানসিক বিপ্লব সাধিত হয় এবং অপরাধ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে সহজ হয়।

৮. মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও আখেরাতের পরিণতি সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি করতে না পারলে জগতের কোনো আইন পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা অপরাধমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়।

৯. ইসলামী শরীআতে অপরাধের শাস্তি তিন প্রকার—(ক) হুদুদ, (খ) কিসাস ও (গ) তাযিরাত।

১০. যেসব অপরাধে স্রষ্টার নাফমারনীর সাথে সাথে সৃষ্টির প্রতিও অন্যায় করা হয় সেগুলোকে 'হুদুদ' বলা হয়। এসব অপরাধে আল্লাহর নাফরমানী প্রবল থাকে।

১১. যেসব অপরাধে বান্দাহর অধিকার শরীআতের বিচারে প্রবল হয়ে থাকে সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়ে থাকে। হুদুদ ও কিসাসের শাস্তি কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে।

১২. যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলোকে 'তাযিরাত' বলা হয়েছে। এসব অপরাধের শাস্তি রাসূলের বর্ণনার আলোকে বিচারকগণ নির্ধারণ করবেন।

১৩. হুদুদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা বা বিচারকের সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর অথবা ক্ষমা করার অধিকার নেই।

১৪. পাঁচটি অপরাধের 'হুদ' শরীআতে নির্ধারিত—(ক) চুরি, (খ) ডাকাতি, (গ) ব্যভিচার, (ঘ) ব্যভিচারের অপবাদ ও (ঙ) মদ পান।

১৫. হুদুদের শাস্তি যেমন কঠোর, হুদুদ যোগ্য অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও কঠোর। সামান্য সংশয় থাকলেও হুদ প্রয়োগ করা যায় না।

১৬. কিসাসের শাস্তিও কুরআন মাজীদ কর্তৃক নির্ধারিত। কিসাসের মধ্যেই সমাজ জীবনের নিরাপত্তা নিহিত।

১৭. হুদুদ ও কিসাসের মধ্যে পার্থক্য হলো—হুদুদ যেহেতু আল্লাহর হুক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, সেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ক্ষমা করলেও তার ক্ষমা হবে না, হুদ প্রয়োগ করতে হবে। আর কিসাস যেহেতু বান্দাহর হুক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, যেমন হত্যার কিসাস। সেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্মত হলে অপরাধীকে ক্ষমাও করতে পারে আবার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾

৩৫. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে নাও, ৩৬ আর তাঁর পথে তোমরা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও ৩৭

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। ৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে যদি জগতে যাকিছু (সম্পদ) আছে তার পুরোটাও থাকে

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ

এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ (সম্পদ) থাকে এবং কিয়ামতের দিন তা বিনিময় স্বরূপ দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়, তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না ;

﴿يَا أَيُّهَا ۙ-হে ; الَّذِينَ ۙ-যারা ; آمَنُوا ۙ-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوا ۙ-তোমরা ভয় করো ; إِلَيْهِ ۙ-তাঁর নৈকট্য লাভের ; ابْتَغُوا ۙ-তোমরা খুঁজে নাও ; وَ ۙ-এবং ; الْوَسِيلَةَ ۙ-উপায় ; (ال+وسيلة)-আল-উপায় ; وَ ۙ-আর ; جَاهِدُوا ۙ-তোমরা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাও ; تَفْلِحُونَ ۙ-সম্ভবত তোমরা ; (لعل+كم)-لَعَلَّكُمْ ۙ-তাঁর পথে ; (في+سبيل+ه)-فِي سَبِيلِهِ ۙ-কুফরী করেছে ; كَفَرُوا ۙ-যারা ; الَّذِينَ ۙ-যারা ; إِنَّ ۙ-নিশ্চয়ই ; ﴿ ۙ-যদি ; (ان+ل+هم)-أَنَّ لَهُمْ ۙ-তাদের কাছে থাকে ; مَا ۙ-যাকিছু ; فِي الْأَرْضِ ۙ-যদি ; (مثل+ه)-مِثْلَهُ ۙ-এবং ; وَ ۙ-তার সমপরিমাণ ; مَعَهُ ۙ-তার সাথে ; (مع+ه)-مَعَهُ ۙ-সে তা বিনিময় স্বরূপ দিয়ে বাঁচতে চায় ; مِنْ ۙ-থেকে ; عَذَابِ ۙ-শাস্তি ; يَوْمِ ۙ-দিন ; الْقِيَامَةِ ۙ-(+ال)-الْقِيَامَةِ ۙ-কিয়ামতের ; (من+هم)-مِنْهُمْ ۙ-তাদের থেকে ;

৫৮. এর অর্থ-যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এমন প্রত্যেকটি উপায়-উপাদানকে খুঁজে বের করতে হবে।

৫৯. এখানে جَاهِدُوا শব্দের অর্থ 'চূড়ান্ত প্রচেষ্টা' বলা হলেও সবটা বলা হয় না। এর অর্থ মুকাবিলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে—যেসব শক্তি আল্লাহর

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞۹۱ يَرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخُرَجِينَ

এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি। ৩৭. তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে ; কিন্তু তারা বের হওয়ার নয়

مِنْهَا نَزَلُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞۹২ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

তা থেকে এবং তাদের জন্য শাস্তি হবে স্থায়ী। ৩৮. আর পুরুষ চোর ও চুরনীর হাত কেটে দাও, ৩০

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞۹৩ فَمَنْ تَابَ

যা তারা অর্জন করেছে তার বদলা হিসেবে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড ;
আর আল্লাহ যবরদস্ত ও সুবিজ্ঞ। ৩৯. অতপর যে তাওবা করে নেয়

مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلِحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

নিজের যুল্মের পর এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেবেন ; ৩০ নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

يُرِيدُونَ ۞۹১ -কষ্টকর- أَلِيمٌ ; শাস্তি- عَذَابٌ ; তাদের জন্য রয়েছে ; لَهُمْ -এবং ; وَ
-তারা চাইবে; وَالنَّارِ- (আল+নার)-জাহান্নাম; مِنْ-থেকে; أَنْ يُخْرِجُوا- বের হতে; وَمَاهُمْ بِخُرَجِينَ-
-তা- مِنْهَا -বের হওয়ার নয়- (ب+خُرَجِينَ)- بِخُرَجِينَ ; তারা- هُمْ -নয় ; مَا ; -কিন্তু-
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ۞۹২ -স্থায়ী- مُّقِيمٌ ; শাস্তি হবে ; عَذَابٌ ; তাদের জন্য ; لَهُمْ -এবং ; وَ
-আর ; (ف+اقْطَعُوا)- فَاقْطَعُوا ; -চুরনীর- السَّارِقَةُ ; -ও- وَ ; -চোর- السَّارِقُ ;
-আর পুরুষ চোর ও চুরনীর হাত কেটে দাও ; جَزَاءً بِمَا كَسَبَا- বদলা হিসেবে ; نَكَالًا-
-পক্ষ থেকে- مِنَ اللَّهِ ; -এ হলো দণ্ড ; نَكَالًا- (ب+مَا+كَسَبَا)-
فَمَنْ تَابَ ۞۹৩ -সুবিজ্ঞ- حَكِيمٌ ; -যবরদস্ত- عَزِيزٌ ; -আল্লাহ- اللَّهُ ; -আর ; وَ
-আল্লাহর ; (ظلم+ه)- ظُلْمِهِ ; -পর- مِنْ بَعْدِ ; -তাওবা করে নেয় ; تَابَ ; -অতপর যে ; (ف+من)-
-নিজের যুল্মের ; وَأَصْلِحْ -শুধরে নেয় ; فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ;
-এবং ; وَ ; -আল্লাহ- اللَّهُ ; -নিশ্চয়ই- إِنْ ; -তার- عَلَيْهِ ; -তাওবা কবুল করে নেবেন ; يَتُوبُ ;
-আল্লাহ- اللَّهُ ; -অতীব ক্ষমাশীল- غَفُورٌ ; -পরম দয়ালু- رَحِيمٌ ; -আল্লাহ- اللَّهُ ।

পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে চলতে বাধা দেয়; যারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে দেয়

قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ

মুখে মুখে বলে—আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি ;
আর তাদের মধ্যেও যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

তারা মিথ্যা কথা আড়িপেতে শ্রবণকারী ; তারা আড়িপেতে শ্রবণকারী একটি সম্প্রদায়ের জন্য
যারা আপনার নিকট আসেনি, তারা (আল্লাহর) কথাকে বিকৃত করে

قَالُوا -বলে ; آمَنَّا -আমরা ঈমান এনেছি ; -بِأَفْوَاهِهِمْ (ব+আফোহ+হম) -তাদের মুখে
و - ; قُلُوبُهُمْ (ফলুব+হম) -তাদের অন্তর ; لَمْ تُؤْمِنْ -ঈমান আনেনি ; -و -অথচ ;
سَمِعُونَ -আর ; هَادُوا -ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; -مِنَ الَّذِينَ -তাদের মধ্যেও যারা ;
سَمِعُونَ -তারা আড়িপেতে শ্রবণকারী ; -لِلْكَذِبِ (ল+আল+কডব) -মিথ্যা কথা ;
-تَارًا আড়িপেতে শ্রবণকারী ; -لِقَوْمٍ آخَرِينَ (ল+আল+আর) -এক সম্প্রদায়ের জন্য ;
-تَارًا আড়িপেতে শ্রবণকারী ; -لَمْ يَأْتُوكَ (লম+আতু+আক) -তারা আসেনি আপনার নিকট ;
-تَارًا আড়িপেতে শ্রবণকারী ; -يُحَرِّفُونَ -তারা বিকৃত করে ;
-الْكَلِمَ (আল+আল+কলম) -কথাকে ;

পরিণত হবে ও আল্লাহর রোষ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। ছুরির কারণে তার চরিত্রে কলংকের দাগ পড়েছিলো তা তাওবার বদৌলতে ধুয়ে-মুছে যাবে। তবে হাত কাটার পরও যদি তার অভ্যাস পরিবর্তন না হয় তাহলে হাত কাটার আগে যেমন সে আল্লাহর গম্বের উপযুক্ত ছিলো, হাত কাটার পরও সে তেমনিই থেকে যাবে। তাই কুরআন মাজীদে হাত কাটার পরও তাওবা করা ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সমাজ জীবনকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্যই হাত কাটা হয়েছে, এর দ্বারা তো চোরের আত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়নি ; সেটা হতে পারে একমাত্র তাওবা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

৬২. রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুঃখিত না হতে বলার উদ্দেশ্য হলো—জাহেলদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই রাসূল নিস্বার্থভাবে দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু তারা বেহায়াপনা, ধোঁকা-প্রতারণা ও জালিয়াতীর মাধ্যমে সব ধরনের নিকৃষ্ট চক্রান্ত চালাচ্ছিল। এতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মনে ব্যাথা পান। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, তাঁর দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি যেন মনোবল হারিয়ে না ফেলেন। কারণ এসব লোকদের নিকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদের নিকট থেকে এ ধরনের ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়।

৬৩. অর্থাৎ মিথ্যার সাথেই এদের সকল সম্পর্ক ও যাবতীয় যোগসূত্র। সত্যের সাথে এদের কোনো যোগসূত্র নেই। মিথ্যা যেহেতু তাদের পসন্দনীয়, তাই তারা মনযোগ

خَزَىٰ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٩﴾ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ

লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য বিরাট শাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যারই শ্রোতা,

أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ

তারা হারাম বস্তুরই ভক্ষক ;^{৬৫} সুতরাং তারা যদি আপনার নিকট আসে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ۗ

আর যদি তাদের ব্যাপারে আপনি নির্লিপ্ত থাকেন তারা আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না ; তবে আপনি যদি মীমাংসাই করেন তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন

(فی+ال+اخرة)- (فی+ال+اخرة) ; لَهُمْ - তাদের জন্য রয়েছে ; وَ - আর ; خَزَىٰ - লাঞ্ছনা ; لِلْكَذِبِ - আখেরাতে ; عَذَابٌ - শাস্তি ; عَظِيمٌ - বিরাট । ﴿٥٩﴾ سَمِعُونَ - তারা শ্রোতা ; - (ل+ال+سحت)- (ل+ال+سحت) - হারাম বস্তুরই ভক্ষক ; أَكْلُونَ - তারা ; جَاءُوكَ - তারা আপনার নিকট আসে ; فَإِنْ - তাহলে ; فَاحْكُم - তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন ; بَيْنَهُمْ - তাদের মধ্যে ; أَوْ - অথবা ; أَعْرِضْ - নির্লিপ্ত থাকুন ; عَنْهُمْ - তাদের ব্যাপারে ; فَلَنْ يَضُرُّوكَ - তাদের ব্যাপারে ; شَيْئًا - কোনো ; وَ - কোনো ; وَإِنْ حَكَمْتَ - আপনি মীমাংসাই করেন ; فَاحْكُم - তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন ; بَيْنَهُمْ - তাদের মধ্যে ;

৬৫. 'ইউহাররিফূনা' অর্থ—রদবদল করে অর্থাৎ যেসব বিধি-বিধান তাদের মনপুত নয়, তাতে নিজেদের ইচ্ছামত অর্থ পরিবর্তন করে সে মতে বিধান তৈরি করে।

৬৬. ইয়াহুদী ধর্মীয় নেতারা মূর্খ জনসাধারণকে বলতো যে, আমরা তোমাদেরকে যেসব বিধান দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রদত্ত বিধান অনুরূপ হলে তোমরা তা মেনে নিতে পারো ; আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এ বিধান তোমাদের জন্য নয়, কাজেই সেসব বিধান তোমরা পরিত্যাগ করো।

৬৭. অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অসৎ কাজের কিছুটা প্রবণতা লক্ষ্য করেন, তার সামনে তিনি এমন সব কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যার মাধ্যমে সে

بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝۹ۦ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ

ইনসাফ সহকারে ; আল্লাহ অবশ্যই ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন ।^{৯০}

৪৩. আর তারা কিরূপে আপনাকে বিচারক মানবে

وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে তাতে রয়েছে আল্লাহর বিধান ;

কিন্তু তারা এরপরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে^{৯১}

وَمَا أَوْلَىٰكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ

মূলত ওরা মুমিনই নয় ।

يُحِبُّ - আল্লাহ - অবশ্যই ; إِنَّ - ইনসাফ সহকারে ; (ب+ال+قسط) - بالقسط ;
 -আর ۝ - ৯০) (ال+মুقسطين) - الْمُقْسِطِينَ ; ভালোবাসেন ;
 وَ - তারা আপনাকে বিচারক মানবে ; (يحكمون+ك) - يُحْكِمُونَكَ ; কিরূপে ;
 -অথচ (ال+তুরে) - التَّوْرَةُ ; তাদের নিকট রয়েছে ; (عند+هم) - عِنْدَهُمْ ;
 ; -আল্লাহর ; اللَّهُ ; -বিধান ; حُكْمٌ ; তাতে রয়েছে ; (فى+ها) - فِيهَا ;
 ; -কিন্তু ; ثُمَّ ; -এরপরও ; مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ; তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; يَتَوَلَّوْنَ -
 (+মা+) - وَمَا أَوْلَىٰكَ ; মু'মিনই - (ب+ال+মু'মিন) - بِالْمُؤْمِنِينَ ; -মূলত ওরা নয় (اولئك)

ব্যক্তি ফিতনা তথা পরীক্ষায় নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় সে যদি অসৎকাজের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে সে এ পরীক্ষায় পড়ে সচেতন হয়ে যায় এবং নিজেসঙ্গে সামলে নেয় এবং সংশোধন হয়ে যায়। আর যদি অসততার দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে তাহলে তার সং প্রবণতা পরাজিত হয়ে যায় এবং সে অসততার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। এটাই হলো আল্লাহ কর্তৃক কাউকে ফিতনায় ফেলার অর্থ।

৬৮. যেহেতু তারা নিজেরাই পবিত্র হতে চায় না, তাই আল্লাহও তাকে পবিত্র করতে চান না। যেসব লোক নিজেরা পবিত্র হতে আগ্রহী এবং সে জন্য তারা চেষ্টা-সাধনা চালায়, তাদেরকে পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করাও আল্লাহর নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

৬৯. এখানে ইয়াহুদীদের মুফতী ও বিচারকদের কথা বলা হয়েছে। এরা যাদের নিকট থেকে ঘৃষ নিতো অথবা যাদের সাথে তাদের অবৈধ স্বার্থ থাকতো তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা বিবরণের প্রেক্ষিতে ন্যায়-ইনসাফের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে রায় দিতো।

৭০. এখানে খায়বরের সম্ভ্রান্ত ইয়াহুদীদের সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা সবেমাত্র সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো। এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিয়মিত নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়নি। এখন পর্যন্ত তাদের নিজেদের বিচার-ফায়সালা তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিচারকগণই করতো। রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর নিযুক্ত বিচারকদের নিকট বিচার-ফায়সালা নিয়ে আসতে তারা আইনগতভাবে বাধ্য ছিলো না। যেসব ব্যাপারের মীমাংসা তারা তাওরাত অনুযায়ী করতে চাইতো না সেসব ব্যাপারগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে আসতো এ উদ্দেশ্যে যে, ইসলামে হয়তো, অন্য বিধান রয়েছে এবং এভাবেই তারা নিজেদের ধর্মীয় আইনের আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকতে চাইতো। আর যখন দেখতো যে, কুরআনের বিধানও তাওরাতের অনুরূপ তখন তারা রাসূলুল্লাহর মীমাংসা মানতে অস্বীকার করতো।

৭১. ইয়াহুদীরা প্রচার করে বেড়াতে যে, তাদের নিকটই আল্লাহর কিতাবের যথার্থ জ্ঞান রয়েছে এবং তারাই আল্লাহর দীনের সঠিক অনুসারী। অথচ তাদের অবস্থা ছিলো— তারা তাওরাতের বিধানকে পরিহার করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফায়সালা নিজেদের মামলা নিয়ে এসেছিলো। যাকে তারা নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিলো। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ দ্বিমুখী নীতির মুখোশ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মূলত কোনো কিছুর উপরই তাদের পুরোপুরি ঈমান ছিলো না। তাদের ঈমান ছিলো নিজেদের নাফসের উপর। যে কিতাবকে তারা ‘আল্লাহর কিতাব’ হিসেবে মানে বলে দাবী করে বেড়ায়, তাতে নিজেদের চাহিদা মতো ফায়সালা না পেলে তারা চাহিদা মতো ফায়সালা পাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসতো, যাকে তারা নবী হিসেবে মানতেই প্রস্তুত ছিলো না।

৬ রুকু’ (৩৫-৪৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুমিনদের জন্য তিনটি নির্দেশ :

(ক) আল্লাহ তাআলাকে যথার্থ অর্থে ভয় করতে হবে। নিজের মধ্যে আল্লাহতীতি সৃষ্টির জন্য দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, আল্লাহ সবকিছু দেখেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

(খ) ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে।

(গ) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২. যে বস্তুর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয় তা-ই হলো ‘ওসীলা’। এদিক থেকে ঈমান ও সংকর্ম, নবী-রাসূল ও সৎলোকদের সাহচর্য ও তাঁদের প্রতি মহব্বত ‘ওসীলা’র অন্তর্ভুক্ত।

৩. উপরোক্ত নির্দেশসমূহ যারা অমান্য করবে দুনিয়াতে এমন কান্ফেরদের সমগ্র পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদ থাকলেও আখেরাতে তা কোনো কাজে আসবে না। এ বিশাল সম্পদ তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৪. এসব লোকদের শাস্তি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নয় ; বরং তাদের এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী । কখনো তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না ।

৫. কারো সংরক্ষিত সম্পদ বিনা অনুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে 'চুরি' বলা হয় । এরূপ সম্পদ চুরি করার জন্য এখানে দণ্ডের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে । তবে এ দণ্ড প্রয়োগ শর্তহীন নয় । শর্ত পূরণ না হলে এ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না ।

৬. চুরির অপরাধের সাজা প্রাপ্তির পর যদি অপরাধী আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন ।

৭. সাজাপ্রাপ্তির পূর্বে তাওবা করলেও হাত কাটার দণ্ড থেকে রেহাই দেয়া যাবে না । কারণ চুরির অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি দুটো অপরাধ করে থাকে । একটি অপরাধ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা যা আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট । দ্বিতীয় অপরাধ মানুষের ক্ষতি সাধন করা যা চুরিকৃত সম্পদের মালিকের অধিকার সংশ্লিষ্ট । আল্লাহর অধিকার বিনষ্টের অপরাধ তাওবা দ্বারা মাফ হলেও বান্দাহর অধিকার বিনষ্টের অপরাধের দণ্ড তাকে পেতেই হবে ।

৮. কাফের-মুশরিকদের কুফর ও শিরকের দিকে দ্রুত পতন দেখে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ণ হওয়া সমীচীন নয় । এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুমিন বলে প্রচার করে । মূলত তাদের অন্তরে ঈমান নেই । সুতরাং যাদের কার্যক্রমে ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায় না এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে ।

৯. ইয়াহুদীরা মিথ্যাবাদী । এরা নিজেদেরকে আল্লাহর কিতাবের ধারক-বাহক বলে প্রচার করলেও তারা আল্লাহর কিতাবকে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো পরিবর্তন করে নিয়েছে । সুতরাং তাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না ।

১০. ইয়াহুদীরা যেহেতু নিজেরা আন্তরিকভাবে পবিত্র জীবনযাপনে আগ্রহী নয়, সেহেতু আল্লাহও তাদেরকে পবিত্র জীবন যাপনের কোনো সুযোগ দেবেন না । সুতরাং পৃথিবীর লাঞ্ছনা এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত ।

১১. ইয়াহুদীরা শুধু মিথ্যাবাদীই নয় ; বরং তারা হারাম খাদ্য খেতেও অভ্যস্ত ।

১২. ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাবী করার পরেও আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা না মানার কারণে তাদের ঈমানের মৌখিক দাবী গৃহীত হয়নি । মুসলমানরাও যদি আল কুরআনের ফায়সালাকে না মেনে শুধুমাত্র মৌখিক দাবীর মধ্যে ঈমানকে সীমিত করে রাখে, তাহলে তাদের ঈমান গৃহীত হবে কোন যুক্তিতে ?

১৩. আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বিধি-বিধান তথা ফায়সালা না মানলে ; কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা-সংগ্রাম না করলে । আল্লাহর কিতাবের বাহক রাসুলের ফায়সালাকে উপক্ষে করে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কাফের-মুশরিকদের দিক নির্দেশ মেনে চললে মুমিন থাকা যায় না । যদিও কেউ নিজেকে মুমিন বলে দাবী করুক অথবা সরকারী খাতায় মুসলমানদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ থাকুক । আল্লাহ আমাদের দাবী ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার তৌফিক দিন ।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭

পারা হিসেবে রুকু'-১১

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿۸۸﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۙ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

88. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর ;
তার দ্বারাই নবীগণ ফায়সালা দিতেন—

الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّيْنِ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا

যারা ছিলেন মুসলিম—তাদের জন্য যারা হয়ে গিয়েছিলো ইয়াহুদী^{৭২} আর (ফায়সালা দিতেন) রব্বানী ও বিজ্ঞ
আলিমগণ,^{৭৩} কেননা তাদেরকে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো

مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۗ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

আল্লাহর কিতাব, এবং তারাই ছিলো এর উপর সাক্ষী ; অতএব তোমরা মানুষকে
ভয় করো না, বরং ভয় করো আমাকেই

﴿۸۸﴾-নিশ্চয়ই আমি ; اِنَّا-নাযিল করেছিলাম ; التَّوْرَةَ-(আল+তুরা)-তাওরাত ;
يَحْكُمُ-নূর ; نُورٌ-ও ; وَ-হিদায়াত ; هُدًى-তাতে ছিলো ; فِيهَا-ফায়সালা দিতেন ;
النَّبِيِّونَ-(আল+নবিয়ন)-তার দ্বারাই ; النَّبِيُّونَ-নবীগণ ; بِمَا-ফায়সালা দিতেন ;
الَّذِينَ-হয়ে হাদুয়া ; هَادُوا-তাদের জন্য যারা ; الَّذِينَ-ছিলেন মুসলিম ; اسْلَمُوا-
-আল+রনিয়ন)-আল+রনিয়ন ; الرَّبَّنِيُّونَ-(আল+রনিয়ন)-আল+রনিয়ন ;
الْاَحْبَارُ-(আল+আহবার)-বিজ্ঞ আলিমগণ ; بِمَا-কেননা ; اسْتَحْفِظُوا-তাদেরকে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ;
مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ-(আল+আল+আল)-আল্লাহর কিতাবের ; وَ-এবং ; كَانُوا-তারাই ছিলো ; عَلَيْهِ-এর
উপর ; شُهَدَاءَ-সাক্ষী ; فَلَا تَخْشَوُا-(আল+আল+আল)-অতএব তোমরা ভয় করো না ;
اَخْشَوْنَ-আমাকেই ভয় করো ; وَ-বরং ; النَّاسَ-মানুষকে ;

৭২. প্রাসংগিকভাবে এখানে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকল নবীর দীনই ইসলাম ছিলো এবং তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন ; ইয়াহুদীরা নিজেরাই নিজেদেরকে ইয়াহুদী বানিয়ে নিয়েছিলো ।

৭৩. 'রব্বানী' অর্থ আল্লাহতীরু, দরবেশ এবং 'আহবার' অর্থ বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহ ।

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ

আর নগণ্য মূল্যে আমার আয়াতকে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা ফায়সালা করে না

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ

তরাই কাফের। ৪৫. আর আমি তাদের জন্য ফরয করে দিয়েছিলাম যে, অবশ্যই প্রাণের বদলে প্রাণ,

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۖ

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান এবং দাঁতের বদলে দাঁত ;

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ

আর সকল যখমের সমান বদলা ;^{৯৪} তবে যে তা ক্ষমা করে দেবে তাহলে তা তার জন্য গুনাহের কাফফারা হবে ;^{৯৫} সুতরাং যারা

আমরা বিক্রয় করো না ; لَا تَشْتَرُوا -আর ; وَ -আমরা আয়াতকে ; لَمْ يَحْكَمْ -যারা ; مَنْ -আর ; وَ -আর ; ثَمَنًا -মূল্যে ; قَلِيلًا -নগণ্য ; وَأَنْزَلَ اللَّهُ -ফায়সালা করে না ; بِهَا -যা ; أَنْزَلَ اللَّهُ -আল্লাহ ; فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ -আমি ফরয করে দিয়েছিলাম ; وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا -তাদের জন্য ; أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ -প্রাণ (ব+আল+নفس) -প্রাণের বদলে ; وَالْعَيْنَ (+) -ও চোখ ; وَالْأَنْفَ -চোখের বদলে (ব+আল+عين) -ও নাক ; وَالْأَذْنَ -কানের বদলে (ব+আল+انف) -ও দাঁত ; وَالسِّنَّ -দাঁতের বদলে (ব+আল+سن) -সকল যখমের ; وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ -সমান বদলা ; فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ -তবে যে (ف+من) -তাহলে তা ; فَهُوَ كَفَّارَةٌ -গুনাহের কাফফারা হবে ; وَمَنْ -যারা ; وَ -সুতরাং ; وَ -তার জন্য ;

৯৪. তাওরাতের এ বিধান বর্তমানের তাওরাতের যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাতেও রয়েছে। প্রয়োজনে তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ২১ : ২৩-২৫ অংশ দ্রষ্টব্য।

لَمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾ وَقَفِينَا

আব্বাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই যালিম।

৪৬. আর আমি তাদের পশ্চাতেই পাঠিয়েছিলাম

عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

তাদের পদচিহ্ন ধরে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে তাদের সামনে বর্তমান

তাওরাতের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে^{৭৬}

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

এবং আমি তাঁকে দিয়েছিলাম ইনজীল, তাতে ছিলো হেদায়াত ও নূর ;

আর (তা ছিলো) সত্যতা প্রমাণকারী তাদের সামনে বর্তমান

مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ

তাওরাতের, আর (তা ছিলো) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও সদুপদেশ।

৪৭. আর ইনজীল অনুসারীরা যেন ফায়সালা করে

لَمْ يَحْكَمْ -ফায়সালা করে না ; بِهَا -যা ; أَنْزَلَ -নাযিল করেছেন ; اللَّهُ -আব্বাহ ;

أَر -আর ; ﴿٥٦﴾ وَ -আর ; الظَّالِمُونَ - (অ+অসৎ) ; فَأُولَئِكَ - (ফ+ওলئك) ;

عَلَىٰ آثَارِهِمْ - (অ+আঁত+হাম) ; عِيسَىٰ -ঈসাকে ; ابْنِ مَرْيَمَ -মারইয়াম পুত্র ;

مُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; بَيْنَ يَدَيْهِ - (ব+ই+দ+ই) ;

التَّوْرَةِ - (ত+ও+র) ; فِيهِ - (ফ+ই) ;

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ - (অ+আ+ই+ন+জী+ল) ;

وَمُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; وَ -এবং ;

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ - (অ+আ+ই+ন+জী+ল) ;

وَمُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; وَ -এবং ;

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ - (অ+আ+ই+ন+জী+ল) ;

وَمُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; وَ -এবং ;

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ - (অ+আ+ই+ন+জী+ল) ;

وَمُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; وَ -এবং ;

وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ - (অ+আ+ই+ন+জী+ল) ;

وَمُصَدِّقًا - (ম+স+দ+ক) ; وَ -এবং ;

৭৫. অর্থাৎ সাদকার নিয়তে কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে এটাকে সে আখেরাতে গুনাহ মোচনকারী হিসেবে পাবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন—“কারো

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

সে অনুসারে যা আল্লাহ তাতে নাযিল করেছেন ; আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করে না

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তারাই ফাসেক ।^{১৯} ৪৮. আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি সত্যতা প্রমাণকারীরূপে তাদের সামনে যা আছে

وَ ; তাতে - فِيهِ - আল্লাহ ; নাযিল করেছেন - أَنْزَلَ - ; সে অনুসারে যা - بِمَا -
 -আর ; - مَنْ ; -যারা ; - لَمْ يَحْكَمْ - ফায়সালা করে না ; - بِمَا - সে অনুসারে যা ;
 - (নাযিল করেছেন) - الْفٰسِقُونَ - তারাই - فَأُولَئِكَ هُمْ ; - আল্লাহ ;
 -আমি নাযিল করেছি ; - إِلَيْكَ - আপনার প্রতি ;
 -আর ; - وَأَنْزَلْنَا - কিতাব - بِالْحَقِّ - (ব+আল+হু) - সত্যসহ ;
 - (আল+কিতাব) - الْكِتَابَ - সত্যতা - مُصَدِّقًا - (ম+স+দ+দ) - তাদের সামনে ;
 - (আল+কিতাব) - الْكِتَابَ - সত্যতা - مُصَدِّقًا - (ম+স+দ+দ) - তাদের সামনে ;

শরীরে আঘাত করা হলো এবং সে তা বদলা না নিয়ে ক্ষমা করে দিলো, এতে তার ক্ষমার পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

৭৬. কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের কেউ পূর্ববর্তী নবীদের দীনকে অস্বীকার করেননি বা তাঁদের প্রচারিত দীনকে বাতিল করে দিয়ে নতুন ধর্ম চালু করার চেষ্টা করেননি। অনুরূপভাবে কোনো আসমানী কিতাবও তার পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতিবাদ করার জন্য নাযিল হয়নি। বরং নবীদের মতো প্রত্যেকটি কিতাবও তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক ও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে। সুতরাং ঈসা (আ)ও কোনো নতুন দীন নিয়ে আসেননি ; পূর্বের নবীদের দীনই ছিলো তাঁর দীন। মানুষের কাছে সেই একই দীনের দাওয়াত দিয়েছেন।

৭৭. আল্লাহর আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তাদেরকে তিনটি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে ‘কাফের’ ; যেহেতু আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইনে ফায়সালা করা আল্লাহর আইন অস্বীকার করার শামিল। অতপর বলা হয়েছে ‘যালেম’। আল্লাহর আইনই হলো একমাত্র ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ আইন। সুতরাং আল্লাহর আইন থেকে সরে এসে নিজের মনগড়া আইনে ফায়সালা করা মূলতই যুল্ম। অবশেষে বলা হয়েছে ‘ফাসেক’। আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মালিকের আইন অমান্য করে নিজ ইচ্ছা-আবেগের বশবর্তী হয়ে চলা এবং সে মতে জীবনের যাবতীয় ফায়সালা করাই হলো অবাধ্যতা বা ফাসেকী।

مِنَ الْكِتَابِ وَمَهْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

সেই কিতাবের^{৬৮} এবং তার সংরক্ষকরূপে ;^{৬৯} সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন
সে অনুসারে আপনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ
করবেন না ; আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য^{৭০} নির্ধারণ করে দিয়েছি শরীআত

فَاحْكُمْ-তার; عَلَيْهِ-সংরক্ষক রূপে; مَهْمِنًا-এবং; وَ-সেই কিতাবের; مِنَ الْكِتَابِ

بِمَا-তাদের মধ্যে; (بَيْنَهُمْ)-বিভিন্ন; (ف+احكم)-সুতরাং আপনি ফায়সালা করুন ;

لَا تَتَّبِعْ-এবং; وَ-আল্লাহ; اللَّهُ-নাযিল করেছেন; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন; يَا-সে অনুসারে যা ;

عَنْ-অনুসরণ করবেন না; هُمْ عَمَّا-তাদের খেয়াল-খুশীর; (اهواء+هم)-আহুয়া হুম; ;

مِنْ-তা ছেড়ে, যা; مِنَ الْحَقِّ-আপনার নিকট এসেছে; (جاء+ك)-جاءك; (ما

من+)-যে সত্য; (ل+كل)-لكل; (ال+حق)-যে সত্য; جَعَلْنَا-আমি নির্ধারণ করে
দিয়েছি; شِرْعَةً-শরীআত; مِنْكُمْ-তোমাদের ;

এখন মানুষ তার জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের বিপরীত ফায়সালা করবে সেসব ক্ষেত্রেই সে কুফরী, যুল্ম ও ফাসেকীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কেউ যদি আল্লাহর আইনকে ভুল মনে করে মানব রচিত আইনকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাহলে সে পুরোপুরি কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে আল্লাহর আইনকে সঠিক মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে, সে তার ঈমানের সাথে কুফর, যুল্ম ও ফিসকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। আবার যে ব্যক্তি তার জীবনের কিছু কিছু ফায়সালা আল্লাহর আইন অনুসারে ও কিছু কিছু ফায়সালা মানব রচিত আইন অনুসারে করে, সেও ঈমান এবং কুফর, যুল্ম ও ফিসকের সংমিশ্রণ করেছে।

৭৮. এখানে আল্লাহ তাআলা 'আল কিতাব' তথা সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী বলে এদিকে ইংগিত করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব নাযিল হয়েছে তা সব একই কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এ সবার রচয়িতাও একজনই। এগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়, মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। এসব কিতাবে মানব জাতিকে একই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য শুধুমাত্র এগুলোর ভাষা ও স্থান-কাল-পাত্র। আর তাই এগুলো পরস্পর সমর্থক এবং পরস্পরের সত্যতা প্রমাণকারী।

৭৯. আসমানী কিতাবগুলো যেমন পরস্পরের সত্যতা প্রমাণকারী, তেমনি সর্বশেষ আগমনকারী কিতাব আল কুরআন তার পূর্বে আগমনকারী কিতাবসমূহের সংরক্ষকও বটে। বলা যায় যে, এ কিতাবগুলো একই কিতাবের বিভিন্ন সংস্করণ। পূর্ববর্তী

وَمِنْهَا جَاءُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ

ও সুনির্দিষ্ট পথ ; আর যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদেরকে এক জাতি করে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান

فِي مَا آتَيْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

তোমাদেরকে যা দিয়েছেন এবং তাতে ; অতএব সংকাজে প্রতিযোগিতা করে তোমরা এগিয়ে যাও ; তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকেই

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٨٥﴾ وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

তখন তিনি যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা অবহিত করবেন।^{৮৫} আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আপনি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করুন।^{৮৬}

আল্লাহ -আল্লাহ ; لَوْ شَاءَ -যদি চাইতেন ; آتَيْتُمْ -আর ; وَ -সুনির্দিষ্ট পথ ; مِنْهَا جَاءُ -ও ; وَاحِدَةً -জাতি ; أُمَّةً -তোমাদেরকে করে দিতে পারতেন ; لَجَعَلَكُمْ -এক ; وَلَكِنْ -কিন্তু ; لِيَبْلُوَكُمْ -পরীক্ষা করতে চান ; فِي -তাতে ; مَا -যা ; آتَيْتُمْ -তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; فَاسْتَبِقُوا -অতএব তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও ; الْخَيْرَاتِ -সংকাজের ; إِلَى اللَّهِ -আল্লাহ ; مَرْجِعُكُمْ -তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; جَمِيعًا -সকলের ; فَيُنَبِّئُكُمْ -তোমাদেরকে অবহিত করবেন ; فِي -তা যে বিষয়ে ; تَخْتَلِفُونَ -তোমরা মতভেদ করতে ; بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -আপনি ফায়সালা করুন ; وَأَنْ أَحْكَمَ -আর ; بَيْنَهُمْ -তাদের মধ্যে ; بِمَا -তদনুযায়ী যা ; أَنْزَلَ -নাযিল করেছেন ; আল্লাহ ;

সংস্করণগুলো যেহেতু তাদের ধারক-বাহকগণ কর্তৃক পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং সেগুলোর মধ্যকার সত্য শিক্ষাসমূহ সর্বশেষ সংস্করণ আল কুরআন নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে নিয়েছে। তাই কুরআন মাজীদকে এখানে 'মুহাইমিন' তথা সংরক্ষণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল কুরআনের হিফায়তের দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন তাই আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাসমূহ দুনিয়া থেকে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই এবং এগুলোকে বিকৃত করার সাধ্যও কারো নেই।

৮০. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অন্তরে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত সকল আসমানী কিতাবের মূল বক্তব্য যখন একই এবং এসব কিতাব যখন পরস্পর সহযোগী তাহলে শরীআতের বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় কেন ? এখানে উল্লেখিত সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَأَحْزَرَ هُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, আর তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে তার কোনো অংশ থেকে যা নাযিল করেছেন

اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

আল্লাহ আপনার প্রতি ; অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান

ও-এবং ; لَا تَتَّبِعْ -অনুসরণ করবেন না ; أَهْوَاءَ هُمْ - (আহো+হুম)-তাদের খেয়াল-
খুশীর ; وَأَحْزَرَ هُمْ - (আহর+হুম)-তাদের থেকে সতর্ক থাকুন ; وَأَنْ يَفْتِنُوكَ -
-যাতে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে ; عَنْ بَعْضِ -তার কোনো অংশ
থেকে ; مَا -যা ; أَنْزَلَ -নাযিল করেছেন ; إِلَيْكَ -আল্লাহ ; اللَّهُ -আপনার প্রতি ;
- (ফ+আলম)- (ফ+আলম)-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; تَوَلَّوْا - (ফ+আন)-
অতপর যদি ; فَإِنْ -তবে জেনে রাখুন যে ; أَنَّمَا يُرِيدُ - (আন+মা+ইরিদ)-
আল্লাহ ; اللَّهُ -আল্লাহ ; أَنْ يُصِيبَهُمْ - (আন+ইসিব+হুম)-যে তাদের পৌছাবেন (শাস্তি) ;

৮১. উপরোক্ত সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে-

(১) শরীআতের বিধি-বিধানে পার্থক্যের কারণে শরীআতের উৎসে পার্থক্য থাকবে—এমন মনে করা সঠিক হবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথোপযোগী বিধান প্রদান করেন।

(২) যারা প্রকৃত দীন, দীনের প্রাণসত্তা সম্পর্কে অবহিত হবে এবং প্রকৃত দীনের বিধানাবলীর মর্যাদা বুঝতে পারবে তারা সত্য দীনকে চিনে নেবে। আর পূর্বাপর বিধানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুধাবন করে শেষোক্ত বিধান গ্রহণে ইতস্তত করবে না। পক্ষান্তরে যারা দীনের মূল প্রাণসত্তা থেকে দূরে অবস্থান করবে, তারা দীনের খুঁটিনাটি বিষয়কে আসল মনে করে পরস্পর বিদ্বেষে নিমজ্জিত হবে এবং পরবর্তীকালে আগত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকবে। এ দু ধরনের লোককে পৃথক করার জন্যই পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন কিতাবের শরীআতে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

(৩) সকল শরীআতের মূল উদ্দেশ্য কল্যাণ লাভ করা। আল্লাহ তাআলা যখন যে নির্দেশ দেন তা পালনের মাধ্যমেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। শরীআতের পার্থক্য নিয়ে বিরোধ না করে মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেদিকে এগিয়ে যাওয়াই কল্যাণলাভের সঠিক উপায়।

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য ; আর নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসেক ।

۝ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের^{১০} বিধি-বিধান খুঁজে ফেরে ? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে !

وَ- তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য ; (ب+بعض+ذنوب+هم)-بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
لِفَاسِقُونَ ; মানুষের -النَّاسِ-مِنْ ; অনেকেই -كَثِيرًا ; নিশ্চয়ই -إِنَّ ; আর -
; তবে কি বিধি-বিধান (أ+ف+حكم)-أَفَحُكْمَ ۝ (ل+فسقون)-
مَنْ ; আর -وَ ; তারা খুঁজে ফেরে -يَبْغُونَ ; (ال+جاهلية)-الْجَاهِلِيَّةِ
لِقَوْمٍ ; বিধান প্রদানে -حُكْمًا ; আল্লাহ -اللَّهِ ; হতে -مِنْ ; শ্রেষ্ঠত্ব -أَحْسَنُ ; কে -
দৃঢ়বিশ্বাসী -يُوقِنُونَ ; (ل+قوم)-

(৪) নিজেদের মধ্যকার বিরোধ, বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদির চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ তাআলা সেদিন স্বয়ং করবেন, যেদিন সত্যের উপর থেকে সমস্ত আবরণ সরে যাবে এবং মানুষ স্বচোক্ষে নিজেদের গৃহীত অবস্থানের সত্যতা কতটুকু, আর মিথ্যাই বা কতটুকু।

৮২. সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব শেষে ইতিপূর্বকার ভাষণের ধারাবাহিকতা এখান থেকে পুনরায় আরম্ভ হচ্ছে।

৮৩. 'জাহেলিয়াত' কথাটি দ্বারা ইসলামের বিপরীত মত, পথ ও পন্থাকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ ওহী ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত মত, পথ ও পন্থার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এর বাইরে যত প্রকার মত, পথ ও পন্থার ধারণীয় যে কোনো জ্ঞান-ই হলো জাহেলিয়াত। সেসব জ্ঞানের কোনোটাই মানুষের জন্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। আর এর ভিত্তিতে তৈরি জীবন বিধান ও প্রাচীন জাহেলী বিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৭ রুকু' (৪৪-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মুসা (আ)-এর উপর 'তাওরাত' অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে কিতাবের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারী পয়গাম্বরগণ, আল্লাহওয়াল্লা ব্যক্তিগণ এবং বিজ্ঞ আলোচনামূলক মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতেন।

২. অতপর বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজই জনগণের মতের গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে এবং নিজেদের সামাজিক অবস্থান হারানোর আশংকায় জনগণের খেয়াল-খুশীর অনুসরণে তাওরাতের বিধানে পরিবর্তন সূচীত করে।

৩. জনগণের খেয়াল-খুশী অনুসারে আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন আনয়ন নয় ; বরং আল্লাহর কিতাব অনুসারে জনগণের মানসিক পরিবর্তন সাধনই ছিলো নবীর উত্তরাধিকারী আলেমদের দায়িত্ব।

৪. জনগণের বিরোধিতার ভয়ে এবং নিজেদের পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন এবং আল্লাহর কিতাবের বিপরীত নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসারে ফায়সালা করা সরাসরি কুফরী।

৫. কিসাসের বিধান তাওরাতে ছিলো, ইনজিলেও ছিলো এবং সর্বশেষ কিতাব কুরআন মাজীদেও রয়েছে। এ বিধানের প্রয়োগ না করে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্রোহের শামিল। আর এ ধরনের বিদ্রোহীরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।

৬. মায়লুম ব্যক্তি যদি কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং যালেম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয় তবে তা মায়লুমের কোনো কোনো গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

৭. অতপর মানুষের হিদায়াতের জন্য 'ইনজিল' নাখিল করা হয়েছে। তাওরাতের মতো এতেও হিদায়াত ও আলো ছিলো যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত পেতো।

৮. খৃষ্টানরা ইনজিলের বিধান অনুসারে ফায়সালা না করায় তারা ফাসেক তথা পাপাচারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

৯. আল্লাহর কিতাব অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলা হয়েছে। এটা শুধু তাওরাত ও ইনজিলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। বরং আল কুরআন—যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সেসব কিতাবের শিক্ষাকে সংরক্ষণকারী—তার ব্যাপারেও সর্বাংশে প্রযোজ্য। সুতরাং কাফের, যালেম ও ফাসেক হয়ে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের আইন বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১০. আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে কারা অনুগত আর কারা অনুগত নয়, এটা পরীক্ষা করার জন্যই নবী-রাসূলদের শরীআতে পার্থক্য সূচীত করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন-বিধান এসেছে, বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

১১. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষও যদি আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে, তবুও তা মানা যাবে না। আল্লাহর কিতাবের আইনকেই সব কিছু উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। নচেৎ আল্লাহর নাফরমান হয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

১২. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইনই সর্ব অবস্থায় সর্বোত্তম আইন। এর কোনো বিকল্প নেই।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৮
পারা হিসেবে রুক্ক'-১২
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ

৫১. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিও না;

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ

তারা একে অপরের বন্ধু ; আর তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে,
সে অবশ্যই তাদের মধ্যে शामिल হবে ;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না । ৫২. আর আপনি তাদেরকে
দেখবেন, যাদের অন্তরে রয়েছে রোগ,

يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

তারা এই বলে তৎক্ষণাৎ ওদের সাথে গিয়ে মেশে যে, আমরা আমাদের উপর বিপদ
আসার আশংকা করি ; ৫৪ শীঘ্রই আল্লাহ দান করবেন

﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا - ঈমান এনেছো ; الْيَهُودَ - যারা ; وَالنَّصَرَىٰ - হে ; يَا أَيُّهَا -

নিও না ; (ال+نصرى) - النَّصَرَىٰ ; وَ - ও ; الْيَهُودَ - (ال+يهود) - ইয়াহুদীদেরকে ; أَوْلِيَاءَ - বন্ধু ;
بَعْضُهُمْ - (بعض+هم) - তারা একে ; أَوْلِيَاءُ - বন্ধুরূপে ; بَعْضُهُمْ - (بعض+هم) -
খৃষ্টানদেরকে ; وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ - (يتولى+هم) - তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে
নেবে ; مَنْ - (من+هم) - তারা একে ; وَمَنْ - (من+هم) - তাদের মধ্যে ; فإِنَّهُ - (ف+ان+ه) -
সে অবশ্যই ; مِنْهُمْ - (من+هم) - তাদের মধ্যে शामिल হবে ; أَنْ - নিশ্চয়ই ; الظَّالِمِينَ -
আল্লাহ ; الْقَوْمَ - (ال+قوم) - সম্প্রদায়কে ; فِي قُلُوبِهِمْ - (ف+هم) - তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ ;

﴿٥٤﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ - রোগ ; يَسَارِعُونَ - তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে
মেশে ; نَخْشَىٰ - এই বলে যে ; دَائِرَةٌ - (ف+هم) - ওদের সাথে ; أَنْ تُصِيبَنَا - (ف+هم) -
শীঘ্রই ; عَسَىٰ - (عسى) - (ফ+এস) - আমরা আশংকা করি ; اللَّهُ - (عسى) - আমরা আশংকা করি ;

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

বিজয় অথবা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছে তার জন্য হয়ে পড়বে

نُدْمِينَ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ

অনুতপ্ত। ৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলবে—এরাই কি তারা, যারা

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ

দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করেছিলো যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে আছে ; তাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে গেছে

عِنْدَهُ ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; أَوْ-অথবা ; أَمْرٍ-এমন কিছু ; بِ-বিজয় ; (ب+ال+فتح)- بِالْفَتْحِ -
- عَلَى ; (ف+يُصْبِحُوا)-فَيُصْبِحُوا ; (عند+ه)- (عند+ه)-
- (فِي+انفُس+هم)- فِي أَنْفُسِهِمْ ; (مَّا-يَا ; مَا-
অন্তরে ; نُدْمِينَ-অনুতপ্ত। ৫৩) وَيَقُولُ ; (الَّذِينَ-যারা ;
- (أَمَنُوا) آمَنُوا ; (أَهْؤُلَاءِ)- (أَهْؤُلَاءِ)-
করেছিলো ; (أَيْمَانِهِمْ)-
শপথের ; (أَنْهُمْ)- (ان+هم)-
আছে ; (أَعْمَالُهُمْ)- (اعمال+هم)-

৮৪. এটা ছিলো মুনাফিকদের কথা। ইসলামী দলের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এরা তাদের সাথে এসে মিশলেও আরবের তখনও প্রবল ইয়াহুদী ও খৃস্টান শক্তি থেকেও নির্ভয় হতে পারছিলো না। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব কোন্ শক্তি বিজয় লাভ করবে তারা তা নিশ্চিত হতে পারছিলো না। উভয় শক্তির বিজয়ের সম্ভাবনা ছিলো। তাই তারা উভয় শক্তির সাথে সম্পর্ক রাখাকেই তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতো। তদুপরি ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল ছিলো। সুদী ব্যবসা ছিল তাদের করায়ত্তে। আরবদের উর্বর ভূমিগুলো ছিলো তাদের দখলে। তাই মুনাফিকদের ধারণা ছিলো—ইসলাম ও কুফরের এ সংঘর্ষে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়া তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাই তারা উভয় দলের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইতো।

৮৫. অর্থাৎ পুরোপুরি বিজয় না দিলেও এমন কিছু দেবেন যাতে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় এবং প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চূড়ান্ত বিজয় ইসলামের পক্ষেই হবে।

﴿۞ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۞﴾

৫৬. আর যে বন্ধু বানিয়ে নেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর দল—তরাই হবে বিজয়ী।

﴿۞﴾-আর ; مَنْ-যে ; يَتَوَلَّى-বন্ধু বানিয়ে নেয় ; اللَّهُ-আল্লাহকে ; وَ-ও ; وَرَسُولُهُ-রসূল ; وَالَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; (رَسُول+)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; حِزْبُ-তারা দল ; اللَّهُ-আল্লাহর ; هُمْ-তরাই হবে ; الْغَالِبُونَ-(ال+গুলিওন)-বিজয়ী।

৮ রুক্ক' (৫১-৫৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে কোনোক্রমেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে তারা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।

২. যারা আল্লাহর এ ঘোষণার বিপরীতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাঠাবে তারা তাদের দলভুক্ত হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি, দল বা জাতি ইসলাম ত্যাগ করলেও মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে যে কোনোভাবেই হিফায়ত করবেন।

৪. দুনিয়ায় বর্তমান সকল মানুষও যদি একযোগে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলেও কিছু এসে যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর দীনের কাজকে জারী রাখবেন।

৫. যাদের অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে তরাই আল্লাহদোহী কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব পাঠাতে পারে। এসব মুনাফিকদের মুখোশ একদিন উন্মোচিত হবেই। আর পরকালে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৬. মুনাফিকদের দুনিয়ার জীবনে কৃত সকল নেক কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এসব কাজ পরকালে তাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তখন তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে।

৭. কিয়ামত পর্যন্ত যখন যেখানে যারা আল্লাহর দীনের ঝাঞ্জা উর্ধে তুলে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে তাদের বৈশিষ্ট্য হবে—(ক) আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন, (খ) তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে ; (গ) তারা নিজেদের মু'মিন ভাইদের প্রতি কোমল অন্তর বিশিষ্ট হবে ; (ঘ) আল্লাহদোহী কাফের-মুশরিক শক্তির প্রতি তারা হবে কঠোর ; (ঙ) তারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিরত থাকবে ; (চ) এ পথে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা—তিরস্কারকে ভয় করবে না।

৮. আল্লাহ তাআলা যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাকেই উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেন।

৯. মু'মিনদের বন্ধু হলেন—(ক) আল্লাহ তাআলা, (খ) আল্লাহর রাসূল ; (গ) তাদের মু'মিন ভাইয়েরা, যারা বিনয়াবনত অবস্থায় নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয়।

১০. প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত মু'মিনরাই আল্লাহর দলভুক্ত এবং বিজয় তাদেরই পদচূষন করবে।

لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا

যারা বুদ্ধিজ্ঞান রাখে না । ৫৯. আপনি বলে দিন—হে আহলি কিতাব,
তোমরা কি আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছো

أَلَا أَنْ أَمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۗ

শুধু এজন্যই যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর ও আমাদের প্রতি যা নাযিল
করা হয়েছে (তার উপর) এবং ইতিপূর্বে যা নাযিল হয়েছে (তার উপর)

وَأَنْ أَكْتَرِكُمْ فُسْقُونَ ﴿٦٠﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ

আর তোমাদের অধিকাংশইতো ফাসেক । ৬০. আপনি বলে দিন—আমি কি
তোমাদেরকে সংবাদ দেব এর চেয়ে নিকৃষ্টের

مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ

পরিণামের দিক থেকে আল্লাহর নিকট ? যাকে লানত করেছেন আল্লাহ এবং
ক্রোধান্বিত হয়েছেন যার উপর ও যাদের কতেককে করেছেন

لَا يَعْقِلُونَ—যারা বুদ্ধি-জ্ঞান রাখে না । ﴿٥٩﴾ قُلْ—আপনি বলে দিন ; يَا أَهْلَ—(যা+আহল)-হে আহলি ; الْكِتَابِ—(আল+কিতাব)-কিতাব ; تَنْقُمُونَ—(হল+তন্কমুন)-তোমরা কি শত্রুতা পোষণ করছো ; مِنَّا—(মন+না)-আমাদের প্রতি ; أَلَا أَنْ—(আলা+আন)-শুধু এজন্য যে ; أَمِنَّا—আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللَّهِ—আল্লাহর উপর ; وَمَا—(মা+ও)-যা ; أُنزِلَ—(আন+উনজিল)-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْنَا—(আলী+না)-আমাদের প্রতি (তার উপর) ; وَمَا—(মা+ও)-এবং ; أُنزِلَ—(আন+উনজিল)-নাযিল করা হয়েছে ; مِن قَبْلُ—ইতিপূর্বে ; وَأَنْ—(আন+ও)-আর ; أَكْتَرِكُمْ—(আক্+আক্+কুম)-তোমাদের অধিকাংশই ; فُسْقُونَ—ফাসেক । ﴿٦٠﴾ قُلْ—আপনি বলে দিন ; أَكْتَرِكُمْ—(আক্+আক্+কুম)-আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো ? بِشَرِّ—(শ+আর)-নিকৃষ্টের ; مِنْ—(মিন+ও)-চেয়ে ; ذَلِكَ—(ডালী+ক)-এর ; مَثُوبَةٌ—পরিণামের দিক থেকে ; عِنْدَ—(ইন্দ+ও)-আল্লাহর ; لَعَنَهُ—(লা+আন+হা)-লানত করেছেন ; عَلَيْهِ—(আলী+হা)-যার উপর ; وَجَعَلَ—(জা+আল+হা)-করেছেন ; مِنْهُمْ—(মিন+হাম)-যাদের কতেককে ;

৯০. অর্থাৎ তাদের উপরোক্ত আচরণসমূহ নিছক মূর্খতা ও বুদ্ধিহীনতার ফল ছাড়া কিছুই নয়। নচেৎ মুসলমানদের সাথে তাদের বিরোধ থাকলেও আল্লাহর ইবাদাতের

وَالْعُدْوَانَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ۝

ও সীমালংঘনে এবং হারাম খেতে ; তারা যা করছে তা কতইনা নিকৃষ্ট ।

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ۝

৬৩. তাদেরকে আল্লাহওয়ালা ও বিজ্ঞ আলিমগণ কেন নিষেধ করছে না গোনাহর কথা থেকে

وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

এবং তাদের হারাম খাওয়া থেকে ; তারা যা করছে তা কতই না মন্দ ।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ ۖ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا ۝

৬৪. আর ইয়াহুদীরা বলে—আল্লাহর হাত আবদ্ধ ; তাদের হাতই আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তারা অভিশপ্ত হয়েছে

(الكل+هم)- অক্লিম ; এবং ; و- সীমালংঘনে--(ال+عدوان)- العُدْوَانُ ; ও- তাদেরকে খেতে ; السُّحْتَ- (ال+سحت)- হারাম ; لَبِئْسَ- কতইনা নিকৃষ্ট ; مَا- তা যা ; (لو+لا+ينهى+هم)- لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ۝ কেন তাদেরকে নিষেধ করছে না ; (ال+ربنيون)- الرَّبَّيُّونَ ; ও- ; (ال+احبار)- الْاَحْبَارُ ; তাদের গুনাহর কথা থেকে ; (قول+هم)- قَوْلِهِمْ ; থেকে- عَنْ ; (ال+احبار)- الْاَحْبَارُ ; তাদের হারাম খাওয়া থেকে ; (اكل+هم)- اَكْلِهِمْ ; এবং ; و- তারা করছে । كَانُوا يَصْنَعُونَ ; তা যা- مَا ; কতই না মন্দ- لَبِئْسَ ; হারাম ; (ال+سحت)- السُّحْتَ ; তারা করছে । كَانُوا يَصْنَعُونَ ; হারাম ; (ال+يهود)- الْيَهُودُ ; হাত- يَدُ ; আল্লাহ- اللَّهُ ; বলে- قَالَتِ ; আর ; (ايدي+هم)- اَيْدِيهِمْ ; আবদ্ধ হয়ে গেছে- غَلَّتْ ; আবদ্ধ- مَغْلُوبَةٌ ; এবং ; (تারা অভিশপ্ত হয়েছে)- لُعِنُوا ;

হয়েছে । কেননা তারা বারবার আল্লাহর লা'নত ও গযবের শিকারে পরিণত হয়েছে ; কিন্তু তারপরও তারা সুপথে ফিরে আসেনি । শনিবারের আইন অমান্য করার কারণে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছে । তারা তাগুতী শক্তির দাসত্ব করেছে ; তবুও তাদের বোধোদয় হয়নি । কোনো সত্যানুসারী দল আল্লাহর উপর ঈমান এনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছে ।

৯২. ইয়াহুদীরা 'আল্লাহর হাত আবদ্ধ' বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, 'আল্লাহ কৃপণ'

كَلِمًا أَوْ قَدْوًا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ

তারা যখনই যুদ্ধের আগুনকে উস্কে দেয়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন ;
আর তারা দুনিয়াতে সৃষ্টি করে বেড়ায়

فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ

ফাসাদ ; আর আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোবাসেন না ।
৬৫. আর আহলি কিতাবরা যদি যথার্থভাবে

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ

ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, আমি অবশ্যই তাদের গোনাহসমূহ
মিটিয়ে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাতাম

جَنَّتِ النَّعِيمِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ

সুখময় জান্নাতে । ৬৬. আর তারা যদি যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করতো তাওরাত ও
ইনজীল এবং যা নাযিল করা হয়েছে

(-ল+আল+হরব)-لِلْحَرْبِ-আগুনকে ; نَارًا-তারা উস্কে দেয় ; أَوْ قَدْوًا-যখনই ; كَلِمًا-
যুদ্ধের ; يَسْعُونَ-আর ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; أَطْفَاهَا-(অপা+হা)-তা নিভিয়ে দেন ; فِي الْأَرْضِ-
তারা সৃষ্টি করে বেড়ায় ; فِي الْأَرْضِ-(ফী+আল+আর)-দুনিয়াতে ; فَسَادًا-ফাসাদ
আহলে-ال-)-الْمُفْسِدِينَ-ভালোবাসেন না ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ;
আহলে-ال-)-الْمُفْسِدِينَ-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে । ﴿٥٥﴾ وَاللَّهُ-আল্লাহ ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ;
কিতাবরা ; آمَنُوا-যথার্থভাবে ঈমান আনতো ; وَاتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন
করতো ; لَكَفَّرْنَا-আমি অবশ্যই মিটিয়ে দিতাম ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; سَيِّئَاتِهِمْ-
তাদের গুনাহসমূহকে ; وَلَا دَخَلْنَاهُمْ-(লাদখলনা+হম)-আমি অবশ্যই
তাদেরকে প্রবেশ করাতাম ; جَنَّتِ-জান্নাতে ; النَّعِيمِ-সুখময় । ﴿٥٦﴾ وَاللَّهُ-আল্লাহ ;
-ও ; التَّوْرَةَ-তাওরাত ; وَالْإِنْجِيلَ-ইনজীলকে ; وَمَا أُنزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ;

অধিকারী হওয়ার আশা পোষণ করা নিতান্তই বাতুলতা । এ ধরনের তৎপরতা চরম
বেআদবী, হঠকারী ও নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচায়ক ।

৯৫. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদ শুনে ইয়াহুদীরা তা থেকে কোনো
শিক্ষাতো গ্রহণ করেইনি, উপরন্তু তাদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে । তারা

الْيَوْمِ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, তারা অবশ্যই খাদ্য লাভ করতো
তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের তলা থেকে; ৯৬

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

তাদের একটি দল সঠিক পথের পথিক কিন্তু তাদের অধিকাংশ
যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ।

الْيَوْمِ-তাদের প্রতি; مِنْ-পক্ষ থেকে; رَبِّهِمْ-(রব+হম)-তাদের প্রতিপালকের; فَوْقِ(+)-فَوْقِهِمْ; -থেকে; مِنْ-তারা অবশ্যই খাদ্য লাভ করতো; لَأَكْلُوا-(ل+اكلوا)-তাদের উপর; وَ-এবং; مِنْ-থেকে; تَحْتِ-তলা; أَرْجُلِهِمْ-(ارجل+হম)-তাদের পায়ের; مِنْهُمْ-তাদের; أُمَّةٌ-একটি দল; مُقْتَصِدَةٌ-সঠিক পথের পথিক; سَاءَ-অত্যন্ত মন্দ; مَا-তা যা; يَعْمَلُونَ-তারা করছে।

নিজেদের ভ্রান্ত কার্যকলাপ ও অধপতিত অবস্থার কারণ খুঁজে তার সংশোধনের পরিবর্তে তারা জিদের বশে সত্যের বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। তাওরাতের ভুলে যাওয়া শিক্ষার পুনর্জাগরনের আলোকে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষার আওয়াজ যেন কেউ শুনতে না পারে সে চেষ্টাতেই তারা নিরত রয়েছে।

৯৬. কুরআন মাজীদের এ সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-এর একটি ভাষণের মূলকথা বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমান বাইবেলেও রয়েছে। উক্ত ভাষণে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে এ ব্যাপারে বলেছেন যে, আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও বরকত উপর থেকে তোমাদের উপর বর্ষিত হবে। আর আল্লাহর কিতাবের বিধানকে উপেক্ষা করে তাঁর নাফরমানী করলে চারদিক থেকে তোমাদেরকে বিপদ-মুসীবত ঘিরে ধরবে।

৯ রুকু' (৫৭-৬৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামকে নিয়ে তথা ইসলামের কোনো বিধানকে নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিত্রপ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা বৈধ নয়।

২. দু' ধরনের লোক এমন কাজে লিপ্ত—(ক) আহলি কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান; (খ) কাফের-মুশরিক।

৩. এসব লোকের ঠাট্টা-বিদ্বেষের ধরন ছিলো-তারা আযানের সুর-স্বর নকল করে শোরগোল করতো, মুখ ভেংচাতো।

৪. এ যুগেও যারা আযান সম্পর্কে অথবা ইসলামের কোনো বিধি-বিধান সম্পর্কে কটাক্ষ করে গল্প-কবিতা রচনা করবে তারাও কাফের-মুশরিক এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের দলে शामिल হবে।

৫. ইসলামকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা চরম মূর্খতা। কারণ ইসলামই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা।

৬. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা কুরআন মাজীদ নাখিল হওয়ার পূর্বে তাওরাত ও ইনজিলের যথার্থ অনুসারী ছিলো, তারা মু'মিন ছিলো। অবশ্য এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য।

৭. দীনী তাবলীগের কাজে মুবাশ্বিগের ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে করে স্বেচ্ছাধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

৮. ইয়াহুদীদের চারিত্রিক অধপতন এতদূর পৌছেছিলো যে, চোখের সামনে নিজেদের লোকদেরকে আল্লাহর লানতে পতিত হতে দেখেও তারা সংশোধিত হয়নি। বরং পাপকর্ম তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। তাই তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পাপের পথেই ধাবিত হতো।

৯. পাপ কাজে অভ্যস্ত মানুষ সহজেই পাপের পথে ধাবিত হয়। বিপরীত পক্ষে সং কাজে অভ্যস্ত মানুষের জন্য সংকাজ সহজ-সাবলীল মনে হয় এবং এরা সংকাজের দিকেই ধাবিত হয়।

১০. সাধারণ জনগণের কর্মের জন্য আল্লাহওয়ালা ও ওলামায়ে কেরামকে জবাবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গও এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়।

১১. দীনদার ব্যক্তিগণ ও আলেম সমাজের মধ্যে 'সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ' করার দায়িত্ব যারা পালন করছে না তাদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। তাদের নিরবতাকে অত্যন্ত মন্দ কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১২. দুনিয়াবী দুঃখ-দৈন্যতার জন্য আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কটুক্তি করা বিদ্রোহ ও কুফরী।

১৩. দুনিয়াতে আল্লাহর কিতাবের বিধান পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়াতেও মানুষের রিয়ক প্রশস্ত হবে। আর আখিরাতের জীবনে পাওয়া যাবে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ, যার প্রতিদান হলো জান্নাত।

১৪. ইয়াহুদীরা সর্বকালেই দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিতে তৎপর ছিলো। বর্তমান সমগ্র দুনিয়াতেও ফাসাদ সৃষ্টিতে তৎপর রয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১০

পারা হিসেবে রুকু'-১৪

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

৬৭. হে রাসূল ! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌছে দিন ; আর যদি আপনি তা না করেন

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

তবে তো আপনি তাঁর পয়গাম পৌছালেন না ; আর মানুষ থেকে আপনাকে আত্মাহুই রক্ষা করবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

কাফের সম্প্রদায়কে । ৬৮. আপনি বলুন, হে আহলি কিতাব !

তোমরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও

حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

যতক্ষণ না তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো তাওরাত ও ইনজীলকে এবং

তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে

﴿٥٩﴾ - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ - হে ; الرَّسُولُ - (ال+রসূল) - রাসূল ; بَلِّغْ - পৌছে দিন ; مَا - তা, যা ; أُنزِلَ - নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ - আপনার প্রতি ; مِنْ - পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ - (رب+ك) - আপনার প্রতিপালকের ; وَ - আর ; وَإِنْ - যদি ; لَمْ تَفْعَلْ - আপনি না করেন ; فَمَا بَلَّغْتَ - তবে তো আপনি পৌছালেন না ; رِسَالَتَهُ - (رسالة+ه) - তাঁর পয়গাম ; وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - (يعصم+ك) - আপনাকে রক্ষা করবেন ; مِنَ - থেকে ; وَاللَّهُ - আল্লাহুই ; الْإِن - নিশ্চয়ই ; الْكُفْرِينَ - (كفرين) - কাফের । ﴿٦٠﴾ - قُلْ - আপনি বলুন ; يَا أَهْلَ الْكِتَابِ - হে আহলি কিতাব ; لَسْتُمْ - তোমরা প্রতিষ্ঠিত নও ; عَلَىٰ - উপর ; شَيْءٍ - কোনো কিছুর ; حَتَّىٰ - যতক্ষণ না ; تُقِيمُوا - তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো ; التَّوْرَةَ - (ال+তুরে) - তাওরাত ; وَالْإِنْجِيلَ - (ال+ইঞ্জীল) - ইনজীলকে ; وَمَا أُنزِلَ - যা নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكُمْ - তোমাদের প্রতি ;

مِن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ;^{৯৭} আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই বৃদ্ধি করবে তাদের অনেকেরই

طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

অবাধ্যতা ও কুফরীকে ;^{৯৮} সুতরাং আপনি এ কাফের সম্প্রদায়টির জন্য দুঃখবোধ করবেন না ।

۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَرَى

৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান (তাদের মধ্যে)

لَيَزِيدَنَّ ; আর - وَ ; তোমাদের প্রতিপালকের - (رب+كم) - رَبِّكُمْ ; পক্ষ থেকে - مِنْ
-তাদের - (من+هم) - مِنْهُمْ ; অনেকেরই - كَثِيرًا ; তা অবশ্যই বৃদ্ধি করবে ;
رَبِّكَ ; পক্ষ থেকে - مِنْ ; আপনার প্রতি - إِلَيْكَ ; নাযিল করা হয়েছে - أُنزِلَ ; যা -
-আপনার প্রতিপালকের ; طُغْيَانًا - অবাধ্যতা ; وَ - ও ; كُفْرًا - কুফরীকে ;
-সুতরাং আপনি দুঃখবোধ করবেন না ; عَلَى - জন্য ; الْقَوْمِ - (ف+لاتاس) -
آمَنُوا ; যারা - الَّذِينَ - নিশ্চয়ই - إِنَّ ۝) الْكَافِرِينَ ; সম্প্রদায়টির - (قوم
-ইয়াহুদী হয়েছে - هَادُوا ; যারা - الَّذِينَ - এবং - وَ ;
-সাবেয়ী - (ال+نصرى) - النَّصَرَى ; ও - وَ ; (ال+صبيون) - الصَّابِقُونَ ;

৯৭. তাওরাত ও ইনজিলকে প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো-সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাওরাত ও ইনজিলের বিধানকে নিজেদের জীবন বিধানে পরিণত করা। এখানে একটি কথা জানা থাকা প্রয়োজন যে, উল্লেখিত আসমানী গ্রন্থ দুটো আজ আর অবিকৃত নেই। এরপরও এ কিতাব দুটোতে আল্লাহর বাণী, ঈসা (আ)-এর বাণী এবং অন্যান্য নবী-পয়গাম্বরের যেসব বাণী অবিকৃত আছে সেগুলোকে আলাদা করে কুরআন মাজীদে সাথে মিলিয়ে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর শিক্ষা এবং কুরআন মাজীদে শিক্ষার সাথে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। তবে যেসব অংশ ইয়াহুদী-খৃষ্টান লেখকরা নিজেরাই রচনা করে এতে যোগ করে দিয়েছে সেগুলোর সাথে কুরআন মাজীদে শিক্ষার পার্থক্য অবশ্যই দেখা যাবে। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যদি অপরিবর্তিত অংশগুলোর বিধি-নিষেধও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতো তাহলেও তাদের ধর্ম পরিবর্তনের প্রশ্ন দেখা দিতো না, বরং তাদের চলার পথের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তারা কুরআন মাজীদে অনুসারী হয়ে যেতো।

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও শেষ দিবসের উপর এবং
করেছে সৎকাজ, তাদের নেই কোনো ভয়

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩٥﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

আর তারা দুঃখিতও হবে না। ৯০. নিসন্দেহে আমি বনী ইসরাঈল
থেকে গ্রহণ করেছিলাম অঙ্গীকার

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ

এবং প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিকট অনেক রাসূল ; যখনই কোনো রাসূল
তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসতো যা কামনা করে না

أَنفُسَهُمْ ۖ فَرِيقًا كَذَّبُوا ۖ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٩٦﴾

তাদের অন্তর ; তখনই তারা একদলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতো এবং
একদলকে করতো হত্যা।

আল্লাহর (ب+الله)- (তাদের মধ্যে) যারা ; ঈমান এনেছে ; آمَنَ ; (তাদের মধ্যে) যারা ; مَنْ
এবং ; وَ ; শেষ দিবসের উপর ; (ال+يوم+ال+آخر)- (ال+آخر)- উপর ; (ال+يوم+ال+آخر)-
করেছে ; وَعَمِلَ ; (ফ+লা+খوف)- (ফ+লা+খوف)- নেই কোনো ভয় ; فَلَا خَوْفٌ ;
হবে দুঃখিত। ৯৫) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ; (ল+قد+অخذنا)- (ল+قد+অخذنا)-
অঙ্গীকার ; (বনী ইসরাঈল থেকে) ; (বনী ইসরাঈল থেকে) ; (বনী ইসরাঈল থেকে) ;
আসতো ; (আসতো) ; (আসতো) ; (আসতো) ; (আসতো) ; (আসতো) ; (আসতো) ;
কামনা করে না ; (কামনা করে না) ; (কামনা করে না) ; (কামনা করে না) ; (কামনা করে না) ;
তারা মিথ্যা ; (তারা মিথ্যা) ; (তারা মিথ্যা) ; (তারা মিথ্যা) ; (তারা মিথ্যা) ; (তারা মিথ্যা) ;
একদলকে ; (একদলকে) ; (একদলকে) ; (একদলকে) ; (একদলকে) ; (একদলকে) ; (একদলকে) ;
হত্যা করতো। (হত্যা করতো) ; (হত্যা করতো) ; (হত্যা করতো) ; (হত্যা করতো) ; (হত্যা করতো) ; (হত্যা করতো) ;

৯৮. অর্থাৎ তারা যেহেতু তাওরাত ও ইনজিলের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে
গিয়েছে, তাই কুরআন মাজীদের শিক্ষার অনুসারী হওয়ার পরিবর্তে তাদের হঠকারিতা
তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা না করে কঠোর বিরোধী করেই তুলবে।

৯৯. সূরা আল বাকারার ৬২নং আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

① وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

৭১. আর তারা ধারণা করেছিলো যে, তাদের কোনো শাস্তি হবে না, ফলে তারা হয়ে গিয়েছিলো অন্ধ ও বধির, অতপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে নিলেন।

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

তারপরও তাদের অনেকেই রয়ে গেলো অন্ধ ও বধির ; আর তারা যা করছে আল্লাহ তার সম্যক দৃষ্টি।

② لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

৭২. যারা বলে ‘মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ’ তারা নিসন্দেহে কুফরী করে ;

وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

আর মাসীহ বলেছেন—‘হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করো’ ;

(ان+لاتকون)- أَلَّا تَكُونَ ; তারা ধারণা করেছিলো ; حَسِبُوا -আর ; وَ ②

যে, তাদের হবে না ; فِتْنَةً -কোনো শাস্তি ; فَعَمُوا - (ف+عموا)-ফলে তারা হয়েছিলো অন্ধ ; وَ ③ -অতপর ; ثُمَّ -তারপরও ;

تَابَ -তাওবা কবুল করে নিলেন ; اللَّهُ -আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ -তাদের ; ثُمَّ -তারপরও ;

كَثِيرٌ -অনেকেই ; عَمُوا -রয়ে গেল অন্ধ ; وَ ④ -ও ; صَمُوا -রয়ে গেল বধির ;

بِمَا - (ب+ما) ; بَصِيرٌ -সম্যক দৃষ্টি ; اللَّهُ -আল্লাহ ; وَ ⑤ -আর ; مِنْهُمْ -তাদের ;

تَابَ - (ل+قد كفر)- তারা করছে। ⑥ يَعْمَلُونَ -তারা করছে।

اللَّهُ -নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ -যারা ; قَالُوا -বলে ; إِنَّ -নিশ্চয়ই ;

مَرْيَمَ -ইবনে ; ابْنُ - (ال+مسيح)-মাসীহ ; الْمَسِيحُ - (ال+مسيح) ; هُوَ -তিনি ;

يُسْرَائِيلَ -মসহীহ ; الْمَسِيحُ -মসহীহ ; قَالَ -বলেছেন ; وَ ⑦ -আর ;

اعْبُدُوا -তোমরা ইবাদাত করো ; (يا+بنی+اسرائیل)-

رَبِّي وَرَبَّكُمْ - (رب+كم)- আমার প্রতিপালক ; وَ ⑧ -ও ; رَبِّي -আল্লাহর ;

اللَّهُ -আল্লাহর ; رَبِّي وَرَبَّكُمْ -আমার প্রতিপালক ; وَ ⑨ -ও ; رَبِّي -আল্লাহর ;

اللَّهُ -আল্লাহর ; رَبِّي وَرَبَّكُمْ -আমার প্রতিপালক ; وَ ⑩ -ও ; رَبِّي -আল্লাহর ;

اللَّهُ -আল্লাহর ; رَبِّي وَرَبَّكُمْ -আমার প্রতিপালক ; وَ ⑪ -ও ; رَبِّي -আল্লাহর ;

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٥﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ؕ

আল্লাহতৌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মাসীহ ইবনে
মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন ;

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۗ كَانَا يَأْكُلَنِ

নিসন্দেহে গত হয়েছে তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল এবং তাঁর মাতা ছিলেন
একজন সত্য নিষ্ঠ মহিলা ; তাঁরা উভয়ে খেতেন

الطَّعَامَ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ تِمْرًا نُنْظِرُ

খাদ্য ; দেখুন আমি তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ কিরূপে
সুস্পষ্ট বর্ণনা দেই, পুনরায় দেখুন

أَنْتَى يُؤْفَكُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

কিভাবে তারা উল্টোমুখী ফিরে যাচ্ছে ?^{১০০} ৭৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে
ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যে কোনো শক্তিই রাখে না

مَا ﴿٩٥﴾ -পরম দয়ালু; رَحِيمٌ; -অতীব ক্ষমাশীল; غَفُورٌ; -আল্লাহতৌ; اللَّهُ; -আর; وَ -কিছু নন; الْآ-ছাড়া; مَرْيَمَ; -ইবনে মারইয়াম; ابْنُ مَرْيَمَ; -মাসীহ; (ال+مسيح)-الْمَسِيحُ; -কিছু নন; رَسُولٌ; -একজন রাসূল; - (من+قبل+ه)-مِنْ قَبْلِهِ; -নিসন্দেহে গত হয়েছে; قَدْ خَلَتْ; -তাঁর পূর্বে; الرُّسُلُ; -অনেক রাসূল; (ال+رسل)-الرُّسُلُ; -তাঁর মাতা; (ام+ه)-أُمُّهُ; -এবং; وَ; -তাঁরা উভয়ে খেতেন; كَانَا يَأْكُلَنِ; -একজন সত্য নিষ্ঠ মহিলা; صِدِّيقَةٌ; -আমি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেই; نُبَيِّنُ; -কিভাবে; كَيْفَ; -আমি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেই; تِمْرًا; -পুনরায়; نُنْظِرُ; -তাদের জন্য; لَهُمُ; -নিদর্শনসমূহ; الْآيَاتِ; - (ال+آيات)-الْآيَاتِ; -কিভাবে; أَنْتَى; -দেখুন; أَنْظُرُ; -তারা উল্টোমুখী ফিরে যাচ্ছে; يُؤْفَكُونَ; - (ال+تعبدون)-أَتَعْبُدُونَ; -তোমরা কি ইবাদাত করছো; مِنْ دُونِ; -ছেড়ে; اللَّهُ; -আল্লাহকে; مَا; -এমন কিছুর যা; لَا يَمْلِكُ; -কোনো শক্তিই রাখে না;

১০০. এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহ' হিসেবে পূজো করার খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ঈসা (আ) যে মানুষ ছিলেন, এরপর এতে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখিত হয়েছে এগুলো একজন মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। যেমন—

لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার? আর আল্লাহই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

ۙ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

৭৭. আপনি বলুন—হে আহলি কিতাব! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

আর তোমরা এমন সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না,
যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

আর পথভ্রষ্ট করেছে অনেককে এবং তারা বিচ্যুত হয়েছে
সরল-সঠিক পথ থেকে।^{১০১}

لَكُمْ-তোমাদের ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি ; وَ-বা ; نَفْعًا-উপকার করার; وَاللَّهُ-আর ; السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-সর্বশ্রোতা (ال+সমیع)-সর্বজ্ঞ (ال+এলিম)-আল্লাহই ; ۙ-আহলি কিতাব ; لَا تَغْلُوا-তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ; فِي-ব্যাপারে ; دِينِكُمْ-তোমাদের দীনের ; غَيْرَ-অন্যায়ভাবে (غیر+ال+حق)-আহলি কিতাব ; قُلْ-আপনি বলুন ; يَا أَهْلَ الْكِتَابِ-হে আহলি কিতাব ; قَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের ; ضَلُّوا-যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; وَ-আর ; تَتَّبِعُوا-তোমরা অনুসরণ করো না ; أَهْوَاءَ-খেয়াল খুশীর ; قَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের ; ضَلُّوا-যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; وَ-আর ; كَثِيرًا-অনেককে ; وَ-আর ; أَضَلُّوا-পথভ্রষ্ট করেছে ; عَنْ-থেকে ; سَوَاءِ السَّبِيلِ-সরল-সঠিক ; السَّبِيلِ-পথ (ال+সবیل)-

তিনি একজন মহিলার গর্ভেই জন্মলাভ করেছেন ; তাঁর একটি বংশ-তালিকা আছে ; তাঁর দৈহিক অবয়বও মানুষের মতোই ছিলো ; তিনি পানাহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করতেন। ইনজিলেও তাঁকে মানুষই বলা হয়েছে ; তারপরও খৃস্টান সম্প্রদায় তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্ন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—এটা তাদের গুমরাহী ছাড়া কিছুই নয়।

১০১. এখানে সেসব জাতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যেসব জাতির ভ্রান্ত আকীদা

-বিশ্বাস খৃস্টানরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে নিয়েছিলো। খৃস্টানদের ত্রিভুবাদী আকীদার সাথে ঈসা (আ)-এর প্রচারিত দীনের কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত ঈসা (আ)-এর প্রথম দিকের অনুসারীদের মধ্যেও এ আকীদার অস্তিত্ব ছিলো না। পরবর্তীকালের খৃস্টানরা ঈসা (আ)-এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখানোর প্রশ্নে বাড়াবাড়ি করে এবং প্রতিবেশী গ্রীক দার্শনিকদের অলীক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদার সাথে তাদের ভ্রান্ত আকীদার সংমিশ্রণ করে ফেলে এবং এভাবে তারা একটি নতুন ধর্মমত তৈরি করে নেয় ; যার সাথে হযরত ঈসার মূল শিক্ষার কোনো প্রকার সম্পর্কই নেই। আলোচ্য আয়াতে সেই ভ্রান্ত গ্রীক দার্শনিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১০ সূরু' (৬৭-৭৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের প্রচার তথা 'তাবলীগে দীনের' কাজ নিসংকোচে চালিয়ে যেতে হবে। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। অন্যথায় এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২. যারা দীনের তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকবে, তাদের কোনো ক্ষতি বাতিলপছীরা করতে পারবে না। আল্লাহই তাদেরকে রক্ষা করবেন।

৩. আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অর্থাৎ শরয়ী বিধান অনুসরণ ছাড়া কোনো প্রকার আধ্যাত্মিকতা, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

৪. তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন কর্তৃক প্রদত্ত বিধান বিস্তৃতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ বিধান নিয়ে এসেছে এবং এতে তাওরাত ও ইনজিলের সঠিক বিধানাবলী সংযোজিত হয়েছে। তাই কুরআন মাজীদে পরিপূর্ণ অনুসরণের দ্বারাই উক্ত দুটো কিতাবের অনুসরণ হয়ে যাবে।

৫. কুরআন মাজীদকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তাতে কোনো সমাধান পাওয়া না যায়, তাহলে রাসূলের হাদীস থেকে সমাধান বের করতে হবে। কারণ রাসূলের দেয়া সমাধানও ওহীর মাধ্যমে হয়েছে।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন তা তিন প্রকার—(ক) কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (খ) কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি ; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ; (গ) রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন।

৭. যাদের ভাগ্যে হিদায়াত নেই, দীনী দাওয়াত দ্বারা তাদের গুমরাহী আরও বেড়ে যাবে, এতে দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৮. আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং সৎকর্ম সম্পাদনের শর্তে চার সম্প্রদায়ের মুক্তির কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে—মুসলমান, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও খৃস্টান। সাবেয়ী দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ যাবুরের অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৯. কুরআন মাজীদেব মধ্যে অন্য সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে, তাই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে এর নির্দেশ রয়েছে।

১০. কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাওরাত, ইনজিল ও যাবুরের অনুসরণ বিস্তুদ্ধ হতে পারে না।

১১. বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদীরা অনেক নবীকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে এবং অনেককে হত্যা করেছে, ফলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করে দেন তারা হিদায়াত থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তাওবা করে তারা হিদায়াতের পথে আসে, পুনরায় তাদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

১২. যারা তিন খোদার মতবাদে বিশ্বাসী তারা কাফের, তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। এ মত থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের মুক্তি নেই।

১৩. হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন এবং একজন মানুষ ছিলেন। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই মানুষ ছিলেন। যারা এ মতের বিপরীত মত পোষণ করে তারা পথভ্রষ্ট।

১৪. রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহ, আখেরাত, আসমানী কিতাবে বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নয়। আর রিসালাতে বিশ্বাসহীন ঈমান দ্বারা মুক্তি পাওয়াও যাবে না।

১৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের বিধানের সাথে নিজেদের মনগড়া বিধান অথবা তথাকথিত কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর মতামত সংযুক্ত করার কোনো অবকাশ নেই; কারণ আল্লাহর বিধানই পূর্ণাঙ্গ।

১৬. যারা এ ধরনের প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-১

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো, তাদেরকে লা'নত করা হয়েছিলো দাউদের ভাষায়

﴿وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿

এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের (ভাষায়) ; এটা এজন্য যে, তারা করেছিলো নাফরমানী এবং তারা সীমালংঘনও করতো ।

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

৭৯. তারা যেসব অন্যায় কাজ করতো তা থেকে একে অপরকে বারণ করতো না ;^{১০২} কতই না মন্দ তা যা তারা করতো

﴿لُعِنَ-তাদেরকে লা'নত করা হয়েছিলো ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিলো ; عَلَى (+) لِسَانِ- (এবং) বনী ইসরাঈলের (بنی+اسرائيل)- (بنی+اسرائيل) ; مِنْ (ابن+مريم)- (ابن+مريم) ; عِيسَى ; وَ (এবং) ; دَاوُدَ (দাউদের) ; لِسَانِ (ভাষায়) ; عَصَوْا-তারা নাফরমানী করেছিলো ; وَ (এবং) ; كَانُوا يَعْتَدُونَ-তারা সীমালংঘন করতো । ﴿ (৭৯) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ-তারা একে অপরকে বারণ করতো না ; عَنْ-থেকে ; مُنْكَرٍ-যেসব অন্যায় কাজ ; لَبِئْسَ-কতই না মন্দ তা ; مَا ; يَفْعَلُونَ-তারা করতো ।

১০২. দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বিকৃতির সূচনা হয় গুটিকতক লোকের মাধ্যমে । অতপর তা মহামারীর মতো জাতির পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ে । সামগ্রিক জাতীয় বিবেক যদি সচেতন থাকে তাহলে সূচনাতেই গুটিকতক লোককে বিকৃতি থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে গোটা জাতিকেই বিকৃতি থেকে রক্ষা করা সহজ হয়ে পড়ে । আর যদি এ ক্ষেত্রে সমগ্র জাতীয় বিবেক উপেক্ষা-অবহেলার ভাব দেখায় এবং তাদেরকে মন্দ কাজের স্বাধীনতা দিয়ে রাখে, তাহলে সীমিত ব্যক্তির বিকৃতি পুরো সমাজ দেহকে ছেয়ে ফেলে । বনী ইসরাঈলের মধ্যে এভাবেই বিকৃতি এসেছে ।

﴿٥٠﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَبِئْسَ

৮০. তাদের মধ্যে অনেককেই আপনি দেখবেন যে, তারা বন্ধুত্ব করছে
কাফেরদের সাথে ; অবশ্যই মন্দ তা

مَا قَدَّمْتَ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ

যা তারা নিজেরা তাদের জন্য অগ্রে পাঠিয়েছে। কেননা আল্লাহ তাদের উপর
অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আযাবের মধ্যে থাকবে

هُم خَالِدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ

তারা চিরকাল। ৮১. আর যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহর প্রতি ও নবীর প্রতি

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذَ وَهْمًا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

এবং তাঁর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না
তাদেরকে (কাফেরদের) কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই

﴿٥٠﴾ تَرَىٰ -আপনি দেখবেন ; كَثِيرًا -অনেককেই ; مِنْهُمْ -তাদের মধ্যে ; يَتَوَلَّوْنَ -তারা
বন্ধুত্ব করছে ; لَبِئْسَ -অবশ্যই ; الَّذِينَ كَفَرُوا - (الذين+কফরُوا)-কাফেরদের সাথে ; فِي الْعَذَابِ -
তা মন্দ ; مَا -যা ; قَدَّمْتَ -অগ্রে পাঠিয়েছে ; لَهُمْ -তাদের জন্য ; أَنفُسَهُمْ (+) -
আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ -আল্লাহ ; أَن -কেননা ; سَخَطَ -অসন্তুষ্ট হয়েছেন ; فِي الْعَذَابِ -
আযাবের ; وَ -এবং ; وَ -এবং ; خَالِدُونَ -চিরকাল থাকবে। ﴿٥١﴾ وَ -আর ; لَوْ -যদি ; كَانُوا يُؤْمِنُونَ -
তারা ঈমান আনতো ; بِاللَّهِ - (ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَالنَّبِيِّ - (ال+নবী)-নবীর প্রতি ;
وَمَا اتَّخَذُوا -নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْهِ -তার প্রতি ; مَا -যা, তাতে ; أَوْلِيَاءَ -
বন্ধুরূপে ; وَلَكِنَّ -কিন্তু ; كَثِيرًا -অধিকাংশই ; مِنْهُمْ -তাদের মধ্যে ;

১০৩. অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে যারা বিশ্বাস করে তারা
মুশরিকদের তুলনায় এমন লোকদেরকেই সমর্থন ও সহযোগিতা করবে, যারা তাদের
মতোই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং এটাই স্বাভাবিক। যদিও দীন
শরীআতের বিধানের পার্থক্য রয়েছে ; কিন্তু এ ইয়াহুদী এর ব্যতিক্রম, তাওহীদ ও
শিরকের দ্বন্দ্বের তারা সচরাচর মুশরিকদেরকেই সহযোগিতা করে থাকে। অথচ তারা
কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে।

﴿٥٧﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ

৮৩. আর তারা যখন তা শোনে, যা রাসূলের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, আপনি তাদের চোখগুলোকে দেখবেন প্রবাহিত হচ্ছে

مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا فَاكْتَبْنَا

অশ্রু, যেহেতু তারা চিনে নিয়েছে সত্যকে; তারা বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করুন

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۗ

(সত্যের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে। ৮৪. আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের নিকট যা সত্য থেকে এসেছে তার প্রতি

وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٥٩﴾ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ

অথচ আমরা কামনা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের মধ্যে शामिल করবেন। ৮৫. ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিনিময় দিলেন

﴿٥٧﴾-আর; إِذَا-যখন; سَمِعُوا-তারা শোনে; مَا-যা; أُنزِلَ-নাযিল করা হয়েছে; إِلَى-প্রতি; الرَّسُولِ-রাসূলের; تَرَىٰ-আপনি দেখবেন; أَعْيُنُهُمْ-আপনি দেখবেন; تَفِيضُ-প্রবাহিত হচ্ছে; الدَّمْعِ-অশ্রু; مِمَّا-সত্যকে; عَرَفُوا-তারা চিনে নিয়েছে; مِنَ الْحَقِّ-সত্য থেকে; يَقُولُونَ-তারা বলে; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক; إِنَّا-আমরা ঈমান আনলাম; فَاكْتَبْنَا-সুতরাং আপনি আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করুন; مَعَ-সাথে; الشَّاهِدِينَ-সাক্ষ্যদাতাদের; وَمَا-কি হয়েছে; لَنَا-আমাদের; لَا نُؤْمِنُ-আমরা ঈমান আনবো না; بِاللَّهِ-আল্লাহর প্রতি; وَمَا-এবং; جَاءَنَا-আমাদের নিকট এসেছে; مِنَ الْحَقِّ-সত্য থেকে; نَطْمَعُ-আমরা কামনা করি; أَنْ-যে; يَدْخِلَنَا-আমাদেরকে शामिल করবেন; مَعَ-মধ্যে; الْقَوْمِ-লোকদের; الصَّالِحِينَ-সৎ; فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ-ফলে তাদেরকে বিনিময় দিলেন; أَلَّهُ-আল্লাহ;

১০৫. এখানে খৃস্টানদের মধ্যকার আল্লাহভীরু ও সত্য প্রিয় দলের কথা বলা হয়েছে।

بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا

তাদের একথার জন্য, এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ,
তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে ;

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

আর এরূপই হয় নেককারদের প্রতিদান । ৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং
আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা জ্ঞেনেছে

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

তরাই জাহান্নামের অধিবাসী ।

تَجْرِي - এমন জান্নাত ; جَنَّتِ - তাদের একথার জন্য ; (ب+ما+قالوا) - بِمَا قَالُوا
- প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا - (من+تحت+ها) - যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ - (ال+)
- নহরসমূহ ; فِيهَا - সেখানে ; وَ - আর ; خَلِيلِينَ - তারা চিরস্থায়ী থাকবে ; ذَلِكْ - এরূপই হয় ;
وَالَّذِينَ كَفَرُوا - কুফরী করেছে ; وَ - এবং ; وَكَذَّبُوا - মিথ্যা জ্ঞেনেছে ;
وَالَّذِينَ كَفَرُوا - যারা ; الَّذِينَ - আর ; أَصْحَابُ - অধিবাসী ; الْجَحِيمِ - জাহান্নামের ।

হয়েছে। তবে যারাই এ ধরনের গুণের অধিকারী হবে ইসলামের দাওয়াত তাদের নিকট পৌছলে তারা অবশ্যই শেষ নবীর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাবে। এমন লোকেরা অবশ্যই মুসলমানদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। এর অর্থ এটা কখনো নয় যে, খৃষ্টানরা যত অপকর্মই করুক না কেন তাদেরকে মুসলমানদের হিতৈষী মনে করতে হবে।

১১ রুকু' (৭৮-৮৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুটো মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন-এর একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হলো নবী-রাসূল। এ দুটোর কোনোটাকে বাদ দিয়ে কোনোটাকে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

২. আল্লাহর কিতাবের বাস্তব প্রয়োগ হলো-নবী-রাসূলের জীবন। সুতরাং এ দুটোর প্রতি যথোচিত ঈমান আনয়নকারীই হলো মু'মিন।

৩. অপরদিকে এ দুটোকে অমান্যকারী যেমন কাফের, তেমনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনও কুফরী।

৪. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা যেমন কাফের, তেমন যারা নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহর স্থানে নিয়ে পৌছিয়েছে তারাও কাফের।

৫. নবী-রাসূলদের সাথে বনী ইসরাঈলের একরূপ চরম বাড়াবাড়িমূলক আচরণের জন্যই তারা তাঁদের লান'তের উপযুক্ত হয়েছে এবং লান'ত তাদের উপর আপত্তিত হয়েছে। যারাই একরূপ আচরণ করবে তারাই নবীদের লান'তের উপযোগী হবে।

৬. এটাই চিরন্তন রীতি—যে সমাজে সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের প্রতিরোধের তৎপরতা থাকবে না এবং যারা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা আল্লাহর জেলখের পাত্র হবে। আর আশ্চর্যের সাথে তারা চিরকাল আযাবে নিপত্তিত থাকবে।

৭. কাফের-মুশরিকরা যেমন মু'মিনদের বন্ধু হতে পারে না। তেমনি যারা কাফের-মুশরিকদের বন্ধু তারা মু'মিন হতে পারে না।

৮. ইয়াহুদীরাই সমগ্র মানুষের মধ্যে মুসলমানদের চরম শত্রু।

৯. খৃষ্টানদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় লোক রাসূলের সময়ে ছিলো যারা বন্ধুত্বের দিক থেকে মুসলমানদের অধিকতর নিকটবর্তী। তারা অহংকারী নয়। এমন চরিত্রের লোক তাদের মধ্যে ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। তবে এমন লোকেরা মুসলমান না হয়ে খৃষ্টান থাকতে পারে না।

১০. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের মুক্তি এ জ্ঞানাত লাভের উপায় হলো—হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত দীনের আনুগত্য করে জীবন যাপন করা।

১১. আর যারা মুহাম্মাদ (স)-এর উপর ঈমান আনবে না এবং তাঁর আনীত দীনের আনুগত্য করবে না তাদের স্থান হবে জাহান্নামে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১২

পাড়া হিসেবে রুকু'-২

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

৮৭. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা সেসব পবিত্র বস্তু নিষিদ্ধ করো না
যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন^{১০৬}

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ

এবং তোমরা সীমালংঘন করো না^{১০৭} ; অবশ্যই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না ।

৮৮. আর তোমরা খাও তা থেকে যে রিয়ক তোমাদেরকে দিয়েছেন

اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

আল্লাহ হালাল ও পবিত্র বস্তু হিসেবে । আর আল্লাহকে ভয় করো
যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী ।

﴿٨٧﴾ -হে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ; যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছো ; لَا تَحْرِمُوا -তোমরা নিষিদ্ধ
করো না ; طَبِيبًا -সেসব পবিত্র বস্তু ; مَّا أَحَلَّ اللَّهُ -বৈধ করেছেন ; اللَّهُ -আল্লাহ ;
إِنَّ ; তোমরা সীমালংঘন করো না ; وَ -এবং ; وَكُلُوا -তোমরা খাও ; رَزَقَكُمُ -তোমাদের জন্য ;
- (ال+معتدين)- الْمُعْتَدِينَ -ভালোবাসেন না ; اللَّهُ -আল্লাহ ; -অবশ্যই ;
-তা (من+ما)- مِمَّا -তোমরা খাও ; كُلُوا -আর ; وَ ﴿٨٨﴾ -রিয়ক তোমাদেরকে দিয়েছেন ;
اللَّهُ -আল্লাহ ; وَاتَّقُوا اللَّهَ -তোমরা ভয় করো ; وَ -আর ; طَيِّبًا -পবিত্র বস্তু হিসেবে ;
حَلَالًا -হালাল বস্তু ; مُؤْمِنُونَ -বিশ্বাসী ; بِه -প্রতি ; أَنْتُمْ -তোমরা ; وَالَّذِي -যার ; اللَّهُ -আল্লাহকে ।

১০৬. এখানে দুটো দিকে ইংগিত করা হয়েছে-(১) তোমরা নিজেরা কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার অধিকারী নও । কোনো জিনিস হালাল বা হারাম করার অধিকারী হলেন আল্লাহ । তিনি যা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তাকে তোমরা হালালই মনে করো এবং যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তাকে তোমরা হারাম মনে করো ।

(২) খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সন্যাসী, যোগী ও ভিক্ষুদের মতো বৈরাগ্যবাদ, সংসার ত্যাগ এবং দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ বস্তুর স্বাদ আন্বাদন

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ

৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে বৃথা কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না,
তবে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন

بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

তার জন্য যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাকো ; এমতাবস্থায় তার কাফফারা হবে
দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা

مِنْ أَوْسَطٍ مَّا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ

মধ্যম মানের যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো—অথবা তাদের
বস্ত্রদান করা, বা একজন ক্রীতদাস আযাদ করা,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ

আর যে সামর্থ রাখে না তবে তিন দিন রোযা রাখা ; এটাই তোমাদের কসমের
কাফফারা, যখন তোমরা কসম করবে; ১০৮

﴿آل্লাহ -اللَّهُ ; তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না - (لا يؤخذ+كم) - لا يؤخذكم ﴿৮৯﴾

; তোমাদের বৃথা শপথের জন্য ; (ب+ال+لغو+في+ایمان+كم) - باللغو في أيمانكم

; তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন ; (يؤاخذ+كم) - يؤاخذكم ; তবে - ولكن

; কসম ; (ال+ایمان) - الأيمان ; তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাকো ; عَقَدْتُمْ ;

; এমতাবস্থায় তার কাফফারা হবে ; (ف+كفارة+ه) - فَكَفَّارَتُهُ

; মধ্যম মানের - (من+اوسط) - مِنْ أَوْسَطٍ ; মিসকীনকে ; مَسْكِينٍ ;

; তোমরা খাইয়ে থাকো ; تَطْعَمُونَ ;

; তাদেরকে বস্ত্রদান করা ; (كسوة+هم) - كِسْوَتُهُمْ ; অথবা - أو ;

; একজন ক্রীতদাস - رَقَبَةٍ - تَحْرِيرُ ; অথবা ;

; তিন ; ثَلَاثَةِ ; তবে রোযা রাখা ; (ف+صيام) - فَصِيَامٌ ;

; তোমাদের - (ایمان+كم) - أَيْمَانِكُمْ ; কাফফারা - كَفَّارَةٌ ; এটাই - ذَلِكَ ;

; কসমের ; (اذا) - إِذَا ; তোমরা কসম করবে ; حَلَفْتُمْ ;

ভ্যাগ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করো না। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীসে এ ধরনের
সংসার বিমুখতার বিপক্ষে বক্তব্য এসেছে।

﴿١١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

৯১. শয়তানতো অবশ্য চায় তোমাদের মধ্যে ঘটাতে শত্রুতা ও বিদ্বেষ

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে বিরত রাখতে

আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا

তবে কি তোমরা বিরত হবে না ? ৯২. আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং

আনুগত্য করো রাসূলের, আর সতর্ক হও ;

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٣﴾

কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব

সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া বৈ কিছু নয় ।

﴿١١﴾ أَنْ يُوقِعَ (ال+শয়তান)-শয়তানতো ; (انما+يريد)-অবশ্য চায় ; الشَّيْطَانُ (ال+শয়তান)-শয়তানতো ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْعَدَاوَةَ (ال+শত্রুতা)-শত্রুতা ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ; وَالْبَغْضَاءَ (ال+বিদ্বেষ)-বিদ্বেষ ;

—(১) মদ, (২) জুয়া, (৩) প্রতিমার বেদী বা এমন স্থান যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করার স্থান হিসাবে নির্ধারিত, (৪) ভাগ্য নির্ধারক তীর।

মদের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ২১৯নং আয়াতে এবং সূরা আন নিসার ৪৩নং আয়াতে আলোচনা এসেছে। উল্লেখিত দুই স্থানে মদ চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়নি। বরং তার মন্দ দিকটা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মদ ব্যবহারের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এরপর মদ ব্যবহারের কোনো প্রক্রিয়া বৈধ নেই।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—“আল্লাহ তাআলা মদ, মদপানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক, শোধনকারী, উৎপাদন-শোধন সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক, মদ বহনকারী এবং যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ সকল ব্যক্তির উপর শান্নত করেছেন।”

মদ ব্যবহারের পাত্র এবং এ কাজে ব্যবহৃত দস্তুরখানা ব্যবহার নিষেধ করার মধ্য দিয়ে মদ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা অনুধাবন করা যায়।

মদ দ্বারা এমন বস্তু বুঝায় যা মাদকতা আনে এবং বুদ্ধিকে বিকৃত করে। এমন বস্তু বেশী হোক বা কম তা হারাম।

ইসলামী শরীআতে মদ পানের শাস্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ৮০টি বেত্রাঘাত। মদ পানের শাস্তির বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরী করা সরকারের কর্তব্য। এ কর্তব্য কোনো প্রকারে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই।

১২ রুকূ' (৮৭-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা যা বৈধ করে দিয়েছেন তাকে হারাম মনে করে সংসার ত্যাগ হারাম।
২. কোনো হালাল বস্তুকে হারাম বলে বিশ্বাস করলে সে কাকের হয়ে যাবে।
৩. কেউ যদি হালাল বস্তুকে হালাল জেনে কোনো কারণে কসম করে নিজের জন্য হারাম করে নেয়, তাহলে তার কসম শুদ্ধ হবে। তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম করা গুনাহ। এরূপ কসম ভঙ্গ করলে কাফ্যারা দেয়া জরুরী।
৪. বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোনো হালালকে হারাম মনে না করে কার্যত হারামের মতো আচরণ দেখালে এবং এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করলে এটা বিদয়াত এবং সংসার ত্যাগ বা বৈরাগ্য। এরূপ করা কবীরা গুনাহ। তবে সাওয়াবের নিয়ত না থাকলে এবং দৈহিক বা আত্মিক অসুস্থতার জন্য কোনো বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে কোনো গুনাহ হবে না।
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে কোনো ব্যাপারে মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ।
৬. নিজের ধারণা মতে সত্য মনে করে কোনো ব্যাপারে কসম করা অর্ধহীন। এতে কোনো গুনাহ না হলেও এরূপ কসম করা ঠিক নয়।

৭. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার কসম করলে তা পূর্ণ করা জরুরী। এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা প্রদান করতে হবে।

৮. কসমের কাফফারা হলো—দশজন মিসকীনকে দু বেলা মধ্যম মানের খাদ্য দান করা। অথবা দশজন দরিদ্র লোককে সতর টাকা পরিমাণ পোশাক দেয়া। অথবা কোনো ক্রীতদাস আযাদ করে দেয়া।

৯. কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি আর্থিক দুর্বলতার কারণে উল্লেখিত কাফফারা দিতে সমর্থ না হয়, তাহলে সে ক্রমাগত তিন দিন রোযা রাখবে।

৯. কসম করাকে গুরুত্বহীন মনে করা যাবে না; যখন-তখন যেখানে-সেখানে কসম করা এবং তা ভেঙ্গে ফেলা—এরূপ করা অন্যায। কসম করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার যথার্থতা সম্পর্কে জেনে বুঝে এবং তা রক্ষা করার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কসম করা উচিত এবং তা রক্ষা করাও আবশ্যিক।

১০. মদ, জুয়ার বিভিন্ন প্রকার; আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা কোনো প্রতিমার সামনে তৈরি বেদীতে কিছু উৎসর্গ করা; অথবা ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা কোনো কিছু বন্টন করা হারাম।

১১. বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লটারীও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা হারাম।

১২. সকলের অধিকার সমান এবং নির্ণেয় অংশগুলো পরস্পর সমান এরূপ ক্ষেত্রে কোন অংশ কে নেবে এটা নির্ধারণের জন্য লটারী দেয়া জায়েয। অথবা একশটি দ্রব্যের প্রার্থী এক হাজার এবং সকলের অধিকারও সমান। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের সম্মতিতে লটারীর সাহায্যে বন্টন করা জায়েয।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৩

পারা হিসেবে রুকু'-৩

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ﴾

৯৪. হে যারা ঈমান এনেছো ! অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এমন কতক শিকার দ্বারা

﴿تَنَالَهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾

যা শিকার করতে পারে তোমাদের হাত ও তোমাদের বর্শা, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে ;

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

সূতরাং এরপরও যে কেউ সীমালংঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

৯৫. হে যারা ঈমান এনেছো

﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾

তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না ; আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে

﴿يَا أَيُّهَا﴾-হে ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿آمَنُوا﴾-ঈমান এনেছো ; ﴿لِيَبْلُوَنَّكُمْ﴾-(লিবিলান+কম)-অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন ; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহ ; ﴿بِشَيْءٍ﴾-এমন কতক দ্বারা ; ﴿مِّنَ الصَّيْدِ﴾-(মিন+আল+স্বিদ)-শিকার ; ﴿تَنَالَهُ﴾-(তনাল+হে)-যা শিকার করতে পারে ; ﴿آيِدِيكُمْ﴾-(আইদি+কম)-তোমাদের হাত ; ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾-(রিমাচ+কম)-তোমাদের বর্শা ; ﴿لِيَعْلَمَ﴾-(লিআলম+হে)-তোমাদের মধ্যে যে কে না দেখেও ভয় করে ; ﴿بِالْغَيْبِ﴾-(বিআল+গইবি)-না দেখেও ; ﴿فَمَنِ﴾-(ফমিন)-সূতরাং যে কেউ ; ﴿اعْتَدَىٰ﴾-সীমালংঘন করবে ; ﴿بَعْدَ﴾-পরও ; ﴿ذَلِكَ﴾-এর ; ﴿فَلَهُ﴾-তার জন্য রয়েছে ; ﴿عَذَابٌ﴾-শাস্তি ; ﴿أَلِيمٌ﴾-যন্ত্রণাদায়ক । ﴿يَا أَيُّهَا﴾-হে ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿آمَنُوا﴾-ঈমান এনেছো ; ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾-তোমরা হত্যা করো না ; ﴿الصَّيْدَ﴾-(আল+স্বিদ)-শিকার ; ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾-তোমরা ইহরাম ; ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾-আর ; ﴿مِنكُمُ﴾-তোমাদের মধ্যে ; ﴿مُتَعَمِّدًا﴾-ইচ্ছাকৃতভাবে ;

ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

এটা এজন্য যেন তোমরা জানতে পারো—যাকিছু আছে আসমানে এবং
যা কিছু আছে যমীনে তা আল্লাহ অবশ্যই জানেন ;

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আর অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ ১১৬। তোমরা জেনে রেখো,
আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর

ذَلِكَ -এটা এজন্য ; لَتَعْلَمُوا -যেন তোমরা জানতে পারো যে ; أَنْ -অবশ্যই ;
فِي (+ال+) - فِي السَّمَوَاتِ - তা, যা কিছু আছে ; يَعْلَمُ -জানেন ; اللَّهُ -আল্লাহ ;
(فِي (+ال+) اَرْضِ) - فِي الْأَرْضِ ; مَا -যা কিছু আছে ; وَ -এবং ; وَمَا -আসমানে ;
-যমীনে ; وَ -আর ; أَنْ -অবশ্যই ; اللَّهُ -আল্লাহ ; بِكُلِّ -প্রত্যেক ; شَيْءٍ -বিষয়ে ;
"اَعْلَمُوا" -তোমরা জেনে রেখো ; أَنْ -নিশ্চয়ই ; اللَّهُ -আল্লাহ ;
"عَلِيمٌ" -সর্বজ্ঞ ১১৬। اَعْلَمُوا -তোমরা জেনে রেখো ; اَعْلَمُوا -তোমরা জেনে রেখো ; اَعْلَمُوا -তোমরা জেনে রেখো ;
شَدِيدٌ -অত্যন্ত কঠোর ; (ال+عِقَابِ) -শাস্তি দানে ;

১১৫. আরব দেশে কা'বাঘর তার কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পুত-পবিত্র ভাবমূর্তির কারণে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র দেশ কা'বাঘরের দিকে ধাবিত হতো। আর এজন্য সারা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এর উপর নির্ভরশীল ছিলো। হজ্জ উপলক্ষে সারা দেশের মানুষের যে সমাবেশ হতো তা আরবদেরকে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতো। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রের মধ্যে এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতো। এ উপলক্ষ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন বাড়ার ফলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। হারাম ৪ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কারণে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতো। এ সময় তাদের ব্যবসায়িক কাফেলাগুলো সারা দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারতো। কুরবানীর পশু ও রং-বেরংয়ের মালা পরানো পশুর সারিও ভাবগম্বীর পরিবেশ সৃষ্টিতেও সহায়ক হতো। এ সময় লুটতরাজ-রাহাজানিও বন্ধ থাকতো ; ফলে তাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য কা'বাঘর ছিলো একটি মাধ্যম।

১১৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার এসব বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে কত সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন। তিনি যেসব বিধি-বিধান জারী করেন তার মাধ্যমে মানব জীবন কতভাবে উপকৃত হচ্ছে। রাসূলের আগমনের পূর্বে তোমরা নিজেরা নিজেরদের প্রয়োজন ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত ছিলে না ; তোমরা ধ্বংসের পথের পথিক। আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন জানতেন বলেই তোমাদের জন্য কা'বা

চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবন যাপন অনেক বেশী উত্তম। আবর্জনার একটি বিরাট স্তুপের চেয়ে এক ফোঁটা আতরের মূল্য অনেক বেশী। আর তাই যারা যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে হালালভাবে উপার্জিত জিনিস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। হারামের জাঁকজমক ও পরিমাণাধিক্য তাদের অন্তরে রেখাপাত করতে পারে না।

১৩ রুকু' (৯৪-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য হালাল-হারামের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা-ই মানুষের জন্য কল্যাণকর।

২. হালাল বস্তুসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার যে সীমা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সীমা অতিক্রম করা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা।

৩. একইভাবে হারাম বস্তুসমূহের ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করাও বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা।

৪. আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহকে হালাল জেনে যথাযোগ্য স্থানে তা ব্যবহার করা এবং তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হারাম জেনে তা থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

৫. হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কা'বার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সকল প্রকার প্রাণী শিকার করা হারাম।

৬. তবে ইহরাম অবস্থায় সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা হালাল তথা বৈধ।

৭. ইহরাম অবস্থায় নিজে শিকার করবে না এবং শিকারে সহায়তাও করা যাবে না।

৮. কেউ যদি ইহরামকারীর নির্দেশ বা সহায়তা ছাড়া হারাম শরীফের আওতার বাইরে কোনো হালাল প্রাণী শিকার করে তার জন্য গোশত পাঠিয়ে দেয় তবে তা খাওয়া জায়েয।

৯. হারাম-এর এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেওনে ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনি অজান্তে ভুলক্রমে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়।

১০. প্রথমবার বধ করলে যেমন বিনিময় দিতে হয়, তেমনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বধ করলেও বিনিময় দিতে হয়।

১১. দুজন ন্যায়বান ব্যক্তি বিনিময় নির্ধারণ করে দেবেন, সে অনুসারে তা প্রদান করতে হবে। বিনিময় দিতে অসমর্থ হলে কয়েকজন মিসকীনকে খাদ্য দিতে হবে। এতেও অসমর্থ হলে সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে। মিসকীনের ও রোযার পরিমাণ উল্লেখিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদ্বয় স্থির করে দেবেন।

১২. কা'বা সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য শান্তি, স্থিতি ও স্থায়িত্বের মাধ্যম। কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন কা'বার প্রতি মুখ করে নামায আদায় হতে থাকবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিন জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কখনো কা'বার এ মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতও বিলীন হয়ে যাবে।

১৩. কা'বার অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ। রাষ্ট্রীয় কঠোর আইনের কারণে চোর, ডাকাত, দুর্জতকারীরা এবং সকল প্রকার সমাজ-বিরোধীরা সংযত থাকে; তেমনি কা'বার মর্যাদাহানীকর

কোনো কাজ করার সাহস কেউ করতে পারে না। জাহেলিয়াতের যুগেও কা'বার সম্মান ও মাহাজ্জ মানুষের অন্তরে এমনই বিরাজমান ছিলো।

১৪. কা'বার সাথে সাথে যিলহাজ্জ মাস, কুরবানীর পশু এবং কুরবানীর জন্য নির্ধারিত মালা-পরিহিত পশুও মানুষের নিকট সম্মানিত। এগুলোর মর্যাদাহানিকর কোনো তৎপরতাকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না।

১৫. উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা দ্বারা মানুষ আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধানের কল্যাণ এবং আল্লাহ তাআলা যে সর্বজ্ঞ সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

১৬. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে চললে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে আল্লাহর কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি দয়া করে ক্ষমাও করে দেন।

১৭. আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল বিধানই মানুষের নিকট পৌঁছেছে। রাসূল তাঁর দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দিয়েছেন। এতে কোনো ঘাটতি নেই। সুতরাং এসব বিধানাবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কোনো অজুহাত মানুষ পেশ করতে পারবে না।

১৮. আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে মানুষের কিছুই করার নেই। অপবিত্র এবং পবিত্র সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো—অপবিত্র বিষয়ের আধিক্যে মুগ্ধ না হয়ে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রেখে পবিত্র বিষয়কে গ্রহণ করা এবং পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৪

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿١٥١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِئَةً

১০১. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট লাগবে;»

وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلِ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا

আর যদি কুরআন নাযিলের সময় তোমরা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো, তোমাদের নিকট তা প্রকাশ করা হবে ; আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন ;

﴿١٥٢﴾ -হে ; -যারা ; -ঈমান এনেছো ; -তোমরা প্রশ্ন করো না ; -সম্পর্কে ; -এমন বিষয় ; -প্রকাশ করা হলে ; -তোমাদের নিকট ; -আর ; -যদি ; -তোমাদের কষ্ট লাগবে ; -আর ; -তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ করো ; -সে সম্পর্কে ; -সময় ; -নাযিল হচ্ছে ; -কুরআন ; -প্রকাশ করা হবে ; -তোমাদের নিকট ; -ক্ষমা করে দিয়েছেন ; -আল্লাহ ; -তা ;

১১৮. আল্লাহ তাআলা শরীআতের কিছু কিছু বিধান সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন বা অনির্ধারিত রেখেছেন, এসব ব্যাপারে অনর্থক প্রশ্ন করা ঠিক নয়। শরীআতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন অথবা যেসব বিষয়ের সংক্ষেপে বিধান দিয়েছেন, পরিমাণ, সংখ্যা বা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেননি—এর কারণ এটা নয় যে, তিনি তা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এর মূল কারণ হলো—বিধানদাতা এটাকে ব্যাপক রাখতে চান ; এর ব্যাপকতা ও প্রশস্ততাকে সংকুচিত করতে চান না। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এসব ব্যাপারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে বা আন্দাজ-অনুমান করে কল্পনার পাখায় ভর করে কোনো না কোনো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাপারটাকে বিস্তারিত এবং ব্যাপককে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, সে আসলে মু'মিনদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ যতই এর আড়ালের বিষয়গুলো সামনের দিকে আসবে ততই মু'মিনদের জন্য জটিলতা বেড়ে যাবে। আবার কিছু কিছু লোকতো এমনই আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমন সব প্রশ্ন করতো যার সাথে দীন-দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক থাকতো না। তাই এ জাতীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যেমন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলো—'বলুনতো আমার

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا

আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম সহনশীল। ১০২. তোমাদের পূর্বেও এমন প্রশ্ন করেছিলো একটি সম্প্রদায়; অতপর তারা সে সম্পর্কে থেকেই গেলো

كَافِرِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ

কাফের হয়ে। ১০৩. আল্লাহ নির্ধারণ করেননি বাহীরা, আর সায়েবাও নয়, আর না ওয়াসীলা

وَلَا حَامٍ ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ

আর না হাম; কিন্তু যারা কুফরী করে তারাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে

قَدْ ﴿١٥٢﴾ - পরম সহনশীল; - অতীব ক্ষমাশীল; - আল্লাহ; - আর; -
 مِّنْ قَبْلِكُمْ; - একটি সম্প্রদায়; - قَوْمٌ; - (ফদ+সাল+হা)- আল্লাহ; -
 سَأَلَهَا; - তোমাদের পূর্বেও; - ثُمَّ; - তারা থেকেই গেলো; -
 أَصْبَحُوا; - (মন+قبل+কম)-
 اللَّهُ; - নির্ধারণ করেননি; - مَا جَعَلَ اللَّهُ; -
 كَافِرِينَ; - কাফের হয়ে। ১০৩. -
 بَحِيرَةٍ; - বাহীরা; - وَلَا سَائِبَةٍ; -
 وَلَا وَصِيلَةٍ; - আর সায়েবাও নয়; -
 وَلَا حَامٍ; - আর না হাম; -
 وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا; - যারা; -
 الْكَذِبَ; - মিথ্যা; -
 يَفْتَرُونَ; - তারাি আরোপ করে; -
 عَلَى اللَّهِ; - আল্লাহর প্রতি; -
 الْكَذِبَ; - মিথ্যা; -

পিতা কে? হজ্জ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে' এক ব্যক্তি এটা শোনার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করে বসলো—'এটা কি প্রত্যেক বছরই ফরয করা হয়েছে? তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তিনি এবারও চুপ রইলেন, তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন—'আমার জন্য আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে প্রতি বছরই তোমাদের উপর হজ্জ ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা তা মেনে চলতে পারতে না, ফলে নাফরমানী করা শুরু করতে। তাই অর্থহীন ও খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১১৯. অর্থাৎ তারা (ইহুদীরা) নিজেরাই আকায়েদ ও শারীআতের বিধি-বিধানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন প্রকার শর্তাবলী জুড়ে দিয়ে শরীআতকে মানা নিজেদের উপর কঠিন করে নিয়েছে। অতপর এর অনিবার্য ফল হিসেবে শরীআত অমান্য করা শুরু করেছে। এভাবেই তারা আকীদাগত গুমরাহী

وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ১০৪. আর তাদেরকে যখন বলা হয়—তোমরা এসো সেদিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন

وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

এবং রাসূলের দিকে, তারা বলে—আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট ;

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

তবে কি তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো কিছুর জ্ঞান না রাখলেও এবং হেদায়াত না পেয়ে থাকলেও ?

ও-এবং ; أَكْثَرُهُمْ- (অধিকাংশ) ; তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْقِلُونَ-জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না।
 (১০৪) ও-আর ; إِذَا-যখন ; قِيلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; تَعَالَوْا-তোমরা এসো ;
 إِلَى-এবং ; وَ-আল্লাহ ; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; مَا-যা ; إِلَى-সেদিকে ;
 الرَّسُولِ-রাসূলের ; قَالُوا-তারা বলে ; حَسْبُنَا-আমাদের জন্য যথেষ্ট ;
 (আব+না)-আমাদের (আব+না) ; عَلَيْهِ-যার উপর ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ;
 (আব+হম)- (আব+হম) ; أَبَاؤُهُمْ-হয় ; كَانَ-তবে কি যদি ;
 لَا يَعْلَمُونَ-জ্ঞান না রাখলেও ; شَيْئًا-কোনো কিছুর ;
 وَلَا يَهْتَدُونَ-হিদায়াত না পেয়ে থাকলেও ।

এবং অবশেষে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন মাজীদ তাই মুসলমানদেরকে ইয়াহুদীদের পদচিহ্ন অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

১২০. বর্তমানকালেও দেখা যায় যে, গরু, ছাগল বা ঘাড়া প্রভৃতিকে আল্লাহর নামে অথবা কোনো দেব-দেবী, পীর-ফকীর ও ঠাকুর-দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হয় এবং এগুলো থেকে কোনো কাজ নেয়াকে নাজায়েয মনে করা হয় ; আরবেও এ ধরনের প্রচলন ছিলো এবং এগুলোকে তারা বিভিন্ন নামে অভিহিত করতো। যেমন

বাহীরা : পাঁচবার বাচ্চাদানকারীনী এবং শেষবারে নর বাচ্চাদানকারীনী উষ্ট্রীকে 'বাহীরা' বলা হতো। এটা ছাড়া থাকতো এবং যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতো। একে কোনো কাজে লাগানো হতো না এবং এর দুধও কেউ পান করতো না।

সায়েরা : কোনো মানত পুরো হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বা রোগমুক্তির বা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ছেড়ে দেয়া উটনীকে সায়েরা বলা হতো। তাছাড়া

﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

১০৫. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব ;
সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتَبُكُمْ

যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; যদি তোমরা সৎপথে থাকো^{১০৬} তোমাদের সকলের
প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকটই, তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ

সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে । ১০৬. হে যারা ঈমান এনেছো !
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী থাকা প্রয়োজন—

﴿١٠٥﴾ -যা أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ;
أَنْفُسُكُمْ-তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব ; (أَنْفُسُكُمْ)-তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব ; لَا يَضُرُّكُمْ-সে তোমাদের ক্ষতি
করবে না ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ; إِذَا-যদি ; اهْتَدَيْتُمْ-তোমরা
সৎপথে থাকো ; إِلَى-নিকটই ; اللَّهُ-আল্লাহর ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের
প্রত্যাবর্তনতো ; جَمِيعًا-সকলের ; فِئْتَبُكُمْ-তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ;
بِمَا-তোমরা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-সে সম্পর্কে যা ; شَهَادَةٌ-সাক্ষী ; يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ;
آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যে ;

দশবার মাদী বাচ্চা প্রসবকারিণী উটনীকেও এ নামে অভিহিত করা হতো এবং
স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হতো ।

অসীলা : ছাগলের প্রথম প্রসবে 'পাঁঠা' বাচ্চা হলে তা দেবতার নামে উৎসর্গ করা
হতো ; আর 'পাঁঠী' বাচ্চা হলে নিজেদের জন্য রেখে দেয়া হতো । প্রথম প্রসবে একটা
পাঁঠা ও একটি পাঁঠী হলে পাঁঠাটাকে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং এটাকেই
তারা বলতো 'অসীলা' ।

হাম : কোনো উটের পৌত্র তথা বাচ্চার বাচ্চা সওয়ারী বহন করার যোগ্যতা অর্জন
করলে সে উটটাকে ছেড়ে দেয়া হতো এবং কোনো উটের ঔরসে ১০টি বাচ্চার জন্ম
হলেও তাকে ছেড়ে দেয়া হতো । এ ছেড়ে দেয়া উটগুলোকে তারা 'হাম' বলতো ।

১২১. এ আয়াতের অর্থ হলো—তোমরা যখন সঠিক পথে চলতে থাকবে তখন
অন্যের পথভ্রষ্টতায় তোমার কোনো ক্ষতি হবে না । এখানে এ ধরনের ভুল অর্থ বুঝার

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময়—

তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায্যপরায়ণ লোক ;^{১১২}

أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ

অথবা (সাক্ষী থাকবে) অন্য দুজন তোমাদেরকে ছাড়া,^{১১৩} যদি তোমরা যমীনে

সফররত থাকো এবং উপস্থিত হয় তোমাদের

مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ

মৃত্যুর বিপদ ; তোমরা নামাযের পর তাদের উভয়কে আটকে রাখবে এবং তারা

আল্লাহর নামে কসম করে বলবে—

إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ

যদি তোমরা সন্দেহ করো—আমরা তার বিনিময়ে কোনো মূল্য চাই না, যদিও সে

নিকটাত্মীয় হয়, এবং আমরা গোপন করবো না

(+)-الْمَوْتُ-তোমাদের কারো ; (احد+কম)- أَحَدَكُمُ ; উপস্থিত হয় ; إِذَا-যখন ;

دُوَان-দুজন ; اثْنَانِ ; অসিয়ত করার ; (ال+وصية)- الْوَصِيَّةِ ; সময় ; حِينَ-মৃত্যু ; (موت

); অথবা ; مِّنكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; ذُوَا عَدْلٍ-(ذوا+عدل)-

অন্য দুজন ; آخَرِينَ-অন্য ; أَنْ-তোমাদের ছাড়া ; (من+غير+কম)- مِنْ غَيْرِكُمْ ;

যদি ; فِي الْأَرْضِ-(في+ال+ارض)- فِي الْأَرْضِ ; সফররত থাকো ; ضَرَبْتُمْ-তোমরা ; أَنْتُمْ ;

যমীনে ; مُصِيبَةٌ-বিপদ ; (ف+اصبت+কম)- فَأَصَابَتْكُمْ ; এবং উপস্থিত হয় ;

تَحْبِسُونَهُمَا-(تحبسون+هما)- তোমরা তাদের উভয়কে আটকে রাখবে ;

مِنْ بَعْدِ-(ف+يقسمن)- فَيُقْسِمْنَ ; নামাযের ; (ال+صلوة)- الصَّلَاةِ ; পরে ;

تَوَمَّر-তোমরা ; (ان-যদি ; إِنْ-তোমরা সন্দেহ করো ; لَأَنْشُرِي

بِهِ-আমরা চাই না ; ثَمَنًا-কোনো মূল্য ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; (و-এবং ; لَأَنْشُرِي-আমরা চাই না ;

অবকাশ নেই যে, তাহলে জিহাদ ও 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার'-এর প্রয়োজন নেই। কারণ এ দুটো কাজও 'সঠিক পথে চলা'র মধ্যে शामिल। জিহাদ

عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ وَأَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ

যথাযথভাবে, অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদেরকে কসমের পর
পুনরায় কসম করানো হবে

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে এবং শুনে রাখো ; আল্লাহতো ফাসেক
সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না ।

عَلَىٰ وَجْهِهَا-যথাযথভাবে ; أَوْ-অথবা ; يَخَافُونَ-তারা ভয় করবে ;
أَيْمَانٌ (+)-ইমান ; بَعْدَ-পর ; أَيْمَانٌ-কসম ; تُرَدُّ-যে ; أَنْ-
و-আল্লাহকে ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; وَاللَّهُ-আর ;
و-এবং ; أَسْمِعُوا-শুনে রাখো ; وَاللَّهُ-আল্লাহতো ; لَا يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন
না ; الْقَوْمَ-সম্প্রদায়কে ; الْفَاسِقِينَ-(অ+ফসিক) ।

এবং 'সৎকাজের আদেশ' ও 'অসৎকাজের প্রতিরোধ' না করলে 'সৎপথে থাকা' হলো
না। কাজেই এর মূল কথা হলো তোমাদের আত্মিক সংশোধন এবং আল্লাহর পথে
'দায়ী' হিসেবে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালনের পরও যারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত
থেকে যাবে তাদের দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতিই হবে না।

১২২. অর্থাৎ দুজন দীনদার, সত্য নিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন লোক।

১২৩. এখানে 'মিন গাইরিকুম' দ্বারা অমুসলিম সাক্ষী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।
তবে মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিম সাক্ষী তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন
কোনো মুসলমান সাক্ষী পাওয়া না যায়।

১৪ ক্বক্ব' (১০১-১০৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা বৈধ নয়।
২. ইয়াহুদীরা অনাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপন করে করে তাদের শরীআতকে কঠিন করে নিয়েছে।
সুতরাং দীনের খুঁটিনাটি বিষয়াবলী নিয়ে মুসলমানদের বহস-মুনাযারায় লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়।
৩. স্মরণ রাখতে হবে-ইসলাম মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কোনো বিধান অসম্পূর্ণ রয়ে
গেছে বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বলতে ভুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) এমন নয় ; বরং আল্লাহ ও
তাঁর রাসূল মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিধানই দিয়ে দিয়েছেন।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বর্তমানে যেহেতু অহী আগমনের ধারা চালু ছিলো, তখন কোনো ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন ; তাঁর ইত্তিকালের পর যেহেতু অহী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই অনাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপন চিরদিনের জন্যই নিষিদ্ধ থাকবে।

৫. আজকালও দেখা যায় যে, প্রশ্ন করা হয় মুসা (আ)-এর মায়ের নাম কি ছিলো ? নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ-প্রস্থ কতো ছিলো ? এসব প্রশ্নের সাথে মানুষের কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। এসব প্রশ্নের উত্তর জানার সাথে দীনের আমল নির্ভরশীল নয়। অতএব এমন আচরণ পরিহার করে চলতে হবে।

৬. অনর্থক প্রশ্ন করে শরীআতের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীআত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী মতো হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের মাপকাঠি বাদ দিয়ে বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের অনুসরণ করা বৈধ নয়।

৮. কোথাও মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেই সেটা সত্য অনুসরণের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা জগতে সর্বকালেই নির্বোধ ও ফাসেক লোকদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৯. অযোগ্য, অসৎ ও ভ্রান্ত নেতৃত্বের অনুসরণ করা এবং যেসব লোকের কথা ও কাজে মিল নেই এমন লোক-সে যেই হোক না কেন, তাকে অনুসরণ করা যাবে না।

১০. অনুসরণ করার জন্য যাঁচাই করতে হবে তার সঠিক দীনী জ্ঞান আছে কিনা এবং জ্ঞানানুসারে সে নিজে পরিচালিত কিনা ; নচেৎ নিজের ধ্বংস অনিবার্য।

১১. দীনের যথার্থ আমল এবং 'দায়ী ইলাল্লাহ'-এর দায়িত্ব পালনের পর কারো পথভ্রষ্টতার জন্য মু'মিনদেরকে দায়ী করা হবে না।

১২. মরনোস্থ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায় তাকে 'ওসী' বলে।

১৩. সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ 'ওসী' নিয়োগ করা উত্তম-জরুরী নয়।

১৪. মোকদ্দমায় বাদীর নিকট থেকে সাক্ষী তলব করা হবে, সে শরীআতের বিধি-অনুসারে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে তার পক্ষেই রায় হবে।

১৫. বাদী সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর নিকট থেকে 'কসম' নিতে হবে, বিবাদী কসম করলে তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় হবে।

১৬. বিবাদী 'কসম' করতে অস্বীকৃতি জানালে বাদীর পক্ষে মোকদ্দমার রায় হবে।

১৭. কসমকে কঠোর করা বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তাঁর জন্য এটা আবশ্যকীয় নয়।

১৮. উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হলে শরীআত অনুযায়ী ওয়ারিস এক বা একাধিক হোক, তাদেরকেই কসম করতে হবে, যারা ওয়ারিস নয়, তারা কসম করবে না।

১৯. কাকেরদের ব্যাপারে কাকেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

২০. যার যিচ্ছায় অপরের কোনো প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার পাওনার দায়ে প্রয়োজনবোধে কয়েদ করতে পারবে।

২১. কোনো বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্তযোগে কসমকে শতধীন করা জায়েয।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৫

পারা হিসেবে রুকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١٥٥﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

১০৯. (স্মরণ করুন!) যেদিন^{১২৪} আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্রিত করবেন, ততপর তিনি বলবেন—তোমাদেরকে কি জবাব দেয়া হয়েছিলো?^{১২৫} তারা বলবে—আমাদের তো কোনো ইলম-ই নেই

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٥٦﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

অবশ্যই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। ১১০. (স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ বলবেন^{১২৬}—হে ঈসা ইবনে মারইয়াম!

أذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন 'পবিত্র রূহ' দ্বারা তোমাকে আমি শক্তিশালী করেছিলাম

(ال+রسل)-রাসূল; আল্লাহ; একত্রিত করবেন; يجتمع; যেদিন; يوم-১০৯; রাসূলদেরকে; জবাব; أجبتُمْ; কি; مَاذَا; ততপর তিনি বলবেন; (ف+يقول)-فَيَقُولُ; তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো; قَالُوا; তারা বলবে; لا; নেই; عِلْمٌ; কোনো ইলম; তোমাদেরতো; لَنَا; আমরা; الغيوب; الغيوب; মহাজ্ঞানী; عَلَّامٌ; আপনি; أَنْتَ; অবশ্যই; (ان+ك)-إِنَّكَ; আমাদেরতো; عِيسَى ابْنُ; আল্লাহ; اللَّهُ; যখন; إِذْ-১১০; অদৃশ্য বিষয়ে; (ال+غيب)-يَعِيسَى ابْنُ; আমার; (نعمته+ي)-نِعْمَتِي; স্মরণ করো; أذْكُرْ; হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! مَرْيَمَ; তোমার প্রতি; وَعَلَىٰ; প্রতি; وَالِدَتِكَ; তোমার প্রতি; (على+ك)-عَلَيْكَ; তোমার মায়ের; (والدة+ك)-وَإِلَىٰ وَالِدَتِكَ; আমি তোমাকে; (أيدت+ك)-أَيَّدتُّكَ; যখন; إِذْ; তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম; (ال+قدس)-الْقُدُسِ; রূহ দ্বারা; (ب+روح)-بِرُوحِ; পবিত্র;

১২৪. 'যেদিন' বলে 'কিয়ামতের দিন' বুঝানো হয়েছে।

১২৫. অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে—“তোমরা দুনিয়ার মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তারা তোমাদের সাথে কি আচরণ দেখিয়েছে?”

১২৬. অর্থাৎ আমরাতো দুনিয়ার মানুষের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কেই জ্ঞান রাখি; আমাদের দাওয়াতের কোথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং কৌনভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে তার যথার্থ জ্ঞানতো আপনি ছাড়া কারোই নেই।

تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتِكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তুমি কথা বলতে মানুষের সাথে দোলনায় থেকে ও পরিণত বয়সে ; আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমত

وَالتَّوْرَةَ ۚ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

এবং তাওরাত ও ইনজীল ; আর যখন তুমি মাটি থেকে তৈরি করতে পাখির আকৃতি সদৃশ

بِإِذْنِي ۚ فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۚ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ

আমার আদেশে এবং তুমি তাতে ফুঁ দিতে ফলে তা আমার নির্দেশে পাখি হয়ে যেতো ও তুমি নিরাময় করতে জন্মান্নাককে এবং

الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ

কুষ্ঠরোগীকে আমার নির্দেশে ; আর যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃতকে বের করে আনতে (কবর থেকে) ; ১২৪ আর যখন আমি বিরত রেখেছিলাম

فی (+) - فی الْمَهْدِ - মানুষের সাথে ; (ال+ناس) - النَّاسُ ; তুমি কথা বলতে ; تَكَلَّمَ - যখন ; اذْ - আর ; وَ - পরিণত বয়সে - كَهْلًا ; وَ - দোলনায় থেকে ; (ال+مهد) - الْكِتَابَ - কিতাব ; (ال+كتب) - الْكِتَابَ - আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ; (علمت+ك) - عَلَّمْتِكَ ; (ال+تورة) - التَّوْرَةَ ; এবং ; وَ - হিকমাত ; (ال+حكمة) - الْحِكْمَةَ ; وَ - তাওরাত ; (ال+انجيل) - الْإِنْجِيلَ ; আর ; وَ - ইনজিল ; (ال+انجيل) - الْإِنْجِيلَ ; وَ - তুমি সৃষ্টি করতে ; (ك+هيئة) - كَهَيْئَةِ - আকৃতি সদৃশ ; (ال+طين) - الطِّينِ ; থেকে ; مِنْ - (ف+تنفخ) - فَتَنْفَخُ - আমার নির্দেশে ; (ب+اذن+ي) - بِإِذْنِي ; পাখির ; (ال+طير) - (ف+تكون) - فَتَكُونُ - ফলে তা হয়ে ; (في+ها) - فِيهَا - তাতে ; (ب+اذن+ي) - بِإِذْنِي ; তুমি নিরাময় করতে ; (ال+ابصر) - الْأَبْرَصَ ; এবং ; وَ - জন্মান্নাককে ; (ال+اکمه) - الْأَكْمَةَ ; (ب+اذن+ي) - بِإِذْنِي ; আমার নির্দেশে ; (ب+اذن+ي) - بِإِذْنِي ; আর ; وَ - তুমি বের করে আনতে ; (ال+موتى) - الْمَوْتَىٰ ; আমার নির্দেশে ; (ب+اذن+ي) - بِإِذْنِي ; আমি বিরত রেখেছিলাম ; (ال+موتى) - الْمَوْتَىٰ ; আর ; وَ -

১২৭. প্রথমে সমষ্টিগতভাবে সকল নবী-রাসূলকে প্রশ্ন করা হবে ; অতপর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হবে। এখানে .হযরত ঈসা (আ)-কে যে প্রশ্ন করা

بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের নিকট এসেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো তারা বলেছিলো—

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١١﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ

এটাতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। ১১১. আর যখন হাওয়ারীদের প্রতি নির্দেশ দিলাম যে,

أَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো; তারা বললো—আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অবশ্যই মুসলিম।^{১২৯}

جِئْتَهُمْ ; إِذْ - যখন ; عَنْكَ - তোমার থেকে ; (عَنْ + ك) - বনী ইসরাঈলকে ; بَنِي إِسْرَائِيلَ - সুস্পষ্ট (ب + ال + بَيِّنَاتٍ) - بِالْبَيِّنَاتِ ; -তুমি তাদের নিকট নিয়ে এসেছিলে ; (جِئْتُمْ + هُمْ) - নিদর্শন নিয়ে ; الَّذِينَ كَفَرُوا ; - যারা ; (ف + قَالَ) - তখন তারা বলেছিল ; فَكَفَرُوا - কুফরী করেছিলো ; مِنْهُمْ - তাদের মধ্যে ; أَنْ هَذَا - এটা আর কিছু নয় ; سِحْرٌ ; - ছাড়া ; أَلَا - যাদু ; - প্রতি ; إِلَى - নির্দেশ দিলাম ; وَأَوْحَيْتُ ; - যখন ; إِذْ ; - আর ; (وَأَوْحَيْتُ) - স্পষ্ট ; مُبِينٌ ; - যাদু ; بِي ; - তোমরা ঈমান আনো ; وَأَمِنُوا ; - যে ; أَنْ ; - হাওয়ারীদের ; (ال + حَوَارِيِّينَ) - الْحَوَارِيِّينَ - আমার প্রতি ; وَبِرَسُولِي - (ب + رَسُولِي) - আমার রাসূলের প্রতি ; وَ - ও ; قَالُوا ; - তারা বললো ; وَأَشْهَدُ ; - এবং ; وَ - আমরা ঈমান আনলাম ; بِأَنَّا مُسْلِمُونَ - (ب + ان + نَا) - যে, আমরা অবশ্যই মুসলমান।

হবে তা উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন প্রসংগে কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

১২৮. অর্থাৎ তুমি আমার নির্দেশেই মৃত অবস্থা থেকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে।

১২৯. অর্থাৎ যে লোকদের নিকট তোমার দাওয়াত পৌঁছেছে, তারাতো তোমার দাওয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনও নিজের শক্তিতে তোমাকে সমর্থন করতে পারেনি, আর তোমারও সেখান থেকে কাউকে তোমার পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষমতা ছিলো না। আমার দয়ায় ও সুযোগদানের ফলেই হাওয়ারীগণ তোমার প্রতি ঈমান এনেছে। হাওয়ারীগণ যে মুসলিম ছিলো—খৃস্টান নয়, তাও প্রসংগত বলে দেয়া হয়েছে।

﴿١١٢﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يَنْزِلَ

১১২. (স্বরণ করুন) হাওয়ারীগণ যখন বলেছিলো—হে ঈসা ইবনে মারইয়াম!

আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম প্রেরণ করতে

﴿١١٣﴾ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ড আমাদের জন্য আসমান থেকে ? তিনি বললেন—তোমরা আল্লাহকে

ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো ।

﴿١١٤﴾ قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ

১১৩. তারা বললো—আমরা চাই যে, আমরা তা থেকে কিছু খাবো এবং আমাদের

অন্তর প্রশান্ত হবে, আর আমরা জেনে নেবো যে,

﴿١١٥﴾ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

নিসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষীদের শামিল হয়ে থাকবো ।

১১৪. ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন—

﴿١١٦﴾ اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিল ; وَنُ- (ال+حواریون)-হাওয়ারীগণ ; يَعْيسَى (+يا)-

ইসসা ; هَلْ يَسْتَطِيعُ-সক্ষম কি ? ; رَبُّكَ-হে ঈসা ; اِبْنُ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম ;

اَنْ يَنْزِلَ-প্রেরণ করতে ; عَلَيْنَا-(+على+না)-আমাদের

জন্ম ; اتَّقُوا-আপনার প্রতিপালক ; اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-(رب+ك)-

আসমান ; السَّمَاءِ-(+سما+)-আসমান ; قَالَ-তিনি

বললেন ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-হয়ে

থাকো ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন । ﴿١١٣﴾ قَالُوا-তারা বললো ; نُرِيدُ-আমরা চাই ; اِنْ-যে ;

وَنَعْلَمَ-আমরা জেনে নেবো ; اَنْ-যে ; نَأْكُلُ-আমরা খাবো ; وَ-এবং ; وَ

تَطْمَئِنُّ-প্রশান্ত হবে ; قُلُوبُنَا-আমাদের (قلب+না)-

যে ; وَ-এবং ; قَدْ صَدَّقْنَا-(قد صدقت+না)-নিসন্দেহে আপনি সত্য বলেছেন ;

وَنَكُونُ-আমরা হয়ে থাকবো ; عَلَيْهِمْ-তার ; مِنَ-শামিল ; الشَّاهِدِينَ-সাক্ষীদের ।

﴿١١٥﴾ قَالَ-বললেন ; عِيسَى-ঈসা ; اِبْنُ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম ;

১১০. হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হয়েছে। তাঁরা ঈসা

(আ)-এর নিকট থেকে সরাসরি দীক্ষা পেয়েছেন। তাঁরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ,

আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বা আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি ধরনের কিছু মনে করতেন না ।

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ
ভাও প্রেরণ করুন, যা আনন্দোৎসব স্বরূপ হবে আমাদের জন্য

لأُولَئِنَّا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝

আমাদের পূর্বসূরী ও আমাদের উত্তরসূরী সকলের জন্য এবং (তা হবে) আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন;
আর আপনি আমাদেরকে রিয্ক দান করুন, আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।

﴿١١٥﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

১১৫. আল্লাহ বললেন—অবশ্যই আমি তা তোমাদের প্রতি প্রেরণকারী^{১১৫} তবে
তোমাদের মধ্য থেকে এরপরেও যে কুফরী করবে

فَإِنِّي آعِذُ بِهِ عَنْ أَبَائِهِمْ لَأَعِذَّ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

তাকে আমি অবশ্যই এমন শান্তি দেবো, যে শান্তি জগতের আর কাউকেও দেবো না।

اللَّهُمَّ -হে আল্লাহ! رَبَّنَا -আমাদের প্রতিপালক! أَنْزِلْ -আপনি প্রেরণ করুন; السَّمَاءِ -থেকে; مَائِدَةً -খাদ্যপূর্ণ জন্য; عَلَيْنَا -আমাদের জন্য; تَكُونُ -আসমান; لَنَا -আমাদের জন্য; عَيْدًا -আনন্দোৎসব স্বরূপ; (ل+آخِر+نا) -আমাদের পূর্বসূরীদের জন্য; وَ -ও; لَأُولَئِنَّا -আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য; وَ -এবং; آيَةً -একটি নিদর্শন; مِنْكَ -আপনার পক্ষ থেকে; وَارزُقْنَا -আপনি আমাদেরকে রিয্ক দান করুন; وَأَنْتَ -আর আপনিতো; خَيْرٌ -সর্বশ্রেষ্ঠ; الرَّزُقِينَ -রিয্কদাতা। ﴿١١٥﴾ قَالَ -বললেন; عَلَيْكُمْ -তোমাদের প্রতি; إِنِّي -অবশ্যই আমি; مُنَزَّلُهَا -তা প্রেরণকারী; فَمَنْ يَكْفُرْ -কুফরী করবে; بَعْدُ -এরপরেও; فَإِنِّي آعِذُ بِهِ -তাকে আমি শান্তি দেবো; عَنْ أَبَائِهِمْ -এমন শান্তি; لَأَعِذَّ بِهِ أَحَدًا -যে শান্তি দেবো না; مِنَ الْعَالَمِينَ -জগতের।

তারা তাঁকে একজন মানুষ এবং আল্লাহর নবী ও বান্দাহ মনে করতেন। তাছাড়া ঈসা (আ)-ও নিজেই তাঁদের সামনে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই তুলে ধরেছেন। বর্তমান

জীবনে খৃষ্টানদের উচিত হাওয়্যারীদের বক্তব্য থেকে শিক্ষালাভ করা এবং তার আলোকে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা।

১৩১. খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ড আসমান থেকে নাযিল হয়েছিলো কিনা—এ সম্পর্কে মুফাস্সিরদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে এটা নাযিল হয়েছিলো এবং এ ভাণ্ডে রুটি ও গোশত ছিলো। এগুলো সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিলো ; কিন্তু তাদের কিছু লোক নিষিদ্ধতার নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলো, ফলে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তবে কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে নীরব।

১৫ স্বক' (১০৯-১১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা অগণিত নবী-রাসূলকে দুনিয়াতে মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠিয়েছেন ; তাই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁদের নিকট থেকেই তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চাইবেন যে, তাঁদের দাওয়াতের প্রতি উত্তরে দুনিয়ার মানুষ কি জবাব দিয়েছে।

২. উল্লিখিত প্রশ্ন যদিও নবী-রাসূলদেরকে করা হবে কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাদের উম্মতদেরকে শোনানো। অর্থাৎ উম্মতরা যা করেছে তা তাদের নবীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে জেনে নেয়া। সুতরাং কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। অতএব তার জন্য দুনিয়াতেই প্রকৃতি গ্রহণ প্রয়োজন।

৩. নবী-রাসূলগণ এ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ; কারণ তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের যেসব উম্মত জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে না জেনে সাক্ষ্য প্রদান সম্ভব নয় ; আর যারা তাঁদের হাতেই ঈমান এনেছেন, আর ঈমানের সম্পর্ক যেহেতু অভ্যূতের সাথে এবং অভ্যূতের নিশ্চিত খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না—তাদের সম্পর্কেও নবী-রাসূলদের অজ্ঞতা প্রকাশ যথার্থ। এতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক আচরণ-ই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাও প্রয়োজন।

৪. হাশরের মাঠে হিসাবের কাঠগড়ায় আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যেখানে কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন, সেখানে অন্যদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই এ জীবনকে হিসাব-নিকাশের উপযোগী করে গড়ে তোলা উচিত।

৫. হযরত ঈসা (আ)-এর দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলা মুজিয়া; আর পরিণত বয়সে কথা বলাও মুজিয়া এভাবে যে, যেহেতু পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন ও পরিণত বয়স পর্যন্ত দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন। এটাই মুসলমানদের আকীদা।

৬. বনী ইসরাঈল ঈসা (আ)-এর মুজিয়াসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, এগুলো সুস্পষ্ট যাদু। এভাবে সকল নবী-রাসূলকেই আল্লাহদ্রোহী শক্তি একইভাবে অস্বীকার করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না ; তাদের দাওয়াতের এ মিশন নিয়ে যারাই অতসর হবে তাদেরকেও বাতিল শক্তির বিভিন্ন অভিযোগ-অস্বীকৃতির মুকাবিলায় করতে হবে।

৭. ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহজীতি শর্ত।

৮. দীনী দাওয়াতে হিদায়াত লাভ করাও আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়।

৯. মুজিয়া দাবী করা মু'মিনদের জন্য উচিত নয়।

১০. আল্লাহর নিয়ামত যত অসাধারণ হবে, তার কৃতজ্ঞতার জন্য বিনিময়ও অসাধারণ হবে ;
অপরদিকে তার অকৃতজ্ঞতার জন্য শাস্তিও হবে তত কঠিন।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-১৬

পারা হিসেবে রুক্ক'-৬

আয়াত সংখ্যা-৫

﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

১১৬. আর (স্মরণ করো) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম !

তুমি কি মানুষকে বলেছিলে—তোমরা বানিয়ে নাও আমাকে

وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي

ও আমার মাতাকে দুই ইলাহ^{১৩২}—আল্লাহ ছাড়া ? তিনি বলবেন—

পবিত্র আপনার সত্তা, আমার জন্য সংগত নয়

أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۗ إِن كُنتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۗ تَعْلَمُ

যে, আমি এমন কথা বলবো যার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা

বলতাম, তবে তো আপনি নিসন্দেহে তা জানতেন ; আপনিতো জানেন

﴿١١٧﴾ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ - হে ঈসা ; يٰعِيسَىٰ - আল্লাহ ; قَالَ - বলবেন ; إِذْ - যখন ; وَ-আর ;

؟ বলেছিলে ; قُلْتَ - তুমি কি ; (ء + انت) - أنت ; -ইবনে মারইয়াম (মারইয়াম পুত্র) ;

তোমরা বানিয়ে নাও আমাকে ; اتَّخِذُونِي - (اتخذوا+ن+ي) - মানুষকে ; (ل+ال+ناس) - للنَّاسِ

- مِن دُونِ اللَّهِ - দুই ইলাহ ; (ام+ي) - أُمِّي ; -ও ;

পবিত্র আপনার সত্তা ; (سبحن+ك) - سُبْحٰنَكَ ; তিনি বলবেন ; قَالَ - আল্লাহ ;

আমি এমন কথা বলবো ; (ل+ي) - لِي ; -যে ;

কোনো অধিকার ; (ب+حق) - بِحَقِّ ۗ ; আমার ; (ل+ي) - لِي ;

আমি তা বলতাম ; (كنت قلت+ه) - كُنتَ قُلْتَهُ ; -যদি ;

আপনিতো জানেন ; (تعلم+ه) - تَعْلَمُ ; তবে তো আপনি নিসন্দেহে তা জানতেন ;

এখানে ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা

ব্যাপারটা সম্পর্কে জ্ঞাত নন ; বরং এ জিজ্ঞেসার উদ্দেশ্য হচ্ছে খৃস্টানদেরকে তিরস্কার

করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা ইলাহ মনে করে পূজা করেছো সে স্বয়ং

তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই পেশ করছে। আর

তোমাদের দেয়া অপবাদ থেকে মুক্ত। খৃস্টানদের মধ্যে হযরত মারইয়ামের ইলাহ

হওয়ার ধারণা অনুপ্রবেশ করে ঈসা (আ)-এর উর্ধগমনের তিনশত বছর পর।

مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

যা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আপনার মনে যা আছে, আমিতো তা জানি না
অবশ্যই আপনি অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ।

﴿١١٩﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ

১১৭. আপনি যে সম্পর্কে আমাকে আদেশ দিয়েছেন তা ছাড়া আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি, (তাহলো) —
তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করো ;

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ۚ

আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের সাক্ষী ছিলাম ;
অতপর যখন আপনি আমাকে ওফাত দান করলেন

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

তখন থেকে আপনি তাদের তত্ত্বাবধানকারী রইলেন ;
আর সকল বিষয়ে সাক্ষীতো আপনিই ।

لا -আমি ; لا أَعْلَمُ -কিন্তু ; وَ -আমার অন্তরে আছে ; (فى+نفس+ى)-আমার অন্তরে আছে ; مَا -আমি তো জানি না ; مَا -আপনার (فى+نفس+ك)-আপনার অন্তরে আছে ; عَلَّامٌ -সম্যক জ্ঞাত ; أَنْتَ -আপনিই ; إِنَّكَ -অবশ্যই আপনি ; الْغُيُوبِ -অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে । ﴿١١٩﴾ مَا قُلْتُ -আমি কিছুই বলিনি ; لَهُمْ -তাদেরকে ; إِلَّا -তা ছাড়া ; مَا -যে ; أَمَرْتَنِي -আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন ; بِه -সম্পর্কে ; أَنْ -যে ; أَعْبُدُوا -তোমরা ইবাদাত করো ; رَبِّي -আমার প্রতিপালক ; رَبَّكُمْ -আমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ; كُنْتُ -আমি ছিলাম ; عَلَيْهِمْ -তাদের ; مَا دُمْتُ فِيهِمْ -তাদের মধ্যে ; تَوَفَّيْتَنِي -আপনি আমাকে ওফাতদান করলেন ; الرَّقِيبَ -তত্ত্বাবধানকারী ; أَنْتَ -আপনিই ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ -সকল বিষয়ে ; شَهِيدٌ -সাক্ষী ।

﴿١١٧﴾ إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّكُمْ عِبَادُكُمْ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

১১৮. আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা অবশ্যই আপনার বান্দাহ, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে অবশ্যই আপনি পরাক্রমশালী

الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمًا يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

প্রজ্ঞাময়। ১১৯. আল্লাহ বলবেন, এটা এমন দিন যাতে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা-ই তাদের উপকারে আসবে; ১১৯

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا أَبَدًا

তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ তাতে তারা থাকবে চিরকাল ;

ف+ان+)- (فَانَّهُمْ)- আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন ; (تَعَذَّبْتُمْ)- যদি ; ان ﴿١١٧﴾

ان ; আর ; و- (عِبَادُكُمْ)- আপনার বান্দাহ ; (عِبَادُكُمْ)- তবে তারা অবশ্যই ; (هم)- (ف+ان+ক)- (فَانَّكُمْ)- তাদেরকে ; (تَغْفِرْ)- আপনি ক্ষমা করে দেন ; (تَغْفِرْ)- যদি- তাহলে অবশ্যই আপনি ; (أَنْتَ)- আপনিই ; (الْعَزِيزُ)- পরাক্রমশালী ; (الْحَكِيمُ)- প্রজ্ঞাময় ।

يَنْفَعُ ; (يَوْمًا)- এমন দিন যাতে ; (هَذَا)- এটা ; (عِبَادُكُمْ)- বলবেন ; (قَالَ) ﴿١١٨﴾

(صدق+هم)- (صِدْقُهُمْ)- সত্যবাদীদের ; (الصَّادِقِينَ)- উপকারে আসবে ; (هم)- তাদের সত্যবাদিতাই ; (جَنَّاتٌ)- এমন জান্নাত ; (تَجْرِي)- প্রবাহিত রয়েছে ; (مِنْ تَحْتِهَا)- (ال+انهار)- (ال+انهار)- যার তলদেশ দিয়ে ; (مِنْ تَحْتِهَا)- নহরসমূহ ; (أَبَدًا)- চিরকাল ; (خَالِينَ)- তারা থাকবে ; (فِيهَا) ;

১৩৩. অর্থাৎ আপনি যদি বান্দাহদেরকে শাস্তি দেন তবে সেটা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা ভিত্তিকই হবে। কেননা আপনি যুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। অপরদিকে আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমাও করে দেন তবে তাও আপনার অক্ষমতা প্রসূত নয়। কেননা আপনি প্রবল-পরাক্রান্ত। আপনি সুবিজ্ঞ, তাই অপরাধীরা বিনা বিচারেই ছাড়া পেয়ে যাবে সেটাও সম্ভব নয়। হাশরের ময়দানে হযরত ঈসা (আ) একথাগুলো বলবেন।

১৩৪. অর্থাৎ ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছে, আন্তরিক বিশ্বাস করেছে এবং বাস্তবে কর্মের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করেছে তারাই সত্যবাদী। হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তরমরূপে নামায আদায় করে তাকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে।

শিরকের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং মুসলমানদেরকেও শিরক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা বান্দাহর প্রতি যুলুম করেন না ; সুতরাং আল্লাহ যাকে শাস্তি দেবেন সেটাই ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা প্রসূত সিদ্ধান্তই হবে।

৬. আল্লাহ যদি বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন তবে তা শাস্তি দিতে আল্লাহর অক্ষমতাজনিত নয়। কারণ তাঁর নাগালের বাইরে কেউ যেতে পারবে না ; তিনি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

৭. হাশরের ময়দানে কাফেরদের প্রতি কোনো প্রকার দয়া অনুগ্রহ করা হবে না বা কারো সুপারিশ তাদের জন্য গৃহীত হবে না।

৮. হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার সমস্ত রাতে নামাযে ان تعذبهم فانهم عبادك آیয়াতটি পাঠ করে উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। অতপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁকে উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করার সুসংবাদ দান করেন। এতে উম্মতের মুক্তির জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৯. যার প্রকাশ্য ইবাদাত ও নির্জনে ইবাদাত একই রূপ হবে সে-ই সাদিক তথা সত্যিকার বান্দাহ। হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমভাবে নামায আদায়কারীকে সত্যিকার বান্দাহ বলা হয়েছে। এর অর্থ সকল দীনী কাজ ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হবে।

১০. নিষ্ঠাবান বান্দাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য সকল মু'মিন বান্দারই যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকা উচিত।

১১. মু'মিনের জন্য সর্বাধিক পাওয়া এবং সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।



সূরা আল আনআম

আয়াত : ১৬৫

রুকু' : ২০

আল আনআম ভূমিকা

নামকরণ : 'আনআম' অর্থ গৃহপালিত পশু। গৃহপালিত পশুর কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম হওয়া সম্পর্কিত জাহেলী আরবের কুসংস্কারাঙ্কন ধারণা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করে সূরার ১৬ ও ১৭ রুকু'তে আলোচনা করা হয়েছে। আর এজন্যই এর নামকরণ হয়েছে আল আনআম তথা 'গৃহপালিত পশু'।

নাযিলের সময়কাল ও উপলক্ষ : কিছু সংখ্যক আয়াত ছাড়া সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ ভাগে একযোগে নাযিল হয়েছে।

এ সময় মুসলমানদের উপর কুরাইশদের যুলম-নির্যাতন চরমে উঠে গিয়েছিলো। অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের একটি দল হাবশা তথা ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলো। কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করেই রাসূলুল্লাহ (স) দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যারা ইসলাম গ্রহণ করছিলো তাদের উপর চলছিলো তিরস্কার ও গালি-গালাজ ছাড়াও শারীরিকভাবে নির্যাতন ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। এ পরিস্থিতিতে ইয়াসরিব তথা মদীনার আওস ও খায়রাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইয়াত করে যান এবং মদীনাতে বিনা বাধায় ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তখন ইসলামকে বৈষয়িক ও বস্তুরগত শক্তি বিহীন একটি দুর্বল আন্দোলন এবং মুসলমানদেরকে মুষ্টিমেয় কিছু দরিদ্র, অসহায় ও সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের একটি দল বলে মনে হচ্ছিল। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে সূরা আল আনআম নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু : সূরা আল আনআমে শিরকের ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের জীবনের মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবাদ করা হয়েছে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের। শিক্ষা দেয়া হয়েছে ইসলামী সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় নৈতিক বিধানাবলী। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দাওয়াত অস্বীকারকারীদেরকে তাদের গাফলতী ও মূর্খতাজনিত আত্মহননের জন্য ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

সূর' ২০

সূরা আল আনআম-মাক্বী

আয়াত ১৬৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন
আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার

وَالنُّوْرِ ۗ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝

ও আলো ; তা সত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে তারা তাদের
প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায় ।

② هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰٓ اَجَلًا ۗ وَاَجَلٌ مُّسْمٰی عِنْدَهٗ

২. তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর নির্ধারণ
করে দিয়েছেন একটি মেয়াদ ; আর তাঁর নিকট রয়েছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ

① اَلْحَمْدُ - (ال+حمد) - যাবতীয় প্রশংসা ; اللّٰه - আল্লাহর জন্যই ; الَّذِیْ - যিনি ; خَلَقَ - সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ - আসমান ; وَ - ও ; وَالْاَرْضَ - যমীন ; وَ - ও ; جَعَلَ - সৃষ্টি করেছেন ; الظُّلُمٰتِ - (ال+ظلمت) - অন্ধকার ; وَ - ও ; وَالنُّوْرِ - (النور) - আলো ; ثُمَّ - তা সত্ত্বেও ; الَّذِیْنَ كَفَرُوْا - যারা কুফরী করেছে ; بِرَبِّهِمْ - তাদের প্রতিপালকের সাথে ; یَعْدِلُوْنَ - তারা সমকক্ষ দাঁড় করায় । ② هُوَ - তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِیْ - যিনি ; خَلَقَكُمْ - (خلق+کم) - তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; اَجَلًا - নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; قَضٰٓ - অতপর ; طِیْنٍ - মাটি ; مِنْ - থেকে ; مُّسْمٰی - একটি মেয়াদ ; عِنْدَهٗ - (عند+ه) - একটি মেয়াদ ; وَ - আর ; اَجَلٌ - একটি মেয়াদ ; وَ - ও ; ثُمَّ - তাঁর নিকট রয়েছে ;

১. এখানে মক্কার মুশরিকদের কথা বলা হচ্ছে। আসমান-যমীনের সৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব দান এবং দিন-রাতের আবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, এগুলো আল্লাহই করেছেন। লাভ, মানাত, হোবল বা উয্যা বা অন্য কোনো দেব-দেবী যে এগুলোর স্রষ্টা নয় একথা তারা স্বীকার করতো ; কিন্তু এসব মূর্খের দল তা সত্ত্বেও এসব পাথরের মূর্তীর কাছে প্রার্থনা জানাতো, তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো, তাদের নিকটই নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করতো ।

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۝

তা সত্ত্বেও তোমরা করো সন্দেহ। ৩. আর তিনিইতো আল্লাহ আসমানে ও যমীনে

يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য সবকিছু এবং তিনিই জানেন তোমরা যা অর্জন করো। ৪. আর আসেনি তাদের নিকট এমন কোনো নিদর্শন

مِنْ آيَةٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে যা থেকে তারা মুখ ফেরায়নি।

৫. সুতরাং তারা নিসন্দেহে মিথ্যা জেনেছে

لَمَّا جَاءَهُمْ ۝ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

সত্যকে যখনই তা তাদের নিকটে এসেছে; অতএব তারা যা নিয়ে উপহাস করতো তার যথার্থ সংবাদ শীঘ্রই তাদের নিকট পৌছবে।^৪

‘তুমি’-তা সত্ত্বেও; ‘আমরা’-তোমরা; ‘করো সন্দেহ’-تَمْتَرُونَ; ‘ও’-وَ; ‘তিনিইতো’-هُوَ; ‘যমীনে’-فِي الْأَرْضِ; ‘ও’-وَ; ‘আসমানে’-فِي السَّمَوَاتِ; ‘আল্লাহ’-اللَّهُ;

‘তিনি’-يَعْلَمُ; ‘প্রকাশ্য’-(جَهْرُهُمْ)-‘ও’-وَ; ‘গোপন’-(سِرَّهُمْ)-‘ও’-وَ; ‘জানেন’-يَعْلَمُ; ‘এবং’-وَ; ‘তোমরা অর্জন করো’-مَا تَكْسِبُونَ; ‘যা’-مَا; ‘তিনিই জানেন’-يَعْلَمُ; ‘তোমরা যা অর্জন করো’-مَا تَكْسِبُونَ; ‘আসেনি তাদের নিকট’-مَا تَأْتِيهِمْ; ‘ও’-وَ; ‘আর’-وَ; ‘নিদর্শনাবলী’-آيَةٍ; ‘তাদের প্রতিপালকের’-رَبِّهِمْ; ‘থেকে’-مِنْ; ‘ফ+কডবো’-فَقَدْ كَذَّبُوا; ‘যা থেকে তারা মুখ ফেরায়নি’-كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ; ‘সুতরাং তারা নিসন্দেহে মিথ্যা জেনেছে’-لَمَّا جَاءَهُمْ; ‘সত্যকে’-بِالْحَقِّ; ‘ফ+সোফ’-فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ; ‘যখনই তা তাদের নিকটে এসেছে’-لَمَّا جَاءَهُمْ; ‘যা’-مَا; ‘যথার্থ সংবাদ’-أَنْبَاءُ; ‘তারা উপহাস করতো’-كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ; ‘নিয়ে’-نِ;

‘নূর’ শব্দটির বিপরীত ‘যুলুমাত’। ‘নূর’ একবচন আর ‘যুলুমাত’ বহুবচন। এর

দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ‘নূর’ বা আলো হলো একক এবং ‘যুলুমাত’ বা অন্ধকারের

রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়। এদিক থেকেই ‘যুলুমাত’কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মানুষের দেহের কোনো অংশই মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, তাই

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মানুষের দেহের কোনো অংশই মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, তাই

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মানুষের দেহের কোনো অংশই মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, তাই

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মানুষের দেহের কোনো অংশই মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, তাই

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

⑥ الْمُرِّيْرُوْا كَرَّمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكْنَهْم فِي الْاَرْضِ

৬. তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে এ যমীনে কত মানব বংশকে আমি নিপাত করে দিয়েছি, যাদেরকে এমনভাবে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম

مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ

তেমনিভাবে আমি প্রতিষ্ঠিত করিনি তোমাদেরকেও এবং তাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষণ করেছিলাম, আর তৈরি করে দিয়েছিলাম নহরসমূহ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا

যা প্রবাহিত রয়েছে তাদের পদতলে, অতপর তাদের পাপের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি তাদেরকে এবং আমি নতুন করে সৃষ্টি করেছি

مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اٰخَرِيْنَ ⑦ وَاَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ

তাদের পরে অপর এক মানবগোষ্ঠী। ৭. আর যদি আমি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কোনো কিতাবও নাযিল করতাম

⑥ الْمُرِّيْرُوْا - তারা কি দেখেনি যে; كَرَّمْ - কতো; اَهْلَكُنَا - আমি নিপাত করে দিয়েছি; مِنْ قَبْلِهِمْ - (من+قبل+هم) - তাদের পূর্বে; مِنْ قَرْنٍ - মানব বংশকে; الْمُرِّيْرُوْا - আমি প্রতিষ্ঠিত করিনি; اَهْلَكُنَا - তোমাদেরকেও; وَاَرْسَلْنَا - এবং; السَّمَاءَ - আকাশ থেকে; عَلَيْهِمْ - তাদের উপর; مِدْرَارًا - মুষলধারে; وَاَنْشَاْنَا - যা প্রবাহিত রয়েছে; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ - তাদের পদতলে; اَهْلَكْنَهُمْ - (ف+ب+ذনوب+هم) - (অতপর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি তাদেরকে; اَهْلَكْنَا +هم) - তাদের পাপের জন্য; وَاَنْشَاْنَا - আমি নতুন করে সৃষ্টি করেছি; قَرْنَا اٰخَرِيْنَ - অপর। ⑦ وَاَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ - (من+بعد+هم) - তাদের পরে; قُرْنَا - এক মানবগোষ্ঠী; وَاَوْ نَزَّلْنَا - আমি নাযিল করতাম; عَلَيْكَ - আপনার প্রতি; كِتَابًا - কোনো কিতাব; فِي قُرْطَاسٍ - কাগজে লিখিত;

৩. 'তাঁর কাছে নির্ধারিত মেয়াদ' দ্বারা কিয়ামতের নির্দিষ্ট মেয়াদ বুঝানো হয়েছে। হাশরের ময়দানে আগের-পরের সকল মানুষকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। তখন সবাই নিজেদের দুনিয়ার জীবনের কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য তাদের স্রষ্টার সামনে উপস্থিত হবে।

فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِسْحَرٌ مِّبِينٌ ۝

এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে ছুয়েও দেখতো, তবুও যারা কুফরী করে তারা বলতো—এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

۝ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقَضَى الْأَمْرُ

৮. আর তারা বলে—কেন তার প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয় না ;^৬ আর যদি আমি ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই বিষয়টি ফায়সালা হয়ে যেতো

ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝ ۙ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

অতপর তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না।^৭ ৯. আর যদি আমি ফেরেশতা পাঠাতাম তাকে অবশ্যই মানুষ হিসেবেই পাঠাতাম এবং ফেলে রাখতাম আমি সন্দেহ-সংশয়ে

(ب+ইদী+হম)-بِأَيْدِيهِمْ-এবং তারা তা ছুয়েও দেখতো ; (ف+লমসো+হ)-فَلَمَّسُوهُ-

তাদের হাত দিয়ে ; (ل+ওয়াল)-لَقَالَ-তবুও তারা বলতো ; (الذِّين)-الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-

কুফরী করে ; (انْ هَذَا)-انْ هَذَا-এটাতো নয় ; (الْأ)-الْأ-ছাড়া ; (سِحْر)-سِحْر-যাদু ; (مِيبِين)-مِيبِين-সুস্পষ্ট। ۝

عَلَيْهِ-عَلَيْهِ-কেন নাযিল হয় না ; (لَوْلَا أَنْزَلَ)-لَوْلَا أَنْزَلَ-কেন নাযিল হয় না ; (قَالُوا)-قَالُوا-আর ;

و-و-তার প্রতি ; (مَلَك)-مَلَك-ফেরেশতা ; (و)-و-আর ; (لَوْ)-لَوْ-যদি ; (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ)-وَلَوْ جَعَلْنَاهُ-আমি নাযিল করতাম ; (لَقَضَى)-لَقَضَى-তাহলে অবশ্যই ফায়সালা হয়ে

যেতো ; (الْقَضَى الْأَمْر)-الْقَضَى الْأَمْر-বিষয়টি ; (ثُمَّ)-ثُمَّ-অতপর ; (لَا يَنْظُرُونَ)-لَا يَنْظُرُونَ-তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া

হতো না। ۝ (وَل)-وَل-আর ; (لَوْ)-لَوْ-যদি ; (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ)-وَلَوْ جَعَلْنَاهُ-আমি পাঠাতাম তাকে ;

و-و-মানুষ হিসেবে ; (رَجُلًا)-رَجُلًا-অবশ্যই তাকে পাঠাতাম ; (لَجَعَلْنَاهُ)-لَجَعَلْنَاهُ-ফেরেশতা ; (مَلَك)-مَلَك-

ফেলে রাখতাম আমি সন্দেহ-সংশয়ে ; (وَلَلَبَسْنَا)-وَلَلَبَسْنَا-এবং ; (و)-و-

৪. এখানে হিজরত পরবর্তীকালের মুসলমানদের যেসব সফলতা এসেছে, সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এসব সফলতা সম্পর্কে কাফের-মুশরিকরাতো কল্পনাও করতে পারেনি, এমনকি মুসলমানরাও এ সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

৫. এটা ছিলো মুশরিকদের আপত্তি। আল্লাহর রাসূলকে অমান্য অস্বীকার করার তাদের বানোয়াট অজুহাত এটাই ছিলো যে, আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা অন্তত পাঠানো উচিত ছিলো। সেই ফেরেশতা মানুষদের ডেকে বলতো—ইনি আল্লাহর নবী, তোমরা তাঁকে মেনে চলো, তাঁর আনুগত্য করো ; নচেত তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।” মূলত এটা ছিলো নবীর প্রতি

عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

তাদেরকে, যেমন তারা পড়ে আছে সন্দেহ-সংশয়ে। ১০. আর নিসন্দেহে উপহাস করা হয়েছিলো আপনার পূর্বকার রাসূলদের সাথেও

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

তখন যারা তাদের মধ্যে উপহাস করেছিলো তাদেরকেই তা ঘিরে নিয়েছে যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

وَ ﴿٥٠﴾ - তাদেরকে ; عَلَيْهِمْ - তাই পড়ে আছে সন্দেহ-সংশয়ে ; مَا - যেমন ; يَلْبِسُونَ - তারা পড়ে আছে সন্দেহ-সংশয়ে ।
 بِرُسُلٍ - আর ; لَقَدْ اسْتَهْزَيْ - (ল+قد+استهزى) - নিসন্দেহে উপহাস করা হয়েছিলো ;
 مِّن قَبْلِكَ - (من+قبل+ك) - আপনার পূর্বকার ; رُسُلٍ - রাসূলদের সাথেও ;
 فَحَاقَ - (ف+حاق) - তখন ঘিরে ধরেছে ; بِالَّذِينَ - (ب+الذين) - তাদেরকেই যারা ;
 سَخِرُوا - উপহাস করেছিলো ; مِنْهُمْ - তাদের মধ্যে ; مَا - যা নিয়ে ; كَانُوا بِهِ -
 يَسْتَهْزِءُونَ - তারা উপহাস করতো ।

বিদ্রূপ। তাই আল্লাহ তাআলাও তাদের বিদ্রূপের জবাব দিয়েছেন যে, ফেরেশতা পাঠালেতো সেই ফেরেশতা তোমাদের বিদ্রূপের যথার্থ উত্তরই দিতো এবং তোমাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান দিয়ে দিতো।

৬. এখানে মুশরিকদের আপত্তির একটি জবাব প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনতো ঈমান আনা ও নেক কাজ করার জন্য একটি অবকাশ মাত্র। আর এ অবকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য দৃষ্টির অগোচরে থাকে। সত্য দৃশ্যমান হয়ে গেলেই অবকাশকাল শেষ হয়ে যাবে। তখন বাকী থাকবে অবকাশকালের কর্মের হিসাব নেয়া। দুনিয়ার জীবন যেহেতু পরীক্ষাকাল, তাই পরীক্ষার বিষয়াবলী অদৃশ্য ও গোপন থাকাই সমিচীন। তা প্রকাশ হয়ে গেলেতো পরীক্ষার কোনো অর্থই থাকে না। তখনতো পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়। এখন যদি আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য ফেরেশতাকে তোমাদের সামনে দৃশ্যমান করে দেন তাহলে তোমাদের পরীক্ষার সময়ই শেষ হয়ে যায়—এটা তো তোমাদের জন্য মঙ্গলকর নয়।

৭. মুশরিকদের আপত্তির অপর একটি জবাব হলো—ফেরেশতা হয়তো নিজের আসল আকৃতিতে আসতো অথবা মানুষের আকৃতি নিয়ে আসতো। এতে বলা হয়েছে—ফেরেশতা তার আসল আকৃতিতে আসার সময় এখনো হয়নি। কারণ এখনো অবকাশকাল শেষ হয়নি। আর যদি মানুষের আকৃতিতে আসে তাহলে সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সে ব্যাপারে তোমরা একইভাবে সন্দেহের মধ্যে পড়ে

ধাকতে, যেমন এখন তোমরা সন্দেহে পড়ে আছো যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিনা।

১ রুকু' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। কেননা তিনিই আসমান-যমীন, অঙ্কার ও আলোর স্রষ্টা।

২. মানুষ যদি কারো প্রশংসা করে তবে সেই প্রশংসার পাত্র হবেন একমাত্র আল্লাহ।

৩. সন্ত আসমান একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র; কিন্তু সন্ত যমীন পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট।

৪. 'যুলুমাত' তথা ভ্রান্ত পথের সংখ্যা অগণিত; কিন্তু 'নূর' তথা বিত্ত্বক সরল পথ মাত্র একটিই।

৫. অঙ্কার ও আলো আসমান-যমীনের মতো স্বনির্ভর ও স্বতন্ত্র বস্তু নয়; বরং এগুলো পরনির্ভর।

৬. আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং অঙ্কার ও আলোর সৃষ্টি আল্লাহর একত্ববাদের অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং নিসন্দেহে আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনতে হবে।

৭. আল্লাহর একত্ববাদের অসংখ্য প্রমাণ আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে। এসব প্রমাণকে অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তিই নেই।

৮. এত প্রমাণ বর্তমান থাকাবস্থায় যারা বিভিন্ন ঠুনকো আপত্তি ও অজুহাত খাড়া করতে চায়, ঈমান আনা তাদের নসীবে নেই।

৯. যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তাদের জন্য উভয় জাহানে ধ্বংস অনিবার্য।

১০. মাটি থেকে মানুষের নিজের সৃষ্টি ও আল্লাহর একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১১. মানুষের ব্যক্তিগত পরিণতি হলো মৃত্যু এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের পরিণতি হলো কিয়ামত।

১২. মানুষ তার পরিণতি তথা মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় না জানলেও মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে সে অবগত।

১৩. সমগ্র সৃষ্টির পরিণতি তথা কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় একমাত্র আল্লাহরই জ্ঞানে রয়েছে। তবে কিয়ামতের আগমনে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

১৪. রাসূলুল্লাহ (স) এবং কুরআন-মাজীদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন পড়ে না।

১৫. আল্লাহ, দীন, কিয়ামত ও পরকাল ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে উপহাস করা সুস্পষ্ট কুফরী। কারণ কাফেররাই এসব নিয়ে উপহাস করতো।

১৬. এ ধরনের উপহাসকারী ও হঠকারী লোক সর্বকালেই ছিলো। সকল নবী-রাসূলকেই তারা উপহাসের পাত্র বানিয়েছে। ফলে তারা চরম পরিণতির শিকার হয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৮

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾

১১. আপনি বলুন—তোমরা ভ্রমণ করো যমীনে অতপর দেখো যে, মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিলো।^৮

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾

১২. আপনি বলুন—আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে তা কার? বলে দিন— আল্লাহরই;^৯ তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বে রেখেছেন

الرَّحْمَةِ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا

দয়াকে; তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই; যারা ক্ষতি করেছে

﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন; سِيرُوا-তোমরা ভ্রমণ করো; فِي الْأَرْضِ-(ফী+আল+আরুস)-যমীনে; ثُمَّ-অতপর; انظُرُوا-তোমরা দেখো যে; كَيْفَ-কিরূপ; كَانَ-হয়েছিলো; ﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন; عَاقِبَةُ-পরিণাম; الْمُكْذِبِينَ-(আল+মক্‌যিবীন)-মিথ্যাবাদীদের। ﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন; لِمَنْ-কার; مَا-যাকিছু আছে; فِي السَّمَوَاتِ-(ফী+আল+সমোত)-আসমানে; وَ-ও; وَالْأَرْضِ-যমীনে; قُلْ-বলে দিন; لِلَّهِ-আল্লাহরই; كَتَبَ-তিনি দায়িত্বে রেখেছেন; عَلَىٰ نَفْسِهِ-(আলী+নফস+হ)-তাঁর নিজের; الرَّحْمَةِ-(আল+রহ্মে)-দয়াকে; لِيَجْمَعَنَّكُمْ-(লি+জমেন+কম)-তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন; إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-(আলী+ইয়ুম+আল+ইয়ামে)-কিয়ামতের দিনে; لَا رَيْبَ-কোনো সন্দেহই নেই; فِيهِ-তাতে; الَّذِينَ-যারা; خَسِرُوا-ক্ষতি করেছে;

৮. অর্থাৎ তোমরা সফর করলেই দেখতে পাবে যে, অতীতের যেসব জাতি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো এবং বাতিলের অনুসরণের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করেছিলো তাদের করুণ পরিণতির সাক্ষ্য হিসেবে তাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ কিভাবে পড়ে আছে।

৯. আল্লাহ তাআলা এখানে প্রথমে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন যে, আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী যাবতীয় কিছুর মালিকানা কার? এবং উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই

أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

তাদের নিজেদের, তারাতো ঈমান আনবে না। ১৩. আর রাতে ও দিনে যাকিছু অবস্থান করে, তা তাঁরই ;

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَلِيًّا

এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪. আপনি বলুন—আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক মেনে নেবো ?

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلٌّ إِنَّي أُمِرْتُ أَنْ

যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অথচ তিনিই আহার দান করেন এবং তিনি আহার প্রদত্ত হন না ;^{১০} আপনি বলুন—আমাকে অবশ্যই আদেশ দেয়া হয়েছে যে,

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٩﴾

আমিই তাদের প্রথম ব্যক্তি হই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং (বলা হয়েছে যে,) তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

ঈমান-لَا يُؤْمِنُونَ ; তারাতো-(ফ+হম)-فَهُمْ ; তাদের নিজেদের-(انفس+হম)-أَنفُسَهُمْ ;
আনবে না। ১৩. আর-وَ ; তা তাঁরই-لَهُ ; যাকিছু-مَا ; অবস্থান করে-سَكَنَ ;
এবং-وَ ; দিনে-(ال+নেহার)-النَّهَارِ ; রাতে-(ফী+আল+লইল)-فِي اللَّيْلِ ;
সর্বজ্ঞ-(আল+এলিম)-السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ; সর্বশ্রোতা-(আল+সমیع)-السَّمِيعُ ; তিনি-هُوَ ;
আপনি বলুন ; আমি মেনে নেবো-أَتَّخَذُ ; আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কি-أَعْيَرَ اللَّهُ ;
অভিভাবক-وَلِيًّا ; আসমান-السَّمَوَاتِ ; যমীনের-وَالْأَرْضِ ; আহার দান করেন-وَهُوَ يُطْعِمُهُ ;
অথচ-وَ ; তিনিই-هُوَ ; অবশ্যই আমাকে-إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ ; প্রথম ব্যক্তি-أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ ;
আদেশ দেয়া হয়েছে-أَسْلَمَ ; আমি হই-أَكُونَنَّ ; মুশরিকদের-(আল+মশরকিন)-الْمُشْرِكِينَ ;

তার উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব কিছুর মালিকানা আল্লাহরই। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষকে কোনো বিষয় জানানো কুরআন মাজীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি।

১০. অর্থাৎ মানুষের নিজেদের বানানো দেব-দেবী ও ইলাহদের সকল জাতি-

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

১৫. আপনি বলুন—আমি যদি নাফরমানী করি আমার প্রতিপালকের, তবে আমি অবশ্যই এক কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি।

﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾

১৬. সেদিন যাকে তা থেকে রক্ষা করা হবে, নিসন্দেহে তিনি তার প্রতি দয়া করবেন, আর এটাই হবে সুস্পষ্ট সফলতা।

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ﴾

১৭. আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্টে ফেলেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার জন্য কোনো অপসারণকারী নেই, আর যদি তোমাকে দান করেন

﴿بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

কোনো কল্যাণ, তবে তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ১৮. আর তিনি নিজ বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল ;

﴿قُلْ﴾ -আপনি বলুন ; ﴿إِنِّي﴾ -আমি অবশ্যই ; ﴿أَخَافُ﴾ -ভয় করি ; ﴿إِنْ﴾ -যদি ; ﴿عَصَيْتُ﴾

-আমি নাফরমানী করি ; ﴿عَذَابَ﴾ -শাস্তির ; ﴿رَبِّي﴾ -আমার প্রতিপালকের ; ﴿يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ -দিনের ; ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ﴾ -যাকে ; ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ -সেদিন ; ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ -নিসন্দেহে তার প্রতি দয়া করবেন ; ﴿وَالْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ -সফলতা ; ﴿الْمُبِينُ﴾ -সুস্পষ্ট ; ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ -তোমাকে ফেলেন ; ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ -কোনো কষ্টে ; ﴿إِلَّا هُوَ﴾ -আর যদি ; ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ -সর্বশক্তিমান ;

﴿قُلْ﴾ -আপনি বলুন ; ﴿إِنِّي﴾ -আমি অবশ্যই ; ﴿أَخَافُ﴾ -ভয় করি ; ﴿إِنْ﴾ -যদি ; ﴿عَصَيْتُ﴾ -আমি নাফরমানী করি ; ﴿عَذَابَ﴾ -শাস্তির ; ﴿رَبِّي﴾ -আমার প্রতিপালকের ; ﴿يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ -দিনের ; ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ﴾ -যাকে ; ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ -সেদিন ; ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ -নিসন্দেহে তার প্রতি দয়া করবেন ; ﴿وَالْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ -সফলতা ; ﴿الْمُبِينُ﴾ -সুস্পষ্ট ; ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ -তোমাকে ফেলেন ; ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ -কোনো কষ্টে ; ﴿إِلَّا هُوَ﴾ -আর যদি ; ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ -সর্বশক্তিমান ;

প্রজাতি মানুষেরই মুখাপেক্ষী। মানুষের নযরানা না পেলে তাদের প্রভুত্ব অকার্যকর হয়ে পড়ে ; দেবতাগণ পূজারীদের মুখাপেক্ষী। কারণ পূজারীরা যদি দেবতার মূর্তি

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١١﴾ قُلْ أَى شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ تَعَالَى

আর তিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞাতা । ১১. বলুন—সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কি ?
বলুন—আল্লাহই

شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ

সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে ;^{১১} আর আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে এ কুরআন

لَا تُذِرْكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۗ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ

যাতে আমি ভয় দেখাই তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছবে (তাদেরকে) ;
তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহর সাথে

إِلَهَةٌ أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

অন্য মাবুদও রয়েছে ?^{১২} আপনি বলে দিন—আমি এমন সাক্ষ্য দেই না ;^{১৩}

বলুন—তিনিতো এক ইলাহ ছাড়া কিছু নন

(-ال+খবির-) -الخبيرُ ; মহাজ্ঞানী (-ال+হকিম-) -الحكيمُ ; আর তিনি (-و+হু-) -وهو

সর্বজ্ঞাতা । ১১) -قُلْ ; বলুন ; -أَى-কোন ; -شَىْءٍ-বস্তু ; -أَكْبَرُ-সবচেয়ে বড় ; -شَهَادَةً-সাক্ষ্য হিসেবে ;

-(-বিন+য়) -بينى ; -شَهِيدٌ-সাক্ষী ; -إِلَهُ-আল্লাহই ; -قُلْ-বলুন ; -اللَّهُ-আল্লাহই ;

-আমার মধ্যে ; -و-আর ; -و-আমার প্রতি ; -و-তোমাদের মধ্যে (-বিন+কম-) -بينكم ; -و-প্রেরিত হয়েছে ;

-এ-হَذَا ; -الْقُرْآنِ-কুরআন ; -لَا تُذِرْكُم-আমি ভয় দেখাই তোমাদেরকে ; -مَنْ-যাদের

-এবং ; -و-যাদের নিকট ; -بَلَغَ-এটা পৌছবে (তাদেরকে) ; -إِنَّكُمْ-তোমরা কি ; -إِلَهٌ وَاحِدٌ-এক

-আমি এমন সাক্ষ্য দেই না ; -قُلْ-বলুন ; -إِنَّمَا-নিশ্চয়ই নন ; -هُوَ-তিনি ; -إِلَهُ-ইলাহ ছাড়া কিছু ;

-আল্লাহর সাথে ; -مَعَ-সাথে ; -أَنَّ-যে ; -إِلَهُ-সাক্ষ্য দিচ্ছে ;

-আপনি বলে দিন ; -قُلْ-আপনি বলে দিন ; -أُخْرَى-অন্য ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

-এক ; -وَاحِدٌ ; -ইলাহ ছাড়া কিছু ; -তিনি ; -هُوَ ; -নিশ্চয়ই নন (-আন+মা-) -إِنَّمَا ;

২ ক্বক্ব' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীতে সফর করলে অতীতের জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি দেখে ঈমান সবল হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ রয়েছে। এর জন্য দূরদেশ ভ্রমণ করা অপরিহার্য নয়।

২. আল্লাহর রহমত বা দয়া তাঁর গবব বা ক্রোধের উপর প্রবল থাকে। সুতরাং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. পৃথিবীর সূচনা থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সবাইকে হাশরের দিন একত্র করা হবে। এ বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক অংশ। এ বিশ্বাসে শিথিলতা থাকলে ঈমান থাকবে না।

৪. রাতে ও দিনে যাকিছু অবস্থান করে ও স্থিতি লাভ করে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। এতে অন্য কারো হাত নেই।

৫. আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কাকফের-মুশরিকরা যদি বঞ্চিত হয়, তবে তা তাদের নিজের কর্মের কারণেই হবে; কেননা তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের উপায় তথা ঈমান আনয়ন করেনি।

৬. শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ অমান্য করলে আখিরাতের কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৭. আখেরাতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়াই মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সফলতা। বিপরীত পক্ষে আখেরাতে আযাব পাওয়াই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

৮. ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস তথা ঈমানের একটি মূল অংশ হলো—সকল প্রকার লাভ-ক্ষতির প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা।

৯. কোনো সৃষ্ট জীবকে সরাসরি বিপদ থেকে উদ্ধার করা এবং অভাব পূরণের জন্য ডাকা আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। আল্লাহ মুসলমানদেরকে সরল-সঠিক পথে কায়েম রাখুন।

১০. আল্লাহ তাআলা সবার উপর প্রবল-পরাক্রান্ত এবং অন্য সবাই তাঁর ক্ষমতার অধীন ও তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. মানব জাতির নিকট আল কুরআন পৌঁছার পর অপর কোনো জীবন-বিধান আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

১২. কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই আল কুরআনই হলো হিদায়াত লাভের উৎস।

১৩. মুশরিকদের প্রতি দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর প্রয়োজন ছাড়া তাদের নিকট থেকে সদা-সর্বদা দূরে থাকা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য।

১৪. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা সবকিছু জেনে-বুঝে আল্লাহর দীনের সাথে গান্ধারী করছে। কিয়ামতের দিন তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে কোনো প্রকার কথাই পেশ করতে পারবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾

২১. আর তার চেয়ে অধিক যালেম কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে বানানো কথা বলে বেড়ায়, অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে? ﴿

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ

এটা নিশ্চিত যে, যালেমরা সফলকাম হবে না। ২২. আর (স্মরণ করো) যেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো অতপর বলবো,

﴿٢١﴾ -আর ; مَنْ -কে ; أَظْلَمُ -অধিক যালেম ; مِمَّنِ -তার চেয়ে যে ; افْتَرَىٰ -বলে বেড়ায় ; عَلَى اللَّهِ -সম্পর্কে ; كَذِبًا -বানানো কথা, মিথ্যা কথা ; أَوْ -অথবা ; كَذَّبَ -অস্বীকার করে ; بِآيَاتِهِ -তাঁর নিদর্শনাবলীকে ; الظَّالِمُونَ - (ال+ظالمون)-যালেমরা । وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا -এটা নিশ্চিত যে ; ثُمَّ نَقُولُ -আমি বলবো ; ﴿٢٢﴾ -আর (স্মরণ করুন) ; وَيَوْمَ -যেদিন ; نَحْشُرُهُمْ - (نحشروهم)-তাদের একত্র করবো ; جَمِيعًا -সকলকে ; ثُمَّ -অতপর ; نَقُولُ -আমি বলবো ;

১৫. আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলার ধরণ হলো—প্রভুত্বের ব্যাপারে কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করা এবং কারো মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌম, কর্তৃত্ব ও গুণাবলী আছে বলে মনে করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার মধ্যে ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতা আছে বলে মনে করা। এছাড়া কাউকে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করা এবং তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন বা তাদের সাথে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে আল্লাহ সম্মত রয়েছেন এবং আল্লাহর প্রতি যেমন আচরণ করা উচিত, তাদের সাথেও তেমন আচরণ করতে হবে—এ জাতীয় কথা বলা ও এমন ধারণা পোষণ করাও আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলার পর্যায়ভুক্ত।

১৬. মানুষের নিজস্ব সত্তা, বিশ্বজগতের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ এবং নবী-রাসূলদের চরিত্র ও কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর অস্তিত্ব-একত্বের প্রমাণাদিকেই এখানে নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নিদর্শন নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এ জগতের সৃষ্টা অবশ্যই আছে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এরপরও যে ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া, কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া, শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করে

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۗ

এবং তাদের কান বধির করে দিয়েছি; ১৭ আর যদি তারা সকল নিদর্শনও দেখে তারা তাতে ঈমান আনবে না ;

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا

এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্ক করতে থাকে আপনার সাথে তখন—যারা কুফরী করেছে—তারা বলে, এটা কিছুই নয়

إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ ۝۲۬ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَهُونَ عَنْهُ ۗ

পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী ছাড়া। ২৬। আর তারা বিরত রাখে (লোকদেরকে) তা থেকে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকে ;

وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ

আর তারা তো নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে ধ্বংস করছে না, অথচ তারা তা বুঝতে পারছে না। ২৭। আর যদি আপনি দেখতেন

ও - এবং ; فِي آذَانِهِمْ - তাদের কান ; وَقْرًا - বধির করে দিয়েছি ; وَإِنْ - আর ; يَرَوْا - তারা দেখে ; كَلَّ - সকল ; آيَةٍ - নিদর্শনও ; لَا يُؤْمِنُوا بِهَا - তারা ঈমান আনবে না ; جَاءُوكَ - তাতে ; جَاءُوكَ - এমনকি ; حَتَّىٰ - যখন ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার সাথে বিতর্ক করতে থাকে ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ; يَقُولُ - তারা বলে ; الَّذِينَ كَفَرُوا - যারা ; كَفَرُوا - কুফরী করেছে ; إِنْ هَٰذَا - এটা কিছুই নয় ; آسَاطِيرُ - কিসসা কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ - পূর্ববর্তীদের ।

و - এবং ; فِي آذَانِهِمْ - তাদের কান ; وَقْرًا - বধির করে দিয়েছি ; وَإِنْ - আর ; يَرَوْا - তারা দেখে ; كَلَّ - সকল ; آيَةٍ - নিদর্শনও ; لَا يُؤْمِنُوا بِهَا - তারা ঈমান আনবে না ; جَاءُوكَ - তাতে ; جَاءُوكَ - এমনকি ; حَتَّىٰ - যখন ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার সাথে বিতর্ক করতে থাকে ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ; يَقُولُ - তারা বলে ; الَّذِينَ كَفَرُوا - যারা ; كَفَرُوا - কুফরী করেছে ; إِنْ هَٰذَا - এটা কিছুই নয় ; آسَاطِيرُ - কিসসা কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ - পূর্ববর্তীদের ।

و - এবং ; فِي آذَانِهِمْ - তাদের কান ; وَقْرًا - বধির করে দিয়েছি ; وَإِنْ - আর ; يَرَوْا - তারা দেখে ; كَلَّ - সকল ; آيَةٍ - নিদর্শনও ; لَا يُؤْمِنُوا بِهَا - তারা ঈমান আনবে না ; جَاءُوكَ - তাতে ; جَاءُوكَ - এমনকি ; حَتَّىٰ - যখন ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার সাথে বিতর্ক করতে থাকে ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ; يَقُولُ - তারা বলে ; الَّذِينَ كَفَرُوا - যারা ; كَفَرُوا - কুফরী করেছে ; إِنْ هَٰذَا - এটা কিছুই নয় ; آسَاطِيرُ - কিসসা কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ - পূর্ববর্তীদের ।

و - এবং ; فِي آذَانِهِمْ - তাদের কান ; وَقْرًا - বধির করে দিয়েছি ; وَإِنْ - আর ; يَرَوْا - তারা দেখে ; كَلَّ - সকল ; آيَةٍ - নিদর্শনও ; لَا يُؤْمِنُوا بِهَا - তারা ঈমান আনবে না ; جَاءُوكَ - তাতে ; جَاءُوكَ - এমনকি ; حَتَّىٰ - যখন ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার সাথে বিতর্ক করতে থাকে ; يُجَادِلُونَكَ - আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে ; يَقُولُ - তারা বলে ; الَّذِينَ كَفَرُوا - যারা ; كَفَرُوا - কুফরী করেছে ; إِنْ هَٰذَا - এটা কিছুই নয় ; آسَاطِيرُ - কিসসা কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ - পূর্ববর্তীদের ।

১৭. আমরা যেটাকে প্রাকৃতিক আইন বলি, প্রকৃতপক্ষে তা-ই আল্লাহর তৈরি আইন। সুতরাং প্রাকৃতিক আইনে যাকিছু সংঘটিত হয় তা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। যারা সবকিছু জেনে বুঝেও সত্যের আহ্বানে সাড়া না দেয় তাদের এ আচরণ হঠকারিতা, একগুয়েমি ও গোঁড়ামির স্বাভাবিক ফল। তাদের এ ধরনের কাজের ফলে তাদের মনের দরজা সত্যের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম অন্য কথায় আল্লাহর নিয়ম।

إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا

যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে আশুনের ধারে তখন তারা বলবে-হায় ! আমাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানো হতো, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতাম না

وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ بَلْ بَدَأَ الْفِتْنَةَ كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ

এবং আমরা মু'মিনদের মধ্যে शामिल হয়ে যেতাম। ২৮. বরং তারা যা ইতিপূর্বে গোপন করে রাখতো তা (আজ) তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ;”

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا

আর তাদেরকে যদি পুনরায় পাঠানোও হয়, তারা অবশ্য তা-ই আবার করবে, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো এবং নিসন্দেহে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ২৯. আর তারা বলে।

১- (ال+না)-النَّارِ-ধারে ; عَلَى-তাদেরকে দাঁড় করানো হবে ; إِذْ-যখন ;
 ২- (يا+লিত+না)-يَلَيْتَنَا-তখন তারা বলবে ; فَقَالُوا-(ف+قالوا)-আশুনের ;
 ৩- لَأُكْذِبُ-আমরা অস্বীকার করতাম না ; وَ-তবে ; نُرْدُ-পুনরায় পাঠানো হতো ;
 ৪- (رب+না)-رَبِّنَا-নিদর্শনাবলীকে ; آيَاتِ-বিবর্তিত ;
 ۫- (من+শামিল)-مِنْ-আমরা হয়ে যেতাম ; وَ-এবং ;
 ৬- (من+শামিল)-مِنْ قَبْلُ-তারা গোপন করে রাখতো ;
 ৭- (ل+এদাওয়া)-لَعَادُوا-তাদেরকে পুনরায় পাঠানোও হয় ;
 ৮- (ل+এদাওয়া)-لِمَا نُهُوا عَنْهُ-তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো ;
 ৯- (ان+হম)-أَنَّهُمْ-এবং ; وَ-আর ;
 ১০- (ل+কাজ্বাবুন)-لَكَاذِبُونَ-অবশ্যই মিথ্যাবাদী ;

১৮. সত্য চিরন্তন। সৃষ্টির আদি থেকে সত্য চিরদিন একই থাকবে। যারা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যুগে যুগে মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের জ্ঞান প্রাপ্তির উৎস যেহেতু একই এবং তাঁরা যেহেতু একই সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, সুতরাং তাদের কথা পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হবে এবং এটাই সত্যের সত্য হওয়ার প্রমাণ। তাঁদের মুখ থেকে আজগুবী নতুন নতুন কথা বের হতে পারে না। নতুন আজগুবী কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যারা আল্লাহর জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং আমরা পুনঃপ্রেরিতও হবো না ।

۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۗ

৩০. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তিনি বলবেন—এটা কি সত্য নয় ?

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۗ

তারা বলবোঁহ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম, (অবশ্যই এটা সত্য); তিনি বলবেন। তাহলে তোমরা ভোগ করো সেই আযাব যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে ।^{১০}

الدُّنْيَا ; আমাদের জীবন ; (حيات+না)-حَيَاتُنَا ; -এছাড়া নেই ; (ان+হী+ال)-انْ هِيَ الْآلِ - بِمَبْعُوثِينَ ; -আমরা হবো না ; (ما+نحن)-مَا نَحْنُ ; -এবং ; وَ ; -দুনিয়ার-(ال+دنیا)-
-إِذْ ; আপনি দেখতেন ; تَرَىٰ ; -আর ; ۝ ; -যদি ; لَوْ ; -আমাদের প্রতিপালকের ; رَبِّهِمْ ; -তাদের
-رَبِّهِمْ ; -সামনে ; عَلَىٰ ; -তাদেরকে দাঁড় করানো হবে ; وَقَفُوا ; -এটা কি নয় ? (اليس+هذا)-
أَلَيْسَ هَذَا ; -তিনি বলবেন ; قَالَ ; (ب+ال+حق)-بالحق ; -সত্য ; قَالُوا ; -তারা বলবে ;
بَلَىٰ ; -হ্যাঁ-বলি ; وَ ; -কসম ; رَبِّنَا ; -আমাদের প্রতিপালকের ; قَالَ ; -তিনি বলবেন ;
فَذُوقُوا ; -তাহলে তোমরা ভোগ করো ; الْعَذَابَ ; -সেই আযাব ; بِمَا ; -যাকে ; كُنْتُمْ ;
تَكْفُرُونَ ; -তোমরা অবিশ্বাস করতে ।

১৯. অর্থাৎ তাদের এসব কথাবার্তা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে মত পরিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে হবে না ; বরং তারা যখন সত্যের মুখোমুখি হবে এবং সত্য তাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার ফলেই তারা এসব কথা বলবে ; কিন্তু তখনতো আর গুধরাবার কোনো উপায় থাকবে না । কারণ তখন কট্টর কাফেরও সত্যকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারবে না ।

২০. মূলত কাফেররা সত্যকে সত্য জেনেও কেবল হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়েই সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত হয় । আল্লাহ তাআলা নিজ আদি জ্ঞানের মাধ্যমেই জানেন যে, এসব কাফেরদের কথা অনুসারে পুনরায় জগত সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করেছে ।

৩ রুক্ক' (২১-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফের-মুশরিকরাই সবচেয়ে বড় যালেম। কারণ, বিশ্বজগতে বিরাজমান অগণিত নিদর্শন দেখেও তারা আল্লাহকে অস্বীকার বা আল্লাহর সাথে শরীক করে। তাদের এ বিশ্বাস ও কর্ম আল্লাহর উপর সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ।

২. আখেরাতে তাদের সমস্ত বিশ্বাস ও কর্মের তিক্ত ফল ভোগ করবে, আর তারা হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

৩. যারা সত্যকে সত্য জেনেও আল্লাহর দীনের প্রতি কটাক্ষ করে এবং সত্যের পথের আহ্বানকারীদের দাওয়াত গুরুত্বহীনভাবে উড়িয়ে দেয়, আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীব করেন না।

৪. যারা আল্লাহর দীন থেকে নিজেরা দূরে সরে থাকে এবং অন্যদেরকেও দূরে সরিয়ে রাখে তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে। সুতরাং এ ধ্বংসোন্মুখ গোষ্ঠীর বৈষয়িক ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য দেখে মু'মিনদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, কাফের-মুশরিকদেরকে দুনিয়াতে প্রেরিত হলেও তারা তা-ই করবে যা তারা বর্তমানে করছে। পুনরায় পাঠানো হলে তারা মু'মিন হয়ে যাবে বলে তাদের দাবী মিথ্যা। যেহেতু তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও মিথ্যা বলবে সেহেতু তাদের দুনিয়ার জীবনের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও মিথ্যা। অতএব তাদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না।

৬. কাফের-মুশরিকরা দুনিয়াতে মিথ্যা বলে অভ্যস্ত; তাই আখেরাতেও অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলবে। কিন্তু তাদের সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। মিথ্যা সকল গুনাহের মূল। সুতরাং মিথ্যা থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

৭. হাদীসে আছে—মু'মিনের জীবনে মিথ্যা ও আত্মসাত থাকতে পারে না।

৮. হাদীসে আরও আছে—মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করলে কেউ পূর্ণাঙ্গভাবে মু'মিন হতে পারে না।

৯. ইসলামের মূলনীতি তিনটি—(১) তাওহীদ বা একত্ববাদ, (২) রিসালাত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটির অধীন। কুরআন মাজীদের মূল বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই আবর্তিত। অত্র রুক্ক'র আয়াতসমূহে বিশেষভাবে আখেরাতের প্রশ্ন ও উত্তর। কঠোর শাস্তি, অশেষ প্রতিদান এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং মু'মিনদের সকল কার্যক্রম আখেরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হওয়া আবশ্যিক।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১০
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۖ﴾

৩১. নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে ; এমনকি হঠাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত এসে পড়বে

﴿قَالُوا يُخَسِرْتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ﴾

তখন তারা বলবে—হায় আফসোস ! এর প্রতি আমরা যে অবজ্ঞা দেখিয়েছি তার জন্য ; আর তারা বহন করে বেড়াবে

﴿أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۖ﴾ ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾

তাদের গুনাহর বোঝা তাদের পিঠের উপর ; গুনে নাও ! তারা যা বহন করে বেড়াবে তা অতি নিকৃষ্ট । ৩২. আর দুনিয়ার জীবনতো কিছুই নয়

﴿قَدْ خَسِرَ﴾-নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা ; ﴿كَذَّبُوا﴾-মিথ্যা মনে করেছে ; ﴿بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾-(ব+لقاء+اللّه)-আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ; ﴿حَتَّىٰ﴾-এমনকি ; ﴿إِذَا﴾-যখন ; ﴿جَاءَتْهُمْ﴾-(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসে পড়বে ; ﴿بَغْتَةً﴾-হঠাৎ ; ﴿السَّاعَةَ﴾-কিয়ামত ; ﴿قَالُوا﴾-তখন তারা বলবে ; ﴿مَا فَرَطْنَا﴾-হায় আফসোস ! ﴿عَلَىٰ﴾-সে জন্য ; ﴿يُخَسِرْتَنَا﴾-যে অবজ্ঞা আমরা দেখিয়েছি ; ﴿وَمَا يَحْمِلُونَ﴾-তারা বহন করে বেড়াবে ; ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾-(اوزار+هم)-তাদের গুনাহর বোঝা ; ﴿ظُهُورِهِمْ﴾-(ظهور+هم)-তাদের পিঠের ; ﴿الْأَسَاءَ﴾-সাবধান ; ﴿مَا يَزُرُونَ﴾-(ما+يزرون)-যে বোঝা তারা বহন করে বেড়াবে । ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾-(ال+حياة)-জীবন ; ﴿الدُّنْيَا﴾-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ;

إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ ۖ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ

খেল-তামাশা ছাড়া ;^{২১} আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য
আখেরাতের বাসস্থানই উত্তম

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ ۞ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَا الَّذِي يَتَّقُونَ

তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ৩৩. নিসন্দেহে আমি অবগত যে, তারা যা বলে
তা আপনাকে অবশ্যই ব্যথিত করে

فَانهُمْ لَا يُكْفِرُونَ ۗ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

কেননা তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে না ; বরং এ যালেমগণ আল্লাহর
আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে ।^{২২}

(ل+আল+দার)-লِلدَّارِ-আর; ۖ-ও; ۖ-তামাশা; ۖ-খেল-لَعِبٌ; ۖ-ছাড়া-إِلَّا-
(ل+ال+ال-ال)-لِلدَّارِ-আখেরাতের; ۖ-উত্তম; ۖ-لِلَّذِينَ-তাদের জন্য; ۖ-
(ا+ফ+লা+তাকওয়ান)-أَفَلَا تَعْقِلُونَ; ۖ-আর তাকওয়া অবলম্বন করে; ۖ-
তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না? ۗ ۞-قَدْ نَعْلَمُ; ۗ-নিশ্চয়ই
তা; ۗ-الَّذِي-আপনাকে অবশ্যই ব্যথিত করে; ۗ-لَيَحْزَنُنَا-
(ل+আন+হম)-فَانهُمْ-তারা বলে; ۗ-
(লা+ইক্কাবুন+ক)-لَا يُكْفِرُونَ; ۗ-কেননা তারা তো; ۗ-
আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে না; ۗ-وَلَكِنَّ-এ যালেমগণ;
(আল+জালিমিন)-الظَّالِمِينَ-বরং; ۗ-
আয়াতসমূহকেই; ۗ-بِآيَاتِ اللَّهِ-অস্বীকার করে।

২১. দুনিয়ার জীবনকে ‘খেল-তামাশা’ এজন্য বলা হয়েছে যে, আখেরাতের আসল
ও চিরন্তন জীবনের সাথে তুলনা করা হলে এটা এমনই মনে হবে। কোনো কর্মরত
মানুষ যেমন কাজের ফাঁকে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে চিত্ত বিনোদন করে তারপর তার
মূল কাজে ফিরে যায়, তেমনি মানুষও দুনিয়াতে যাত্রা বিরতী কালই অতিবাহিত করে।
আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করার পর তার মনে হবে—দুনিয়ার জীবনে রাজা-প্রজা,
মনিব-চাকর, ফকীর মিসকীন সবাই নিজ নিজ স্থানে অভিনয় করেছে; এদের কেউই
মূল চরিত্রে নয়। কেউ নিজেকে মনে করে বাদশাহ, কেউ মনে করে মনিব, কেউ মনে
করে নিজেকে শাসক; অথচ এরা কেউ প্রকৃত অর্থে তা নয়।

২২. কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কখনো মিথ্যাবাদী মনে করতে
না; কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে শুরু করলেন তখন
থেকেই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। তাদের মধ্যে এমন একজনও
ছিলো না, যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস দেখাতে সক্ষম

﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا

৩৪. আর নিসন্দেহে আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো, তবে তাঁরা সবার অবলম্বন করেছেন—তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা সত্ত্বেও

﴿٥٩﴾ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌছেছে ; আর আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ;^{৩৩}

﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٩﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

আর নিসন্দেহে আপনার নিকট রাসূলগণের কিছু সংবাদ এসেছে ।

৩৫. আর যদি আপনার নিকট কষ্টকর হয়

﴿٦١﴾ إِعْرَاضَهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا

তাদের উপেক্ষা, তাহলে যদি আপনার ক্ষমতা থাকে খুঁজে নিন কোনো সুড়ঙ্গ পথ যমীনে অথবা কোনো সিঁড়ি

﴿٥٨﴾ -আর ; لَقَدْ كَذَّبْتَ- (ল+قد কذبت)-নিসন্দেহে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো ; (ف+) - فَصَبَرُوا ; -আপনার পূর্বে ; (من+قبل+ك)- (من قَبْلِكَ) ; -অনেক রাসূলকেই ; رُسُلًا- (صبروا)-তবে তাঁরা সবার অবলম্বন করেছেন ; عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا-সত্ত্বেও ; -তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ; وَ-এবং ; وَأُوذُوا-তাদের কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও ; حَتَّىٰ-যে পর্যন্ত না ; -আমার সাহায্য ; (نصر+نا)- (نَصْرُنَا) ; -তাদের নিকট এসে পৌছেছে ; (اتى+هم)- (أَتَاهُمْ) ; - (ل+كلمت)- (لِكَلِمَاتِ) ; -পরিবর্তনকারী কেউ নেই ; (لا+مبدل)- (لَا مَبْدِلَ) ; -আর ; وَ-আর ; لَقَدْ جَاءَكَ- (ل+قد جاء+ك)- (لَقَدْ جَاءَكَ) ; -আর ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহর ; (ال+مرسلين)- (الْمُرْسَلِينَ) ; -কিছু সংবাদ ; (من+نبای)- (مِنْ نَّبَايَ) ; -আপনার নিকট এসেছে ; ﴿٥٩﴾ -আর ; وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ-কষ্টকর হয় ; (ان+كَبُرَ) ; -আপনার নিকট ; (ف+ان)- (فَإِنْ) ; -তাহলে যদি ; (اعراض+هم)- (إِعْرَاضَهُمْ) ; -তাদের উপেক্ষা ; اسْتَطَعْتَ-আপনার ক্ষমতা থাকে ; أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا-খুঁজে বের করার ; نَفَقًا-কোনো সুড়ঙ্গ পথ ; سَلْمًا-সিঁড়ি ; (فى+الارض)- (فِي الْأَرْضِ) ; -যমীনে ; أَوْ-অথবা ;

ছিলো । এমনকি তাঁর সবচেয়ে দুষমন আবু জেহেল তাঁর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছে—“আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না ; বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন সেটাকেই মিথ্যা বলি ।”

وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ

আর মৃতদেরকে^{৫৯} পুনর্জীবিত করবেন আল্লাহ অতপর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৩৭. আর তারা বলে—কেন তার প্রতি নাযিল করা হয় না

آيَةً مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ

কোনো নিদর্শন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে? আপনি বলুন—আল্লাহ অবশ্যই নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ

কিছু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।^{৬০} ৩৮. আর যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই আর না এমন কোনো পাখি আছে

তাদেরকে (يبعث+هم) - يبعثُهُمُ ; মৃতদেরকে (ال+মوتى)-الموتى ; আর ; وَ-
 يُرْجَعُونَ ; তাঁর দিকেই - إِلَيْهِ ; অতপর - ثُمَّ ; আল্লাহ - اللَّهُ ; পুনর্জীবিত করবেন ;
 لَوْلَا نَزَّلَ ; তারা বলে - قَالُوا ; আরা ; وَ ﴿٥٩﴾ । তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ।
 مَنْ ; কোনো নিদর্শন - آيَةً ; তার প্রতি - عَلَيْهِ ; কেন নাযিল করা হয় না (لانزل)-
 ؛ আপনি বলুন - قُلْ ; তার প্রতিপালকের (رب+ه)-رَبِّهِ ; পক্ষ থেকে -
 آيَةً ; নাযিল করতে (على+ان ينزل)-عَلَىٰ أَنْ يُنَزَّلَ ; সক্ষম - قَادِرٌ ; আল্লাহ - اللَّهُ -
 তাদের অধিকাংশই (اكثر+هم)-أَكْثَرَهُمْ ; কিন্তু - وَلَكِنَّ ; কোনো নিদর্শন -
 (من+دابة)-مِنْ دَابَّةٍ ; নেই - مَا ; আর ; وَ ﴿٦٠﴾ । তা জানে না - لَا يَعْلَمُونَ
 আর ; وَ-
 (فى+ال+ارض)-فِي الْأَرْضِ ; এমন কোনো প্রাণী ;
 -এমন কোনো পাখি আছে ;

ইরশাদ করছেন—এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়া আমার পদ্ধতি নয়। তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি যমীনে সুড়ঙ্গ কেটে অথবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে কোনো নিদর্শন যদি আনতে পারো তাহলে চেষ্টা করে দেখো।

২৫. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত করে পর্যায়ক্রমে দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করার কারণ এই ছিলো যে, তিনি চান দীনকে যুক্তি-প্রমাণগ্রাহ্য করে মানুষের সামনে পেশ করতে, তারপর তাদের মধ্য থেকে সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে মানুষ দীনকে বুঝে-গুনে গ্রহণ করবে ; নিজেদের চরিত্রকে সেই দীনের আলোকে নির্মল ও সুন্দর করে গড়ে তুলে বাতিলের সামনে নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمْرًا مِّمَّا لَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

যা দু ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তোমাদের মতো এক একটি উম্মত ছাড়া ; আমি
কিতাবে বাদ দেইনি (লিপিবদ্ধ করতে)

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

কোনো কিছুই ; অতপর তাদেরকেও একত্র করা হবে তাদের প্রতিপালকের নিকট ।

৩৯. আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা মনে করে

صُرُوبًا كَرِيمًا فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَسَاءِ اللَّهِ يُضِلُّهُ وَمِنْ يَسَاءِ جَعَلَهُ

তারা বধির ও বোবা—(পড়ে আছে) অন্ধকারে ;^{৩৯} আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন

যাকে চান ; আর যাকে চান তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন

أَمْ-যা উড়ে বেড়ায় ; بِجَنَاحِهِ-(ব+জনাহী+হ) -দু ডানার সাহায্যে ; إِلَّا-ছাড়া ;

أَمْرًا-এক একটি উম্মত ; مِمَّا لَكُمْ-(মিম্মাল+কুম)-তোমাদের মতো ; مَا فَرَطْنَا-আমি বাদ

দেইনি (লিপিবদ্ধ করতে) ; فِي الْكِتَابِ-(ফী+আল+কিতাব)-কিতাবে ; مِنْ شَيْءٍ-(মিন+শয়)

কোনো কিছুই ; ثُمَّ-অতপর ; إِلَىٰ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(রব+হিম)-তাদের প্রতিপালকের ;

يُحْشَرُونَ-তাদেরকেও একত্র করা হবে । ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ-যারা ; كَذَّبُوا-মিথ্যা

মনে করে ; وَ-ও ; ب-বধির ; صُرُوبًا-বধির ; فِي الظُّلُمَاتِ-(ফী+আল+আইত+না)-আমার নিদর্শনাবলীকে ;

مِنْ يَسَاءِ-যাকে ; مِنْ-যাকে ; فِي الظُّلُمَاتِ-(ফী+আল+আইত+না)-আমার নিদর্শনাবলীকে ;

و-আর ; يُضِلُّهُ-(যুজল+হ)-তাকে পথভ্রষ্ট করেন ; مِنْ يَسَاءِ-চান ; جَعَلَهُ-

তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ;

নিজেদের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে লোকদেরকে

নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে ; আর বাতিলের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে স্বাভাবিক

পথে দীনকে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌছবে। এতে আল্লাহ

তাআলা তাদেরকে সাহায্য লাভের যোগ্যতা অনুসারে সাহায্য দেবেন। নচেত সমস্ত

মানুষকে যদি শুধুমাত্র হিদায়াত করা আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা

'কুন' শব্দের মাধ্যমেই তা করে ফেলতে পারতেন। এরূপ করা আল্লাহর আদত নয়।

২৬. এখানে 'মৃত' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের বুদ্ধি ও

চিন্তাকে স্থবির করে রেখেছে ; যারা সত্যকে চিনে নেয়ার জন্য জ্ঞান ও বিবেক খরচ

করে না। আর 'যারা শোনে' তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সত্যের প্রতি আহ্বানে

সাড়া দেয়, নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে চিনে নিয়ে সে পথেই

অগ্রসর হতে থাকে।

তা-ই যথার্থ সত্য। মূলত তোমাদের কান এগুলো শুনে চায় না, তোমাদের চোখ এগুলো দেখতে চায় না, তাই তো চোখ-মুখ বন্ধ করে মূর্খতার অন্ধকারে পড়ে আছো। আর চাচ্ছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নবী আসমান থেকে মুজিয়া নিয়ে আসুক।

২৯. এক শ্রেণীর লোক মূর্খ থাকতেই চায়, তার অজ্ঞতা তাকে আল্লাহর নিদর্শন দেখে তা থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। যেহেতু সে নিজেই হিদায়াত লাভে আগ্রহী নয়, তাই আল্লাহও তাকে সে সুযোগ দেন না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সত্য বিরোধী, তারা জ্ঞান লাভ করেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখতে পায় না, তারা বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়ে সত্য থেকে দূরে চলে যায়। এমন লোকেরাও হিদায়াত থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সত্যান্বেষী, তারা বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছার উপকরণ খুঁজে পায় এবং তা থেকে হিদায়াতের আলো নিয়ে এগিয়ে যায় সত্যের পথে।

৩০. এখানে আল্লাহর আর একটি নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে আর তাহলো—মানুষ যখন কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা মৃত্যুর মুখোমুখী হয় তখন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাই একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। তারা তখন উপলব্ধি করতে পারে যে, এ বিপদ থেকে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহই উদ্ধার করতে পারে। এ সময় কাফের-মুশরিকরা যেমন তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের ভুলে গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে, তেমনি কঠোর নাস্তিকও আল্লাহর নিকট দু হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ভক্তি ও তাওহীদের সাক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর উপর মূর্খতা ও অজ্ঞানতার আবরণ পড়লেও কখনো না কখনো কোনো দুর্বল মুহুর্তে তা জেগে উঠে।

৪ রুকু' (৩১-৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ক্ষতি। কারণ সেই ক্ষতি পৃথিবে নেয়ার কোনো সুযোগই বাকী থাকে না। সুতরাং সেই জীবনে যেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে না হয় সে অনুযায়ী কাজ করা প্রয়োজন।

২. হাশরের মাঠে অসংলোকদের বদ আমল তাদের মাথায় ভারী বোঝার আকারে চাপিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে নেক লোকদের নেক আমল তাদের বাহন হিসেবে কাজ করবে। অতএব এ অবস্থাকে সামনে রেখে বেশী বেশী নেক আমল করা প্রয়োজন।

৩. আখেরাতের জগত কর্মের জন্য নয়, ঈমান আনা ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ যতক্ষণ সে বিষয়গুলো অদৃশ্য থাকে। মৃত্যুর পর সেগুলো দেখার পর ঈমান আনা হলো দেখার প্রতিক্রিয়া-আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জেনে ঈমান আনা নয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে।

৪. দুনিয়ার জীবন যেহেতু কর্মক্ষেত্র, তাই এ জীবন অনেক বড় নিয়ামত। কারণ আখেরাতের জন্য এখানেই অর্জন করতে হবে। তাই ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করাও নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

৫. আল্লাহর বিরোধী শক্তি নবী-রাসূলদের সাথে যে আচরণ করেছে এবং নবী-রাসূলগণ সে পরিস্থিতিতে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন; আজও তাঁদের দাওয়াত নিয়ে যে বা যারাই দাঁড়াবে তাদেরকেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং সে অবস্থায় তাঁদের দেখানো কর্মপন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

৬. আল্লাহর রাসূলকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করার নামাশুর। আর রাসূলকে মিথ্যাবাদী মনে করা কুফরী। সুতরাং রাসূলকে মানার দাবী করলে তাঁর সম্পূর্ণ দাওয়াতকেই মানতে হবে।

৭. হাশরের দিন সকল চতুষ্পদ প্রাণী ও পক্ষীকুলকেও জীবিত করা হবে এবং তাদের পরম্পরের উপর পরম্পরের অধিকার আদায় করা হবে; অতপর তারা আল্লাহর নির্দেশে মাটি হয়ে যাবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মানুষ ও জ্বিন যারা শরীআত পালনে আদিষ্ট, তাদের ব্যাপারে অপরের হক তথা অধিকার কতো কঠোরভাবে আদায় করা হবে। অতএব মু'মিনদেরকে অপরের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

৮. আখেরাতের হিসাব-কিতাবের কথা সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরুক রেখে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক।

৯. কঠিন বিপদে পড়ে মানুষ যেভাবে সবকিছু ভুলে গিয়ে যেমন আল্লাহকে ডাকে সর্ববিস্ময় আল্লাহকে সেরূপ ডাকা আবশ্যিক। এমন মুহূর্তে অনেক চরম নাস্তিকও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা শুরু করে, যদিও বিপদ উদ্ধার হলে শিরক করা আরম্ভ করে। মু'মিনদেরকে অবশ্যই সর্ববিস্ময় আল্লাহকেই অভিভাবক হিসেবে মানতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১১
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا نَهُم بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ ৪২

৪২. আর নিসন্দেহে আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি, অতপর পাকড়াও করেছি অভাব অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ ৪৩ ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾

যেন তারা বিনয়াবনত হয়। ৪৩. অতপর যখন তাদের উপর আমার শাস্তি এসে পড়লো তখনও তারা বিনত হলো না

﴿وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ৪৪

বরং কঠিন হয়ে গেলো তাদের অন্তর এবং তারা যা করে আসছিলো শয়তান তাদের সামনে তা আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলো।

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ৪৫

৪৪. তারপর তারা যখন তা ভুলে বসলো সে উপদেশ যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম^{৩৩}

﴿৪২﴾-আর ; لَقَدْ-নিসন্দেহে ; أَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; إِلَىٰ-নিকট ; أُمَمٍ-উম্মতদের ; بِالْبِئْسَاءِ-অভাব-অনটন দ্বারা ; فَآخَذْنَا نَهُم-অতপর আমি পাকড়াও করেছি ; مِّن قَبْلِكَ-আপনার পূর্ববর্তী ; وَالضَّرَّاءِ-রোগ-ব্যাধি ; (ال+ضراء) الضراء ; وَ-ও ; لَعَلَّهُمْ-এসে পড়লো তাদের উপর ; يَتَضَرَّعُونَ-বিনয়াবনত হয়। ﴿৪৩﴾-অতপর না ; فَلَوْلَا-যখন ; إِذْ-যখন ; جَاءَهُمْ-এসে পড়লো তাদের উপর ; تَضَرَّعُوا-আমার শাস্তি ; بَأْسُنَا-তারা বিনত হলো ; وَ-এবং ; زَيَّنَ-আকর্ষণীয় করে তুলে ধরলো ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الشَّيْطَانُ-শয়তান ; مَا-তারা করে আসছিলো ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করে আসছিলো। ﴿৪৪﴾-তারপর যখন ; نَسُوا-ভুলে বসলো ; (ف+لما)-فَلَمَّا ; ذُكِّرُوا بِهِ-যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ; فَتَحْنَا-আমি খুলে দিলাম ; عَلَيْهِمُ-তাদের জন্য ; أَبْوَابَ-দরজাসমূহ ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ;

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝

অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তার জন্য তারা যখন আনন্দে মত্ত হয়ে পড়লো তখন হঠাৎ তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম, ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়লো ।

۝ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৪৫. পরিশেষে যারা যুলুম করেছে সে সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হলো ; আর সকল প্রশংসাতো আল্লাহর জন্যেই যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক ।^{৩২}

۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَرَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ

৪৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কেড়ে নেন তোমাদের শ্রবণশক্তি ও তোমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং মোহর মেরে দেন তোমাদের অন্তরের উপর,^{৩৩}

مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصِرَفُ الْآيَاتِ

আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে সেসব ? লক্ষ্য করো । আমি নিদর্শনাবলী কিভাবে বিশদভাবে বর্ণনা করি

যা- অৱশেষে ; إِذَا- যখন ; فَرِحُوا- তারা আনন্দে মত্ত হয়ে পড়লো ; بِمَا أُوتُوا- যা- তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো ; أَخَذْنَاهُمْ- আমি পাকড়াও করলাম ; بَغْتَةً- হঠাৎ ; مُبْلِسُونَ- ফলে তারা ; فَاقْطَعِ- পরিশেষে ৪৫) । الْقَوْمِ- সে সম্প্রদায়ের ; الَّذِينَ- যারা ; ظَلَمُوا- যুলুম করেছে ; وَالْحَمْدُ- আল্লাহর জন্যেই ; رَبِّ الْعَالَمِينَ- সমস্ত জগতের প্রতিপালক ; ৪৬) قُلْ- আপনি বলুন ; أَرَأَيْتُمْ- তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; إِنْ أَخَذَ اللَّهُ- যদি কেড়ে নেন ; سَمْعَكُمْ- তোমাদের শ্রবণশক্তি ; وَأَبْصَارَكُمْ- তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ; وَخَرَّمَ- ও- মোহর মেরে দেন ; عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ- তোমাদের অন্তরের উপর ; مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ- ইলাহ আছে ; يَأْتِيكُم بِهِ- সেসব ; أَنْظُرْ- লক্ষ্য করো ; كَيْفَ- কিভাবে ; نُصِرَفُ- আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি ; الْآيَاتِ- নিদর্শনাবলী ;

৩১. অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করে যায় তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। আর তাহলো দুনিয়ার নিয়ামত ও সুখ-সাফল্যের দরজা খুলে দেয়া।

تَمْرَهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً

তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৪৭. আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে হঠাৎ

أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٩٠﴾ وَمَا نُرْسِلُ

অথবা প্রকাশ্যভাবে, (তাতে) যালিম সম্প্রদায় ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে কি ?
৪৮. আর আমি তো প্রেরণ করি না

الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ

রাসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে ছাড়া ; সুতরাং যে (রাসূলদের প্রতি) ঈমান আনবে এবং শুধরে নেবে (নিজেকে)

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

তাদের নেই কোনো ভয়, আর না তাদেরকে হতে হবে চিন্তিত।
৪৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করবে,

قُلْ -আপনি বলুন ; ﴿٨٩﴾ -আপনি বলুন ; تَمْرَهُمْ -তারপরও ; يَصْدِفُونَ -মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; عَذَابُ -আযাব ; اللَّهُ -আল্লাহর ; بَغْتَةً -হঠাৎ ; أَوْ -অথবা ; جَهْرَةً -প্রকাশ্যভাবে ; يُهْلِكُ -ধ্বংস হবে কি ; الْقَوْمَ -সম্প্রদায় ; الظَّالِمُونَ -যালিম । ﴿٩٠﴾ -আর আমি তো প্রেরণ করি না ; وَمَا نُرْسِلُ -আমি তো প্রেরণ করি না ; الْمُرْسَلِينَ - (রাসূলদেরকে) ; مَبَشِّرِينَ -সুসংবাদদানকারী ; مُنذِرِينَ -ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে ; كَفَرُوا -কফর করে ; بِآيَاتِنَا -আমার আয়াতসমূহকে ;

৩২. এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়া বিশ্ববাসীর জন্য নিয়ামত স্বরূপ। আর তাই আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত।

৩৩. এখানে অন্তরের উপর মোহর মেরে দেয়া দ্বারা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবনের শক্তি কেড়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

يَسْمُرُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ

তারা যে নাফরমানী করতো তার জন্য তাদের স্পর্শ করবে আযাব।

৫০. আপনি বলুন—আমি তো তোমাদেরকে বলছি না যে,

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানি না এবং আমি তোমাদেরকে এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা ;^{৫৪}

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

আমার প্রতি যে অহী আসে আমি তা ছাড়া কিছুর অনুসরণ করি না ;^{৫৫}

আপনি বলুন—সমান হতে পারে কি অন্ধ

وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۚ

ও চক্ষুস্থান ?^{৫৬} তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না ?

ب(+)-; بِمَا-আযাব(আল+এডাব)-العَذَابُ; -তাদের স্পর্শ করবে (مس+هم)-يَسْمُرُ
; قُلْ-আপনি বলুন ; ﴿٥٠﴾ -তার জন্য যে ; كَانُوا يَفْسُقُونَ-নাফরমানী তারা করতো।
; عِنْدِي-আমার (عند+ي)-عِنْدِي; -তোমাদেরকে ; لَكُمْ-আমিতো বলছি না যে, لَا أَقُولُ
নিকট রয়েছে ; خَزَائِنُ-ধনভাণ্ডার ; وَاللَّهُ-আল্লাহর ; وَأَر-আর ; وَلَا أَعْلَمُ-আমি জানি
না ; وَالْغَيْبَ-(আল+গিব)-الغَيْب; -অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও ; وَ-এবং ; وَلَا أَقُولُ-আমি এটাও বলি
না যে, إِن أَتَّبِعُ-আমি (আন+ই)-إِنِّي; -তোমাদেরকে ; لَكُمْ-আমি অনুসরণ করি না ; إِلَّا-তাছাড়া ; مَا-যে ; مَا يُوحَىٰ-অহী আসে ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ;
وَالْأَعْمَى-(আল+এমী)-الْأَعْمَى; -সমান হতে পারে কি ; هَلْ يَسْتَوِي-আপনি বলুন ; قُلْ-
; وَالْبَصِيرُ-চক্ষুস্থান ; أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ-(আফ+লাত+তফকরুন)-তোমরা কি চিন্তা-
ভাবনা করো না ?

৩৪. অর্থাৎ আমার মানবিক গুণ দেখে আমার রিসালাতকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ; কেননা আমি তো নিজেই ফেরেশতা বলে দাবী করিনি।

৩৫. অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা চিরকাল এ ধারণা পোষণ করতো যে, যিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক বা নবী-রাসূল হবেন তিনি মানবিক বৈশিষ্ট্যের উর্ধে থাকবেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন।

এমন লোক কিভাবে নবী হবেন যিনি সাধারণ মানুষের মতো ক্ষুধা-পিপাসা অনুভব করেন, যার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে ; যিনি প্রয়োজনে আমাদের মতো কেনাবেচা করেন ; যাকে রোগ-ব্যাধির শিকার হতে হয় ; যিনি অভাব-অনটনে ধার-কর্জ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমকালীন লোকেরাও এমন ধারণা পোষণ করতো। আর তাই এখানে এসব ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো-আমি যা বলছি সে সম্পর্কে তোমরা অন্ধ, আর আমি এসব বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি। কেননা আমাকে অহীর মাধ্যমে এসব বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। তোমাদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও অহীর কারণেই। নচেত আমার নিকট আল্লাহর কোনো ধনভাগ্যরও নেই এবং আমি গায়েবের কোনো খবরও জানি না। আমি শুধু তা-ই জানি যা আমাকে জানানো হয়েছে।

৫ রুকু' (৪২-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হলে পার্শ্বিক জীবনেও কিছু শাস্তি হতে পারে। আর তা না হলে আখেরাতের শাস্তিতে অবশ্যই হবে। এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

২. দুনিয়ার জীবনে বিপদ-মসীবতও এক প্রকার পরীক্ষা। এ বিপদ-মসীবতে অধৈর্য না হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৩. দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য আর এক প্রকার পরীক্ষা। তবে দুঃখ-দৈন্যের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেয়া হয় তার চেয়ে প্রাচুর্যের পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

৪. দুঃখ-দৈন্যের পরীক্ষায়ই সফলতা অর্জন সহজ। এতে যারা ব্যর্থ হয় তারাই প্রাচুর্যের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সহজ পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ, কঠিন পরীক্ষায় তাদের ব্যর্থতাতে অবশ্যভাবী।

৫. দুনিয়াতে যালিমদের উপর আযাব আসা জগতবাসীর উপর রহমত স্বরূপ ; সুতরাং সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয়।

৬. কোনো জাতিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ প্রথমত তাদেরকে বিপদ-মসীবতে নিক্ষেপ করেন, এতে যদি তারা ধৈর্য না হারিয়ে এবং লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাহলে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। সুতরাং বিপদ-মসীবতকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করতে হবে।

৭. আবার কোনো জাতিকে আল্লাহ ধন-সম্পদের অধিকারী করেও পরীক্ষা করেন ; তবে এ পরীক্ষা পূর্বের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। সুতরাং ধন-সম্পদের আধিক্য দ্বারা অহংকার না করে বেশী বেশী করে শোকের আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে।

৮. দুনিয়াতে শাস্তি হিসেবে যে সামান্য বিপদ-মসীবত আপতিত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে শাস্তি নয়, বরং তার উদ্দেশ্য হলো অসচেতনতা থেকে সচেতন করে সঠিক পথে পরিচালনা করা ; সুতরাং দুনিয়ার দুঃখ-দৈন্যতা ও বিপদ-মসীবতে অধীর না হয়ে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে-এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৯. যে বিপদ-মসীবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে তা মূলত আল্লাহর রহমত।

১০. আল্লাহর রহমতের আশা ও তাঁর আযাবের ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে রাসূলের নির্দেশিত পন্থা অনুসারে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে হবে, তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখেরাতেও শান্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

১১. দুনিয়ার শান্তি আখেরাতেই শান্তির সামান্য নমুনা মাত্র ; আর দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আখেরাতেই সুখ-স্বাচ্ছন্দে নমুনা। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি দেখে আখেরাতেই শান্তি থেকে বাঁচার প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হবে ; আর দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখে আখেরাতেই সুখ লাভ করার জন্যও চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১২. দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সম্পদের প্রাচুর্য তার সঠিক পথে থাকা ও সফলতার পরিচায়ক নয় ; এমন লোকেরা যদি তারপরও অবাধ্যতায় অটল থাকে তখন বুঝতে হবে যে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। এ প্রাচুর্য কঠোর আযাবে নিপতিত হওয়ার-ই পূর্বাভাস।

১৩. অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়া সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহর একটি নিয়ামত। সুতরাং সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

১৪. দুনিয়াতে ধন-সম্পদের মালিক হওয়া ; রোগ-ব্যাদি থেকে মুক্তি লাভ ; ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অর্জন এবং অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান—এসব কিছুই আল্লাহর হাতেই রয়েছে। কোনো অলী-ব্যুৎপত্তো দূরের কথা, কোনো নবী-রাসূলের হাতেও নেই। এসব কোনো মানুষের হাতে আছে বলে কেউ যদি মনে করে তাহলে সে মুশরিক।

১৫. আল্লাহ তাআলা রাসূলকে মানুষ হিসেবেই প্রেরণ করেছেন, কেননা তাঁর আনীত জীবন বিধানও মানুষের জন্যই এবং মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং দীনী বিধান পালনে অনীহা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।

১৬. রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো গায়েবী তথ্য অদৃশ্য বিষয় জানতেন না। তাঁকে গায়েবী জানেন বলে মনে করা শিরুক।

১৭. অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে রাসূল দুনিয়াবাসীকে যা বলেছেন তা অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেছেন। সুতরাং তাঁর কথায় সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। নিসন্দেহে তা বিশ্বাস করে নিতে হবে—এটাই ঈমানের দাবী।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১২
আয়াত সংখ্যা-৫

① وَأَنْذِرِيهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْشُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

৫১. আর আপনি এর (কিতাবের) সাহায্যে তাদেরকে সতর্ক করে দিন যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্র করা হবে

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

(সেদিন) থাকবে না তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী তিনি ছাড়া, যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।^{৩৭}

② وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

৫২. আর যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তারা কামনা করে তাঁর সন্তোষ, তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না ;^{৩৮}

①-আর ; أَنْذِرِي-আপনি সতর্ক করে দিন ; الَّذِينَ-এর (কিতাবের) সাহায্যে ; يَخَافُونَ-তাদেরকে যারা ; يَحْشُرُوا-তাদেরকে একত্র করা হবে ; إِلَىٰ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(রব+হম)-তাদের প্রতিপালকের ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَهُمْ-না ; لَأَشْفِيعُ ; وَلَا-তাদের ; مِنْ دُونِهِ-তিনি ছাড়া ; وَلِيٌّ-কোনো অভিভাবক ; وَلَا-কোনো সুপারিশকারী ; يَتَّقُونَ-তাকওয়া অবলম্বন করে।^{৩৭}
②-আর ; تَطْرُدِ-আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; يَدْعُونَ-ডাকে ; بِالْغَدَاةِ-(ব+আল+গদা)-সকাল ; وَالْعَشِيِّ-(রব+হম)-তাদের প্রতিপালককে ; يُرِيدُونَ-তারা কামনা করে ; وَجْهَهُ-(ও+হ)-তঁার সন্তোষ ;

৩৭. অর্থাৎ আপনার এ সতর্ককরণ বা উপদেশ প্রদান দ্বারা এমন লোকেরা উপকৃত হবে না যারা আখেরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহিতার ভয় অন্তরে পোষণ করে না। তাছাড়া এমন লোকেরাও উপকার লাভ করবে না যারা ভিত্তিহীন ভরসা করে বসে আছে। তারা মনে করে যে, তারা দুনিয়াতে যাকিছু করুক না কেন, তাদের অপরাধের কোনো প্রভাব-ই তাদের উপর পড়বে না। তারা মনে করে যে, আমরা অমুকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছি ; অমুক তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ

(যেহেতু) তাদের (কর্মের) হিসাবদানের কোনো দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার (কর্মের) হিসাবদানের কোনো দায়িত্বও তাদের উপর নেই

فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

অতপর যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন তাহলে আপনিও বাড়াবাড়িকারীদের মধ্যে शामिल হয়ে যাবেন।^{৩৩}

৫৩. আর এভাবেই আমি তাদের কতককে কতক দ্বারা পরীক্ষা করেছি^{৩৩}

তা-দের (من+حساب+هم)-; من حسابهم-; আপনাদের উপর-; عَلَيْكَ-; নেই দায়িত্ব-; مَا-; হিসাব দানের-; مِنْ حِسَابِكَ-; নেই দায়িত্ব-; مَا-; এবং-; وَ-; কোনো কিছু-; مِنْ شَيْءٍ-; আপনাদের হিসাব দানের-; (من+حساب+ك)-; কোনো-; مِنْ شَيْءٍ-; তাদের উপর-; عَلَيْهِمْ-; অতপর যদি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন-; فَتَطْرُدْهُمْ-; কিছু-; كَيْفٍ-; (ال+ظالمين)-; الظالمين-; মধ্যে-; مِنْ-; তাহলে আপনিও शामिल হয়ে যাবেন-; فَتَكُونَ-; (ال+ظالمين)-; الظالمين-; আর-; وَ-; এভাবেই-; كَذَلِكَ-; আমি পরীক্ষা করেছি-; فَتَنَّا-; কতক দ্বারা-; (ب+بعض)-; بَعْضُهُمْ-; কতককে-; (بعض+هم)-; بَعْضُهُمْ-;

করে নিয়েছে। আপনার সতর্কীকরণ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে যারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহীতার ভয় অন্তরে পোষণ করে। এদের উপরই আপনার উপদেশের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩৮. এখানে কুরাইশদের কতক আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কুরাইশদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি ছিল তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তাঁর চারপাশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমবেত হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী বিলাল, আন্নার, সুহাইব ও খাব্বাব প্রমুখ ব্যক্তি সম্পর্কে বিদ্বেষাত্মক কথা বলতো। তারা এমন কথাও বলতো যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথী করার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আর কোনো সম্মানিত লোক খুঁজে পেলেন না। কুরাইশদের এসব কথার প্রতিউত্তর অত্র আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার কর্ম ও দায়িত্বের জন্য নিজেই জবাবদিহী করবে। যারা ঈমান এনেছে তাদের কাজের জন্য তারাই জবাবদিহী করবে এবং আপনার কাজের জন্য আপনিই জবাবদিহী করবেন। আপনার কোনো নেক কাজের ফলাফল তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং তাদের কোনো মন্দ কাজের দায় তারা আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারবে না। তারপরও তারা যখন নিছক সত্য-সম্মানী হিসেবে আপনার নিকট হাজির হয় তখন আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন কেন ?

لَيَقُولُوا أَهْوَآءٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ

যেন তারা বলে—এরাই কি তারা আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ ইহসান করেছেন ? আল্লাহ কি অধিকতর জ্ঞানী নন

بِالشُّكْرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ

কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ? ৫৪. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান রাখে তারা যখন আপনার নিকট আসে তখন আপনি বলুন—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক তাঁর নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহ করাকে কর্তব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন, যেমন তোমাদের কেউ যদি করে বসে

سُوًّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ۗ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দ কাজ, আর তার পরপরই তাওবা করে নেয় এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৫৫

ইহসান - مِن; -এরাই কি তারা (আহওয়াল)- أَهْوَآءٌ; যেন তারা বলে; لَيَقُولُوا - (বিন+না)- بَيْنِنَا; থেকে; مِّن; উপর; عَلَيْهِمْ; আল্লাহ; اللَّهُ; অধিকতর জ্ঞানী; بِأَعْلَمَ; আল্লাহ কি নন (আল+লিস+আল্লাহ)- أَلَيْسَ اللَّهُ; কৃতজ্ঞদের সম্পর্কের (আল+শুকরিন)- بِالشُّكْرِينَ; জ্ঞানী; إِذَا; যখন; إِذَا; আর; ۝; যখন আসে; الَّذِينَ; আপনার নিকট আসে; جَاءَكَ; তারা যারা; الْمُؤْمِنُونَ; ঈমান রাখে; يُؤْمِنُونَ; আমার নিদর্শনসমূহের উপর; آيَاتِنَا; তখন আপনি বলুন; قُلْ; তখন আপনি বলুন; كَتَبَ; তোমাদের উপর (আল+রহমত)- الرَّحْمَةَ; তাঁর নিজের (আল+রহমত)- نَفْسِهِ; উপর; عَلَيْهِمْ; তোমাদের প্রতিপালক (আল+রহমত)- رَبُّكُمْ; কৃতব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন; عَمِلَ; তোমাদের কেউ; مَن; যেমন; أَنَّهُ; সোঁয়া; তোমাদের কেউ; سُوًّا; অজ্ঞতাবশত (আল+জহালত)- بِجَهَالَةٍ; আর; ثُمَّ; তাওবা করে নেয়; تَابَ; এবং; وَ; তাওবা করে নেয়; أَصْلَحَ; পরম দয়ালু; رَّحِيمٌ; অত্যন্ত ক্ষমাশীল; غَفُورٌ; তবে নিশ্চয়ই তিনি (আল+আন+হ)-

৪. পার্শ্বি ধন-সম্পদকে সভ্যতা ও উন্নতির পরিচায়ক মনে করা মানবতার অবমাননার শামিল।
উদ্ভতা ও সভ্যতার মাপকাঠি সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

৫. জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য জরুরী। পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলের নিকট স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে হবে; কিন্তু যারা তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যদের কারণে তাদেরকে উপেক্ষা করা জায়েয নয়।

৬. আল্লাহর নিয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার জন্য অপরিহার্য।

৭. শুনাহের ক্ষমার জন্য অনুতপ্ত হওয়া যেমন আবশ্যিক তেমনি ভবিষ্যত কাজের সংশোধনও জরুরী। সে মতে যেসব ফরয ও ওয়াজিব আদায় করা হয়নি সেগুলো কাযা করা আবশ্যিক। আর বান্দাহর যেসব অধিকার হরণ করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যার্পন কিংবা সংশ্লিষ্ট লোকের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়াও আবশ্যিক। আর ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হলে তার জন্য নিয়ামিত দোয়া করা আবশ্যিক। এতে আশা করা যায় সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে রেহাই পাবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭
পারা হিসেবে রুকু'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

৫৬. আপনি বলুন—অবশ্যই আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদাত করতে
যাদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা ডাকো,

﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

বলে দিন, আমি তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করি না ; (যদি করি) নিসন্দেহে আমি তখন গোমরাহ হয়ে
যাবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে থাকবো না ।

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي﴾

৫৭. আপনি বলুন। আমি তো অবশ্যই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত
অথচ তাঁকেই তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করছো : আমার নিকট তা নেই

﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرٌ﴾

যা সত্বর তোমরা চাচ্ছে ; নির্দেশদানের ক্ষমতা তো আল্লাহ ছাড়া কারো নেই ;
এ সত্যই তিনি বর্ণনা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম

﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন ; ﴿إِنِّي﴾-অবশ্যই আমাকে ; ﴿نُهَيْتُ﴾-নিষেধ করা হয়েছে ; ﴿أَنْ أَعْبُدَ﴾-
ইবাদাত করতে ; ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾-তোমরা ডাকো ; ﴿مِنْ دُونِ﴾-তোমাদের কামনা-বাসনার ; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহকে ; ﴿قُلْ﴾-বলে দিন ; ﴿أَهْوَاءَكُمْ﴾-আমি অনুসরণ করি না ; ﴿قَدْ ضَلَلْتُ﴾-নিসন্দেহে আমি গোমরাহ হয়ে যাবো ; ﴿إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾-তখন ; এবং ; ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾-হিয়াদাতপ্রাপ্ত
লোকদের । ﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন ; ﴿إِنِّي﴾-আমি তো অবশ্যই ; ﴿عَلَىٰ﴾-উপর প্রতিষ্ঠিত ;
﴿بَيِّنَةٍ﴾-স্পষ্ট প্রমাণের ; ﴿مِنْ رَبِّي﴾-পক্ষ থেকে ; ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾-আমার প্রতিপালকের ; অথচ ;
﴿مَا عِنْدِي﴾-আমার নিকট ; ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾-তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করছো ; ﴿مَا﴾-নেই ; ﴿عِنْدِي﴾-আমার নিকট ;
﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾-সত্বর তোমরা চাচ্ছে ; ﴿تَسْتَعْجِلُونَ﴾-তা ; ﴿بِهِ﴾-নির্দেশ দানের
ক্ষমতা কারো নেই ; ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾-আল্লাহ ; ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾-তিনি বর্ণনা করেন ; ﴿هُوَ خَيْرٌ﴾-এ
সত্য ; ﴿وَهُوَ﴾-আর ; ﴿وَهُوَ خَيْرٌ﴾-তিনি ; সর্বোত্তম ;

الْفُصْلَيْنِ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ

ফায়সালাকারী। ৫৮. আপনি বলে দিন—তোমরা যা সত্বর চাচ্ছে তা যদি আমার নিকট থাকতো তাহলে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেতো

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

আমার ও তোমাদের মধ্যে ; আর আল্লাহই ভালো জানেন যালেমদের ব্যাপার।

৫৯. আর তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্য^{৫৮} জগতের চাবিকাঠি,^{৫৯}

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ

তিনি ছাড়া তা আর কেউ জানে না ; এবং জলে ও স্থলে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি জানেন ; আর একটি পাতাও ঝরে না

أَنْ ; يَدِي-যদি ; لَوْ-আপনি বলে দিন ; ﴿٥٧﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; (ال+فصلين)-ফায়সালাকারী। (ان+عندى)-আমার নিকট থাকতো ; مَا-যা ; تَسْتَعْجِلُونَ-তোমরা সত্বর চাচ্ছে ; (ال+امر)-বিষয়টি ; بِه-তা ; لَقُضِيَ-তাহলে চূড়ান্ত হয়ে যেতো ; (بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-আর ; (بين+ي)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بِالظَّالِمِينَ-(ب+ال+ظالمين)-যালেমদের ব্যাপারে ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; (عند+ه)-তাঁর নিকটেই রয়েছে ; مَفَاتِحُ-চাবিকাঠি ; هُوَ-ছাড়া ; لَا يَعْلَمُهَا-কেউ জানে না তা ; (ال+غيب)-অদৃশ্য জগতের ; وَ-এবং ; وَيَعْلَمُ-তিনি জানেন তাও ; مَا-যা কিছু রয়েছে ; فِي الْبَرِّ-স্থলে ; وَ-ও ; مِنْ وَرَقَةٍ-একটি পাতাও ; (ال+بحر)-জলে ; وَ-আর ;

৪৩. বিরোধীদের কথা ছিল যে, তুমি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের মিথ্যা বলে জানা এবং অমান্য করার জন্য আল্লাহর আযাব আমাদের উপর আসছে না কেন ? তাদের কথার জবাবেই বলা হচ্ছে যে, তোমরা যেটাকে মিথ্যা মনে করছো, সেটাতো কোনো মানুষের হাতে নেই, তা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে।

৪৪. 'গায়েব' শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয় যার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি।

৪৫. 'মাফাতিহ' শব্দটি 'মিফতাহ' বা 'মাফতাহ' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চাবিকাঠি বা ভাণ্ডার। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে। কেননা 'চাবির মালিক' বলে 'ভাণ্ডারের মালিক'-ও বোঝানো হয়ে থাকে। এর মূলকথা হলো-অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

إِلَّا يَعْلَمَهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ

তাঁর অবগতি ছাড়া, যমীনের অন্ধকারে^{৪৬} একটি শস্যদানাও নেই এবং
নেই কোনো আর্দ্রবস্তু ও নেই কোনো শুকনো বস্তু

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ

সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ ছাড়া। ৬০. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি রাতের বেলা
তোমাদের (নিদ্রারূপ) মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই জানেন

مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ

যা তোমরা দিনের বেলায় উপার্জন করো, অতপর তাতেই তোমাদেরকে (নিদ্রারূপ
মৃত্যু থেকে) পুনর্জীবন দান করেন যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয় ;

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

পুনরায় তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতপর তিনি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে
বলে দেবেন যা তোমরা করে আসছিলে।

তাঁর অবগতি ছাড়া; -এবং; -একটি শস্যদানাও
নেই; -এবং; -যমীনের; -অন্ধকারে; -ফী ظُلْمَتٍ; -নেই
কোনো আর্দ্র বস্তু; -ও; -লাইস; -নেই কোনো শুকনো বস্তু; -আ; -ছাড়া; -ফী كِتَابٍ;
কিতাবে লিপিবদ্ধ; -সুস্পষ্ট; -আর; -হু; -তিনিই সেই সত্তা; -যিনি; -الَّذِي;
- (ব+আ+লিল)-বালিল; -তোমাদের মৃত্যু ঘটনা (নিদ্রারূপ); -يَتَوَفَّاكُمْ;-
রাতের বেলায়; -এবং; -তিনিই জানেন; -يَعْلَمُ; -যা তোমরা উপার্জন
করো; -مَا جَرَحْتُمْ; -অতপর; -ثُمَّ; -দিনের বেলায়; -بِالنَّهَارِ;-
- (বিব্+কম)-يَبْعَثُكُمْ; -তাতেই; -فِيهِ; -যাতে পূর্ণ হয়;
-لِيُقْضَىٰ;-মেয়াদ; -مُسَمًّى;-পুনরায়; -إِلَيْهِ;-তাঁর নিকটই; -مَرْجِعُكُمْ;-
তোমাদের প্রত্যাবর্তন; -অতপর; -ثُمَّ; -তিনি তোমাদেরকে বলে
দেবেন; -كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ;-তোমরা করে আসছিলে।

৪৬. 'যুলুমাত' শব্দ দ্বারা এখানে পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার বুঝানো হয়েছে।
ভূগর্ভের অন্ধকার, সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার
ইত্যাদি এর মধ্যে शामिल।

৭ রুক্ব' (৫৬-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সুখ প্রদানকারী অথবা দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তিদানকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তি তথা ব্যক্তি, বস্তু বা উপাদানকে মনে করে নেয়া শিরক। এ শিরক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. পার্থিব বিপদাপদ মানুষের কুকর্মের ফল এবং এটা চূড়ান্ত ফল নয়, বরং পারলৌকিক শাস্তির নিতান্ত নগণ্য নমুনা মাত্র। তবে ঈমানদারদের জন্য পার্থিব বিপদাপদ এক প্রকার রহমত। কারণ এর দ্বারা ঈমানদারগণ সতর্ক হয়ে যায় এবং পারলৌকিক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য পাপ কাজ থেকে বিরত হয়। সুতরাং পার্থিব বিপদে হতাশ না হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন আবশ্যিক।

৩. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত অদৃশ্য জগতের যে সকল জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন তা নিসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী।

৪. নিদ্রা মৃত্যুর সমান। নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন পুনর্জীবন দান করা হয় তেমনি মৃত ব্যক্তিও হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হবে এবং তাকে দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের হিসাব প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাসের আলোকে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৮

পারা হিসেবে রুক্ক'-১৪

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿۝۱﴾ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتَّىٰ إِذَا

৬১. আর তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর প্রবল পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের প্রতি হিফায়তকারী পাঠিয়ে থাকেন ;^{৬১} এমনকি যখন

جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۗ

তোমাদের কারো মৃত্যু এসে পড়ে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ হরণ করে এবং তারা ভুল করে না ।

﴿۝۲﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحَكْمُ

৬২. অতপর তাদের মূল মালিক আল্লাহর নিকট তারা প্রত্যাবর্তিত হবে ; শুনে নাও—নির্দেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ ﴿۝۳﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

এবং তিনি হিসাব গ্রহণকারীদের মধ্যে দ্রুততম । ৬৩. আপনি বলুন— স্থলভাগ ও জল ভাগের অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে কে উদ্ধার করেন ?

﴿৬১﴾ -আর ; وَهُوَ-তিনি ; الظَّاهِرُ-প্রবল পরাক্রমশালী ; فَوْقَ-উপর ; عِبَادِهِ-বান্দাহদের ; حَفَظَةً - হিফায়তকারী ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; يُرْسِلُ-তিনিই পাঠিয়ে থাকেন ; ۗ-এবং ; حَتَّىٰ - এমনকি ; إِذَا-যখন ; جَاءَ-এসে পড়ে ; أَحَدَكُمْ- (এক+কম)-তোমাদের কারো ; الْمَوْتُ-মৃত্যু ; تَوَفَّتْهُ- (তوف+হ)-প্রাণ হরণ করে তার ; رُسُلْنَا - (রসল+না)-আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ; وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ-ভুল করে না ; أَفْرَاطًا-অত্যধিক ; هُمْ-তারা ; عِبَادِهِ-বান্দাহদের ; وَ-এবং ; ثُمَّ-অতপর ; رُدُّوْا-তারা প্রত্যাবর্তিত হবে ; إِلَى-নিকট ; اللَّهُ-আল্লাহর ; الْحَقُّ-তাদের মালিক ; أَلَا-শুনে নাও ! لَهُ-তাঁরই ; الْحَكْمُ-নির্দেশদানের ক্ষমতা ; وَ-এবং ; أَسْرَعُ-দ্রুততম ; الْحَسِبِينَ-হিসাব গ্রহণকারীদের মধ্যে ; قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; يُنَجِّيكُمْ-তোমাদেরকে উদ্ধার করেন ; مِّنْ-থেকে ; ظُلُمِ-অন্ধকার ; الْبَرِّ-স্থলভাগ ; وَ-ও ; الْجَلِ-জলভাগ ;

تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ

তোমরা যখন তাঁকে কাতর হয়ে চুপে চুপে ডাকো (এই বলে)—যদি তিনি আমাদের এ (বিপদ) থেকে মুক্তি দেন তবে অবশ্যই আমরা शामिल হয়ে যাবো

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٨﴾ قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

কৃতজ্ঞদের মধ্যে । ৬৪. আপনি বলে দিন—আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তা থেকে এবং যাবতীয় বিপদ-মুসীবত থেকে

ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

তারপরও তোমরা শিরক করো । ৬৫. আপনি বলুন, তিনি অবশ্যই সমর্থ তোমাদের উপর প্রেরণ করতে

ও-ও ; وَ تَضَرُّعًا -কাতর হয়ে ; تَدْعُوهُ -তোমরা যখন তাঁকে ডাকো (تدعون+ه) -خُفْيَةً -চুপে চুপে (এই বলে) ; لَئِنْ -যদি ; أَنْجَيْنَا -আমাদেরকে মুক্তি দেন ; لَنَكُونَنَّ -আমরা অবশ্যই शामिल হয়ে যাবো ; مِنْ -থেকে ; هَذِهِ -এ (বিপদ) থেকে ; مِنْ -মধ্যে ; الشَّاكِرِينَ -কৃতজ্ঞদের (ال+শাকরিন) -قُلِ اللَّهُ -আপনি বলে দিন ; مِنْهَا -তা থেকে ; يَنْجِيكُمْ -তোমাদেরকে উদ্ধার করেন (ينجي+كم) -كَرْبٍ -বিপদ মুসীবত ; كُلِّ -যাবতীয় ; وَ -এবং ; أَنْتُمْ -তোমরা ; تَشْرِكُونَ -তোমরা শিরক করো । (على+ان يبعث) -تَشْرِكُونَ -তোমরা শিরক করো ; هُوَ -তিনি ; الْقَادِرُ -অবশ্যই সামর্থ ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর ;

৪৭. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও নড়াচড়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধির উপর নয়র রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে ; সুতরাং তোমাদের এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

৪৮. অর্থাৎ তোমরা জানো যে, আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সকল শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁরই হাতে ; তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ করার মালিকও তিনি, তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠিও তাঁরই ইখতিয়ারে । তোমরা কোনো কঠিন সংকটে পড়লে তাঁর নিকটই আশ্রয় চাও, এসব কিছুর অকাট্য প্রমাণ তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো কোন্ যুক্তিতে ? তোমাদের বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করেন অথচ বিপদ মুক্তির পরপরই অন্যদেরকে উদ্ধারকারী মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামেই ভেট-নয়রানা দিতে থাকো ।

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا

শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে কিংবা মুখোমুখি করে দিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়ে

وَيَذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ

এবং তোমাদের কতককে অন্যদের সাথে সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে ; লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে নিদর্শনসমূহের বিবরণ পেশ করি

لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۗ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ

যাতে তারা বুঝতে পারে।^{৬৬} আর আপনার জাতি মিথ্যা বলেছে তাকে, অথচ তা সত্য ;

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۗ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مَّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

আপনি বলুন—আমিতো তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক নই।^{৬৭} প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

- مِنْ - অথবা ; أَوْ - তোমাদের উপর থেকে ; فَوْقِكُمْ - থেকে ; مِّنْ - শাস্তি ; عَذَابًا - থেকে ; (يَلْبَسُ+কম) - يَلْبَسَكُمْ - অথবা ; أَوْ - তোমাদের পায়ের ; تَحْتِ - নীচ ; تَحْتِ - তোমাদেরকে মুখোমুখি করে দিতে ; شِيعًا - বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়ে ; وَ - এবং ; بَعْضَ - সংঘর্ষের ; بَعْضِ - তোমাদের কতককে ; بَعْضِ - অন্যদের সাথে ; أَنْظُرْ - তোমরা লক্ষ্য করো ; كَيْفَ - কিভাবে ; نَصَرَفَ - আমি বিভিন্ন প্রকারে বিবরণ পেশ করি ; الْآيَاتِ - নিদর্শনসমূহের ; لَعَلَّهُمْ - যাতে তারা ; قَوْمُكَ - তোমার ; كَذَّبَ - মিথ্যা বলেছে ; بِهِ - তাকে ; وَ - অথচ ; وَ - আপনার জাতি ; الْحَقُّ - সত্য ; قُلْ - আপনি বলুন ; لَسْتُ - আমি নই ; عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর ; بِيَوْمِكُمْ - তোমাদের উপর ; لِكُلِّ نَبِيٍّ - প্রত্যেক সংবাদের জন্য ; مَّسْتَقَرٌّ - নির্ধারিত সময় রয়েছে ; وَسَوْفَ - অচিরেই ; تَعْلَمُونَ - তোমরা জানতে পারবে ; وَ - এবং ;

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে চেনা-জানার সুবিধার্থে এবং সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক পথে তোমাদের চলার সুবিধার্থে তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী পেশ করেছেন ; সুতরাং তোমরা যদি এরপরও সঠিক পথ অবলম্বন না করো এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে জীবন-যাপন করো তাহলে মনে রেখো যে কোনো সময়ই

يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

তাকওয়া অবলম্বন করে—ওদের (কর্মের) কোনো হিসাব দেয়ার ব্যাপারে, তবে উপদেশ দেয়া (দায়িত্ব), হয়ত তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে।^{৭২}

۝ وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদেরকে যারা তাদের দীনকে হাসি-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে,

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

আর এর (কুরআনের) সাহায্যে আপনি উপদেশ দিন যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য শ্রেফতার হয়ে না যায়, যখন থাকবে না তার আল্লাহ ছাড়া

وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ

কোনো অভিভাবক আর না কোনো সুপারিশকারী ; আর বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না ;

يَتَّقُونَ-তাকওয়া অবলম্বন করে; مِنْ-ব্যাপারে; حِسَابِهِمْ-ওদের (কর্মের) হিসাব দেয়ার; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু; وَلَكِنْ-তবে; ذِكْرِي-উপদেশ দেয়া (দায়িত্ব); لَعَلَّهُمْ-হয়ত তারা; يَتَّقُونَ-তাকওয়া অর্জন করতে পারে। ৭০। وَ-আর; ذُرِّ-আপনি বর্জন করুন; دِينَهُمْ-(দীন+হম)-বানিয়ে নিয়েছে; اتَّخَذُوا-তাদেরকে যারা; الْحَيَاةُ الدُّنْيَا-তাদের দীনকে; لَعِبًا وَلَهْوًا-হাসি তামাশার বস্তু; وَ-এবং; غَرَّتْهُمُ-(গর্ব+হম)-তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে; الْحَيَاةُ-(ال+حياة)-জীবন; الدُّنْيَا-(ال+دنیا)-দুনিয়ার জীবন; وَ-আর; ذَكِّرْ-আপনি উপদেশ দিন; بِهِ-এর সাহায্যে; أَنْ تُبْسَلَ-নিজ কৃতকর্মের জন্য; نَفْسٌ-কেউ; بِمَا كَسَبَتْ-থাকবে না; لَيْسَ-তার; مِنْ دُونِ اللَّهِ-আল্লাহ; وَلِيٍّ-কোনো অভিভাবক; وَلَا شَفِيعٍ-বিনিময়ে; ۚ-যদি; وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ-আর; لَا يُؤْخَذُ-সবকিছু; مِنْهَا-তার থেকে;

৫১. অর্থাৎ আপনি যদি কখনো আমার নির্দেশ ভুলে গিয়ে তাদের সাহচর্যে গিয়ে বসেই যান তাহলে স্মরণ আসার সাথে সাথেই এদের সংস্পর্শ ত্যাগ করবেন।

৫২. অর্থাৎ যারা নিজেরা তাকওয়া অবলম্বন করে জীবন যাপন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে, নাফরমানদের নাফরমানীর দায়-দায়িত্ব তাদের উপর

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِمَا كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

এরাই তারা যারা নিজের কৃতকর্মের জন্য শ্রেফতার হবে ;
তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত গরম পানীয়

وَعَذَابُ الْيَمْرِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা কুফরী করতো ।

أُولَئِكَ-নিজেদের ; بَمَا كَسَبُوا-শ্রেফতার হবে ; الَّذِينَ-যারা ; أَسْلَمُوا-এরাই তারা ; لَهُمْ-তাদের জন্য থাকবে ; شَرَابٌ-পানীয় ; حَمِيمٍ-ফুটন্ত গরম ; مِّنْ حَمِيمٍ-ফুটন্ত গরম ; كَانُوا يَكْفُرُونَ-তারা কুফরী করতো ; يَمْرِ-যন্ত্রণাদায়ক ; الْيَمْرِ-যন্ত্রণাদায়ক ; عَذَابٌ-শাস্তি ; وَ-এবং ;

নেই । সুতরাং নাফরমানদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করে, তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরে অযথা সময় নষ্ট করা হকপন্থীদের কাজ নয় ।

৮ রুক্কূ' (৬১-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

- আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর পাঠানো হিফায়তকারীর মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে হিফায়ত করছেন । এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ । সন্দেহ ও অবিশ্বাস করা কুফরী ।
- আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতারাই-মানুষের প্রাণ হরণ করেন ।-এ বিশ্বাসও ঈমানের অংশ । এতেও সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই ।
- আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্রষ্টা, হিফায়তকারী, মৃত্যুদানকারী, সুতরাং আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার এবং ক্ষমতাও তাঁরই । অতএব পৃথিবীতে একমাত্র তাঁর বিধানই কার্যকর হবে ।
- যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মানুষকে একমাত্র আল্লাহই উদ্ধার করেন । আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিপদ উদ্ধারকারী মনে করা শির্ক । এ ধরনের শির্ক থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে ।
- আল্লাহ আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে পারেন এবং যমীন থেকেও তা প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে আমাদের উপর আপতিত হতে পারে । তাছাড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা দেশে দেশে অথবা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েও অশান্তি সৃষ্টি করে দিতে পারেন ।
- সকল প্রকার অশান্তি, দুঃখ-দৈন্যতা, রোগ-শোক ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা জানাতে হবে ।
- আল্লাহকে তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য সহকারে চেনা-জানার জন্য প্রয়োজনীয় নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন । সুতরাং তাঁকে না জানার কোনো কারণ থাকতে পারে না ।

৮. যেসব সভা-সমাবেশ বা আলোচনায় আল্লাহর কিতাব, দীন ও আখেরাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্‌গম বা বিরূপ সমালোচনা হয় সেসব সভা-সমাবেশ বা আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. বিরোধীদেরকেও দীনের দাওয়াত দিতে হবে। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করতেও পারেন।

১০. মানুষকে সরাসরি আল্লাহর কিতাবের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে।

১১. যারা আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে অস্বীকার করবে তারা কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে ; পরকালে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৯
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ۝٩١﴾

৭১. আপনি বলুন—আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের করতে পারে না কোনো উপকার আর না করতে পারে আমাদের কোনো ক্ষতি এবং আমরা কি ফিরে যাবো আমাদের পেছনের দিকে

﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۝٩٢﴾

আমাদেরকে আল্লাহ যখন সঠিক পথ দেখিয়েছেন তারপরও ? সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তানরা দুনিয়াতে পথহারা করেছে দিশেহারা করে ;

﴿لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ ۝٩٣﴾

তার সাথীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডেকে বলে—এসো আমাদের নিকট ;
আপনি বলে দিন—অবশ্যই আল্লাহর পথই

﴿هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٩٤﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

সঠিক পথ ; আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করি । ৭২. এবং বলা হয়েছে যে, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো

﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন ; ﴿أَدْعُوا﴾-আমরা কি ডাকবো ; ﴿مِنْ دُونِ﴾-ছেড়ে ; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহকে ; ﴿وَمَا﴾-এমন কিছুকে যা ; ﴿يَنْفَعُنَا﴾-করতে পারে না আমাদের কোনো উপকার ; ﴿وَلَا يَضُرُّنَا﴾-না করতে পারে আমাদের কোনো ক্ষতি ; ﴿وَلَا يَضُرُّنَا﴾-এবং ; ﴿وَنُرَدُّ﴾-আমরা কি ফিরে যাবো ; ﴿عَلَىٰ﴾-দিকে ; ﴿أَعْقَابِنَا﴾-আমাদের পেছনের ; ﴿بَعْدَ﴾-তারপরও ; ﴿إِذْ﴾-যখন ; ﴿هَدَيْنَا﴾-আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহ ; ﴿كَالَّذِي﴾-সেই ব্যক্তির মতো ; ﴿اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ﴾-শয়তানরা ; ﴿فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾-যাকে পথহারা করেছে ; ﴿يَدْعُونَهُ﴾-শয়তানরা ; ﴿إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا﴾-তাকে ডেকে বলে ; ﴿لَهُ أَصْحَابٌ﴾-সাথীরা ; ﴿يَدْعُونَهُ﴾-তাকে ডেকে বলে ; ﴿قُلْ﴾-আপনি বলে দিন ; ﴿إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ﴾-সঠিক পথের ; ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾-সেটাই সঠিক পথ ; ﴿وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾-আমরা আদিষ্ট হয়েছি ; ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾-তোমরা প্রতিষ্ঠা করো ; ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾-এবং ; ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾-তোমরা প্রতিষ্ঠা করো ; ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾-নামায ;

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ﴿٩٨﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَأَيْتَ إِذْ أُرَاتَكَ

আর তিনি সুবিজ্ঞ ও সবিশেষ অবহিত । ৭৪. আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন—আপনি কি গ্রহণ করেন

أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أُرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٩﴾ وَكَذَلِكَ

মূর্তীগুলোকে ইলাহরূপে ; আমিতো নিশ্চিত আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি । ৭৫. আর এভাবেই

نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿١٠٠﴾

আমি ইবরাহীমকে দেখিয়েছি আসমান ও যমীনের পরিচালন ব্যবস্থা যেন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের মধ্যে शामिल হয়ে যান ।

সবিশেষ (ال+খবির)-الحَبِيرُ ; সুবিজ্ঞ (ال+হকিম)-الحَكِيمُ ; তিনি-هُوَ ; আর ; وَ
অবহিত । ৭৪. আর (স্মরণ করুন) ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীম ;
; আপনি কি গ্রহণ করেন (اتخذ)-أَتَّخَذُ ; আযরকে-أَزَرَ ; তাঁর পিতা-لِأَبِيهِ ;
; (ارى+ক)-أُرَاكَ ; আমিতো নিশ্চিত ; آلِهَةً-ইলাহরূপে ; مَلَكُوتَ-মূর্তীগুলোকে ;
; আপনাকে ; وَقَوْمَكَ-আপনার সম্প্রদায়কে ; فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-গোমরাহীতে নিমজ্জিত ;
; এভাবেই-كَذَلِكَ ; আর ; وَ﴿٩٩﴾-সুস্পষ্ট ; مُّبِينٍ-গোমরাহীতে নিমজ্জিত ;
; পরিচালন ব্যবস্থা ; مَلَكُوتَ-ইবরাহীমকে ; إِبْرَاهِيمَ-আমি দেখিয়েছি ;
; যেন তিনি হয়ে যান ; وَلِيَكُونَ-যমীনের-الْأَرْضِ ; وَ ; शामिल ;
; দৃঢ় বিশ্বাসীদের (الموقنين)-الْمُوقِنِينَ ।

৫৫. অর্থাৎ আজকে যাদেরকে দুনিয়ার ক্ষমতায় আসীন দেখা যাচ্ছে, সেদিন তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। সেদিন মানুষের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে যাবে, তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ক্ষমতা ও রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিকারী এবং বাস্তবেও তা-ই হয়েছে।

৫৬. যাকিছু সৃষ্টির চোখের আড়ালে আছে তা-ই অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্য। আর যাকিছু তার গোচরীভূত তা-ই প্রকাশ্য বা দৃশ্য।

৫৭. এখানে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনী উল্লেখপূর্বক বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)ও তাঁর অনুসারীদের সাথে কুরাইশ কাফেরগণ যে আচরণ করছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথেও তাঁর স্বগোত্রীয় লোকেরা একই আচরণ করেছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো—আরবের কুরাইশ কাফেররা

﴿ۙ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ

৭৬. অতপর যখন রাতের অন্ধকার তাঁর উপর ছেয়ে গেলো তখন তিনি দেখতে পেলেন তারকা, বললেন—
'এটাই আমার প্রতিপালক ;' কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো, তিনি বললেন—

لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿ۙ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ

আমি অন্তগামীদের ভালবাসি না । ৭৭. তারপর যখন তিনি দীপ্ত চাঁদকে দেখলেন,
বললেন—'এটাই আমার প্রতিপালক ; কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো

﴿ۙ فَلَمَّا أَفَلَ﴾-(+ال)-তিনি দেখতে পেলেন ; كَوْكَبًا-তারকা ; قَالَ-তিনি বললেন ; هَذَا-এটাই ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; فَلَمَّا-কিন্তু যখন ; جَنَّ-ছেয়ে গেলো ; عَلَيْهِ-তাঁর উপর ; اللَّيْلُ-(+ال)-তা অস্ত গেলো ; قَالَ-তিনি বললেন ; لَا أَحِبُّ-আমি ভালবাসি না ; الْأَفْلِينَ-(+ال)-অন্তগামীদের । الْقَمَرَ-(+ال)-চাঁদকে ; بَازِعًا-দীপ্ত ; قَالَ-তিনি বললেন ; هَذَا-এটাই ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; فَلَمَّا-কিন্তু যখন ; أَفَلَ-তা অস্ত গেলো ;

নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং তাঁর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো। আরও বলা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তারা ছিল মূর্খ ও বাতিল, তদ্রূপ মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে বিতর্ককারী যারা তারাও মূর্খ ও বাতিল। সুতরাং ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী বলে দাবী করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।

৫৮. অর্থাৎ তোমাদের সামনে যে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজী ইত্যাদি নিদর্শনাবলী রয়েছে। এসব নিদর্শনাবলী ইবরাহীম (আ)-এর সামনেও ছিল। কিন্তু তিনি এসব দেখে তাঁর প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহকে চিনতে পেরেছিলেন, আর তোমরা এসব দেখেও তা থেকে হিদায়াত লাভ করছো না ; বরং তোমরা দেখেও না দেখার ভান করছো।

৫৯. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবকিছুই শিরকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। আর তাঁর দাওয়াতের দ্বারাও দেশের সামগ্রিক দিক তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সকল স্তরের লোকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ ছিল সমাজের উপরতলা থেকে নীচতলা পর্যন্ত পুরো ইমারতটি ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে সবকিছু গড়ে তোলা। আর এজন্যই সমাজের সকল সুবিধাভোগী শ্রেণীই তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। এমন একটি

قَالَ لئن لم يهدني ربي لآكونن من القوم الضالين ○

তিনি বললেন—আমার প্রতিপালক যদি আমাকে হেদায়াত না করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে शामिल হয়ে যাবো ।

﴿٩٨﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

৯৮. অতপর যখন তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখলেন, বললেন—‘এটাই আমার প্রতিপালক, এটা সবচেয়ে বড় ; কিন্তু যখন তা অস্ত গেল, তিনি বললেন—

يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٩٩﴾ إِنِّي وَجْهٌ وَجْهِي لِلذِّى فِطَرُ

“হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যে শিরক করছো তা থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত ।”

৯৯. নিশ্চয়ই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম সেই সত্তার দিকে—যিনি সৃষ্টি করেছেন

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٠﴾ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ

আসমানসমূহ ও যমীন—একনিষ্ঠভাবে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই ।

১০০. আর তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো ;

তিনি বললেন ; - رَبِّي - আমাকে হিদায়াত না করেন ; - لئن - যদি ; - لئن - তিনি বললেন ; - قَالَ - আমার প্রতিপালক ; - لَأَكُونَنَّ - আমি অবশ্যই शामिल হয়ে যাবো ; - من - মধ্যে ; - الْقَوْمِ - সম্প্রদায়ের ; - الضَّالِّينَ - পথভ্রষ্ট । ﴿٩٨﴾ - অতপর যখন ; - رَأَى - তিনি দেখলেন ;

رَبِّي - সূর্যকে ; - الشَّمْسُ - এটাই ; - هَذَا - তিনি বললেন ; - قَالَ - উজ্জ্বল অবস্থায় ; - بَازِغَةً - সূর্যকে ; - أَفَلَتْ - আমার প্রতিপালক ; - هَذَا - এটা ; - أَكْبَرُ - সবচেয়ে বড় ; - فَلَمَّا - কিন্তু যখন ;

তিনি বললেন ; - قَالَ - তা অস্ত গেলো ; - قَالَ - তিনি বললেন ; - يَقَوْمِ - হে আমার সম্প্রদায় ; - إِنِّي - আমার মুখ ; - وَجْهٌ - (যা+قوم) - তা থেকে, যে ; - مِمَّا - মুক্ত ; - بَرِيءٌ - তোমরা শিরক করছো ।

আমার মুখ ; - وَجْهِي - (যা+য) - ফিরিয়ে নিলাম ; - وَجْهِي - নিশ্চয়ই আমি ; - إِنِّي - আসমানসমূহ ; - السَّمَوَاتِ - সৃষ্টি করেছেন ; - فِطَرُ - সেই সত্তার দিকে যিনি ; - الذِّى -

আমি নই ; - مَا - (মা+না) - এবং ; - وَمَا - একনিষ্ঠভাবে ; - حَنِيفًا - যমীন ; - وَالْأَرْضِ - ও -

তার সাথে - حَاجَهُ - (হা+জ) - আর ; - وَأَنَا - মুশরিকদের । ﴿١٠০﴾ - অন্তর্ভুক্ত ; - مِنَ - তার সম্প্রদায় ; - قَوْمُهُ - (قوم+হ) - বিতর্কে লিপ্ত হলো ;

প্রতিকূল অবস্থাতে হযরত ইবরাহীম (আ) কেবলমাত্র আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তাওহীদের বাগা বুলন্দ করেছিলেন। এ থেকেই আল্লাহর উপর তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

قَالَ اتَّحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ

তিনি বললেন—তোমরা কি বিতর্ক করছো আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; আর আমি তো তাকে ভয় করি না যাকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করছো ;

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

যদি না আমার প্রতিপালক অন্য কিছু চান ; প্রত্যেক বিষয়েই আমার প্রতিপালকের জ্ঞান পরিব্যপ্ত ; তোমরা কি সচেতন হবে না ?

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ

৮১. আর যাকে তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছো তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো ? অথচ তোমরা যে আল্লাহর সাথে শরীক করছো তাতে ভয় পাচ্ছে না—

مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ

যে সম্পর্কে তিনি তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি ; অতএব এ দু দলের কোনটি নিরাপত্তা পাওয়ার অধিক হকদার ?

قَالَ -তিনি বললেন ; اتَّحَاجُونِي-(আ+হাজুন+নি)-তোমরা কি আমার সাথে বিতর্ক করছো ; وَقَدْ هَدَانِ -তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; فِي اللَّهِ -আল্লাহ সম্পর্কে ; وَلَا أَخَافُ -আমি তো তাকে ভয় করি না ; مَا تُشْرِكُونَ -যাকে তোমরা শরীক করছো ; رَبِّي -চান ; شَيْئًا -কিছু ; وَسِعَ -পরিব্যপ্ত ; رَبِّي -আমার প্রতিপালকের ; كُلَّ شَيْءٍ -প্রত্যেক ; عِلْمًا -জ্ঞান ; أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ -তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না (৮১) ; وَكَيْفَ -কিভাবে ; أَخَافُ -ভয় করবো ; مَا أَشْرَكْتُمْ -তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছো ; وَلَا تَخَافُونَ -তোমরা ভয় পাচ্ছে না ; بِاللَّهِ -আল্লাহর সাথে ; مَا -যে ; لَمْ يَنْزِلْ -তিনি নাযিল করেননি ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের ; سُلْطَانًا -কোনো প্রমাণ ; فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ -এ দুয়ের ; أَحَقُّ بِالْأَمْنِ -নিরাপত্তা পাওয়ার ;

৬০. এখানে এমন কিছু ভাববার অবকাশ নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীকৃত বিশ্বাসে উপনীত হবার পূর্বে কিছু সময়ের জন্য হলেও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

যদি তোমাদের জানা থাকে (তা বলো)। ৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে (শিরকরূপ) যুল্ম দ্বারা মিশ্রণ ঘটায়নি

أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۖ

ওদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। ৬২

ان-যদি; الَّذِينَ-যারা; آمَنُوا-ঈমান এনেছে; وَلَمْ-এবং; يَلْبِسُوا-মিশ্রণ ঘটায়নি; إِيمَانَهُمْ-তাদের ঈমানের সাথে; بِظُلْمٍ-(শিরকরূপ) যুল্ম দ্বারা; أُولَئِكَ-ওদের; لَهُمُ-জন্যই রয়েছে; الْأَمْنُ-নিরাপত্তা; وَ-এবং; هُمْ-তারাই; مُهْتَدُونَ-হিদায়াতপ্রাপ্ত।

কারণ তারকা, চাঁদ ও সূর্যকে 'রব' মনে করে নেয়া তাঁর সিদ্ধান্তমূলক ছিল না; বরং এ 'মনে করে নেয়াটা' ছিল প্রশ্ন ও অনুসন্ধানমূলক। এ সময়টাতে তিনি ছিলেন সত্য অনুসন্ধান পথের পথিক।

৬১. অর্থাৎ 'তোমরা কি সচেতন হবে না?' তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক যথার্থ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই এ চেতনাকে অন্তরে জাগরুক রেখেই কাজ করে যেতে হবে।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে মেনে নেবে এবং নিজেদের এ মেনে নেয়ার সাথে মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস-এর কোনো প্রভাব থাকবে না, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি একমাত্র তারাই লাভ করবে এবং একমাত্র তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৯ রুকু' (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের দাওয়াত সর্বপ্রথম নিজের ঘর থেকেই শুরু করা কর্তব্য। এটা নবী-রাসূলদের পন্থা।
২. এক আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের সম্পর্ক কোনো মুশরিক-এর সাথে থাকতে পারে না। হোক সে অনাঈয় বা দূরবর্তী আঈয় অথবা নিকটতম আঈয়।
৩. ইসলামের সম্পর্কের দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত হলে বংশীয়, আঞ্চলিক বা ভাষাগত জাতীয়তা পরিত্যাজ্য।
৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গৃহীত কর্মপন্থার মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। মুশরিকদের সাথে তাওহীদপন্থীদের কোনো প্রকার সম্পর্কই থাকতে পারে না।
৫. সকল নবীর শরীআতেই নামায বিধিবদ্ধ ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথায় এটা প্রমাণিত। সুতরাং নামাযের ব্যাপারে সদা-সজাগ ও সচেতন থাকা মু'মিনের কর্তব্য।

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সারা দুনিয়ার মুসলিম এক জাতি; বাকী সকল দল-মত এক জাতি।

৭. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকেরা মূর্তি ও নক্ষত্রের উপাসক ছিল।

৮. মুশরিকদের সাথে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হওয়াটাই উত্তম।

৯. দীনী প্রচারকাজে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করা নবী-রাসূলদের আদর্শ।

১০. স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টিকে পূজা-উপাসনা করা কঠোর শিরক। আর শিরক হলো অত্যন্ত বড় যুলুম।

১১. দীনী প্রচার কাজে সর্বক্ষেত্রে অতি কঠোরতা বা অতি নম্রতা সমীচীন নয়; সুস্পষ্ট গোমরাহীর ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং অস্পষ্ট গোমরাহীর ক্ষেত্রে সন্দেহ নিরসনের পছন্দ অনুসরণ করা উচিত।

১২. সত্য প্রকাশের বেলায় যেভাবে ইচ্ছা সত্য প্রকাশ করে দেয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়; বরং হিকমতের সাথে কার্যকরীভাবেই সত্যকে উপস্থাপন করা জরুরী।

১৩. যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসস্থাপন করে এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে তারা সুপথপ্রাপ্ত এবং শান্তি থেকে নিরাপদ।

১৪. শুধুমাত্র মূর্তি পূজা-ই শিরক নয়; বরং যারা আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকে আল্লাহর গুণাবলীর বাহক মনে করে তারাও শিরক করে।

১৫. যারা কোনো ফেরেশতা, নবী ও অলী-বুয়র্গকে আল্লাহর কোনো কোনো গুণে অংশীদার বলে বিশ্বাস করে অথবা অলী-বুয়র্গের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' মনে করে তারাও শিরক করে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১০

পারা হিসেবে রুকু'-১৬

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿١٠﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ

৮৩. আর এ যুক্তি-প্রমাণ ছিলো আমারই যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় দিয়েছিলাম ; আমি যাকে চাই তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেই ;

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ । ৮৪. আর আমি তাঁকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ; প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ

আর ইতিপূর্বে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম নূহকে এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ,

وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ وَزَكَرِيَّا

মূসা ও হারুনকে ; আর সৎলোকদেরকে প্রতিদান আমি এভাবেই দিয়ে থাকি ।

৮৫. আর (সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম) যাকারিয়া,

﴿١٣﴾ وَآرَءَيْتُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَاتُ يَوْمٍ نُّنَادِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١٥﴾

আর ; এ-তلك ; যুক্তি-প্রমাণ ছিলো আমারই ; যা আমি আতাইনহা ; ইবরাহীমকে ; মুকাবিলায় ; তাঁর সম্প্রদায়ের ; নর্ফু' - আমি সমুন্নত করে দেই ; মর্যাদা ; মন-যাকে ; আমি চাই ; নিশ্চয়ই ; আপনার প্রতিপালক ; সুবিজ্ঞ ; সর্বজ্ঞ । ৮৪. আর ; আমি দান করেছিলাম ; তাঁকে ; ইসহাক ; ইয়াকুব ; প্রত্যেককেই ; সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম ; আর ; আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম ; নূহকে ; এবং ; তাঁর বংশধরদের ; ইতিপূর্বে ; থেকে ; তাঁর বংশধরদের ; দাউদ ; সুলায়মান ; আইউব ; ইউসুফ ; মূসা ; হারুনকে ; আর ; প্রতিদান দিয়ে থাকি ; যাকারিয়া ;

وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَاسْمِعِيلَ ۗ وَالْيَسَعَ

ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে ; প্রত্যেকেই ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ।

৮৬. আর (দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা

وَيُونُسَ ۗ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

ইউনুস ও লূতকে ; সবাইকে আমি মর্যাদা দান করেছিলাম জগৎবাসীর উপর ।

৮৭. এবং (মর্যাদাবান করেছিলাম) তাদের পিতৃপুরুষদের, ও তাদের বংশধরদের

وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ

এবং তাদের ভাইদের কতককে ; আর তাদেরকে আমি মনোনীত করেছিলাম ও পরিচালিত করেছিলাম তাদেরকে সহজ-সঠিক পথে । ৮৮. এটাই আল্লাহর হেদায়াত

يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান এর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন ;

আর তারা যদি শিরক করতো তবে অবশ্যই তাদের সৎকর্মগুলো নিষ্ফল হয়ে যেতো ।^{৯০}

وَيَحْيَىٰ -ও ইয়াহইয়া ; وَعِيسَىٰ -ও ঈসা ; وَالْيَاسَ -ও ইলইয়াসকে ; كُلًّا -প্রত্যেকেই

ছিলেন ; مِّنَ -অন্তর্ভুক্ত ; الصَّالِحِينَ -নেককারদের । ৮৬. وَ -আর ; وَاسْمِعِيلَ -ইসমাঈল ;

كُلًّا -এবং ; وَلُوطًا -ও লূতকে ; وَيُونُسَ -ও ইউনুস ; وَالْيَسَعَ -ও আল ইয়াসা ;

وَالْيَسَعَ -সবাইকে ; فَضَّلْنَا -আমি মর্যাদা দান করেছিলাম ; عَلَى -উপর ; الْعَالَمِينَ -জগৎবাসীর ।

وَمِنَ -এবং ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ; وَ -ও ;

৬৩. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার সৎলোদেরকে নেতা ও হিদায়াতের ইমাম হবার মর্যাদায় আসীন হয়েছে তাঁরা কোনোক্রমেই তোমাদের মতো শিরকে লিপ্ত থাকতে পারে না । তাঁরা যদি শিরকে লিপ্ত হতো তাঁরা এ মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না ।

﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُولَاءِ

৮৯. এরাই তারা যাদেরকে আমি দান করেছিলাম কিতাব, শাসন কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত ;^{৫৯} অতপর তারা যদি অস্বীকার করে এসবকে

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

তবে আমি এমন এক কওমকে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছি যারা এর প্রত্যাখ্যানকারী হবে না ।^{৬০} ৯০. এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছেন

فِيهِمْ مُمُؤْتِنَةٌ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

অতএব আপনি তাদের পথই অনুসরণ করুন ; আপনি বলুন—আমি তোমাদের নিকট এর প্রতিদান চাই না ; এটাতো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই নয় ।

﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ-এরাই তারা ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; اتَّيْنَهُمْ- (আমি+হম) ; الْكُتُبَ-কিতাব ; وَالْحُكْمَ-শাসন কর্তৃত্ব ; وَ-ও ; النُّبُوَّةَ-নবুওয়াত ; فَإِنْ-অতপর যদি ; يَكْفُرْ-অস্বীকার করে তারা ; بِهَا-তা ; هُولَاءِ-এসবকে ; وَكَّلْنَا-তবে আমি দায়িত্বে নিযুক্ত করেছি ; قَوْمًا-এমন এক কওমকে ; لَّيْسُوا-যারা হবে না ; بِهَا-এর ; بِكَافِرِينَ-প্রত্যাখ্যানকারী । ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ-এরাই তারা ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; هَدَى-সঠিক পথ দেখিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مُؤْتِنَةٌ-আপনি অনুসরণ করুন ; قُلْ-আপনি বলুন ; لَّا أَسْأَلُكُمْ-আমি তোমাদের নিকট চাই না ; عَلَيْهِ-এর ; أَجْرًا-প্রতিদান ; إِنْ هُوَ-এটাতো কিছুই নয় ; لِلْعَالَمِينَ-বিশ্ববাসীর জন্য ।

৬৪. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে যে তিনটি জিনিস দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। (১) কিতাব-পথনির্দেশক গ্রন্থ। (২) হুকুম অর্থাৎ কিতাবের সঠিক জ্ঞান এবং কিতাবের মূলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করার যোগ্যতা। আর জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মতকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা। (৩) নবুওয়াত অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকে কিতাব অনুযায়ী পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদা।

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের বিরোধিতা যদি তাঁর দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, করুক না কেন ; আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের এমন একটি দল তৈরি

করে রেখেছেন যারা তাঁর এ নিয়ামতের যথার্থ মর্যাদা দেয় এবং তাঁরা কখনো বিরোধীদের মতো আল্লাহর দীনকে অস্বীকার-অমান্য করবে না।

১০ রুকু' (৮৩-৯০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শিরক ও কুফরের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রাসূলদেরকে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা দান করেন যা খণ্ডন করা কাফের-মুশরিকদের পক্ষে সম্ভব হয় না।
২. যারা নবী-রাসূলের রেখে যাওয়া দীনের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয় তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা দীনের এমন জ্ঞান দান করেন যার দ্বারা তাঁরা দীনকে সঠিকভাবে মানুষের নিকট পৌছাতে সক্ষম হন।
৩. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর জন্যে নিজ গোত্র ও সম্প্রদায় পরিত্যাগ করার বিনিময়ে নবীদের একটি দল লাভ করেন যাদের অধিকাংশই তাঁর সন্তান-সন্ততি।
৪. তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে উম্মুল কুরা তথা পবিত্র মক্কা লাভ করেন।
৫. তিনি তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমগ্র বিশ্বের মানুষের ইমাম হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হন।
৬. এখানে যে সতেরজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।
৭. পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ বাদ দিয়ে শেষ নবীর দীনের অনুসরণ করা বিশ্বমানবের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।
৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারিত দীনের সাথে পূর্ববর্তী নবীদের দীনের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত একই বিশ্বাস ও একই কর্মপন্থা অব্যাহত আছে।
৯. অহীর নির্দেশ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) দীনের শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের পথ ও পন্থা অনুসরণ করতেন।
১০. শিক্ষা ও প্রচার কাজের জন্যে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সকল যুগে সব পয়গাম্বরদের অভিন্ন রীতি ছিল। শিক্ষা ও প্রচার কাজের কার্যকারিতার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।



সূরা হিসেবে রুকু'-১১

পারা হিসেবে রুকু'-১৭

আয়াত সংখ্যা-৪

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾

৯১. আর তারা আল্লাহকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী মর্যাদা দান করেনি, যখন তারা বললো—আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কোনো কিছুই নাযিল করেননি ;

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾

আপনি বলুন—সেই কিতাবটি কে নাযিল করেছিলো, যা নিয়ে এসেছিলেন মুসা ?
(যা ছিলো) মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াত স্বরূপ

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾-অনুযায়ী ; ﴿ حَقَّ ﴾-আল্লাহকে ; ﴿ اللَّهُ ﴾-আল্লাহকে ; ﴿ مَا قَدَرُوا ﴾-তারা মর্যাদা দেয়নি ; ﴿ وَ ﴾-আর ; ﴿ قُلْ ﴾-কিছুই ; ﴿ مَنْ شَيْءٍ ﴾-কোনো মানুষের ; ﴿ بَشَرٍ ﴾-কোনো মানুষের ; ﴿ عَلَيْنَا ﴾-আল্লাহ ; ﴿ اللَّهُ ﴾-আপনি বলুন ; ﴿ مَنْ ﴾-কে ; ﴿ أَنْزَلَ ﴾-নাযিল করেছিলো ; ﴿ الْكِتَابَ ﴾-সেই (আল+কিতাব) ; ﴿ الَّذِي جَاءَ بِهِ ﴾-নিয়ে এসেছিলেন ; ﴿ مُوسَى ﴾-মুসা ; ﴿ نُورًا ﴾-আলো ; ﴿ وَهُدًى ﴾-আলো ; ﴿ لِلنَّاسِ ﴾-মানুষের জন্য ;

৬৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু নবুওয়াত দাবী করেছিলেন, তাই আরবের কাফের ও মুশরিকগণ এর সত্যতা যাঁচাই করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকটই গিয়েছিলো। তখন ইহুদীরা আলোচ্য আয়াতের কথাগুলো বলেছিলো। ইহুদীরা এসব কথা বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতো, তাই ইসলাম বিরোধিতায় তাগুতী শক্তিগুলো ইহুদীদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগাতো ; কারণ ইহুদীরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে নবুওয়াত দাবীর সত্যতা-অসত্যতার ব্যাপারে তাদের কথা সঠিক বলে মানুষ মনে করতো। এখানে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

ইহুদীরা তাওরাতকে তো আল্লাহর কিতাব মনে করতো, তারপরও তারা রাসূলের বিরোধিতায় এমনই অন্ধ হয়ে পড়েছিলো যে, তারা মূল রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে।

আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা তারা দেয়নি—এর অর্থ তারা আল্লাহর বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার অবমূল্যায়ন করেছে ; কেননা তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে এমনিই

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ عِوَالِيمَتْرَا كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ

যা তোমরা পাতায় পাতায় রাখতে—প্রকাশ করতে তার কতক, আর লুকিয়ে রাখতে বেশির ভাগ ; অথচ তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো

مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

এমন অনেক কিছু যা তোমরা জানতে না, আর না তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা (জানতো) ; আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ'; অতপর ছেড়ে দিন তাদেরকে তাদের অর্থহীন বিতর্কে তারা লিপ্ত থাকুক।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

৯২. আর এটা (কুরআন) এমন কিতাব, আমিই তা নাখিল করেছি—এটি একটি বরকতময় (কিতাব) যা সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবের এটা এজন্য নাখিল করেছি যেন আপনি ভয়প্রদর্শন করেন মক্কাবাসীদেরকে

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

ও তার পরিপার্শ্বস্থ লোকদেরকে ; আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তারা এর উপরও ঈমান রাখে এবং নিজেদের নামাযেরও

(-تبدون+ها)-تَبْدُونَهَا-পাতায় পাতায় ; -قَرَاطِيسَ-তোমরা তা রাখতে ; -كَثِيرًا-তোমরা তার কতক প্রকাশ করতে ; -وَأَنْتُمْ-আর ; -تَخْفُونَ-লুকিয়ে রাখতে ; -عِوَالِيمَتْرَا-বেশীর ভাগ ; -وَأَنْتُمْ-তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো ; -مَا-এমন অনেক কিছু যা ; -وَأَبَاؤُكُمْ-আর ; -أَنْتُمْ-তোমরা ; -لَمْ تَعْلَمُوا-জানতে না ; -قُلِ اللَّهُ-আপনি বলে দিন ; -لَمْ يَزَلْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ-আল্লাহ ; অতপর ; -تُمْ-অতপর ; -ذُرُّهُمْ-ছেড়ে দিন তাদেরকে ; -تُمْ-আল্লাহ ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-তার পূর্ববর্তী কিতাবের ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-এমন কিতাব ; -كِتَابٌ-আমিই তা নাখিল করেছি ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-যা সত্যায়নকারী ; -مُصَدِّقٌ-এজন্য যে আপনি ভয়প্রদর্শন করেন ; -أُمَّ الْقُرَىٰ-মক্কাবাসীদেরকে ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-তার পরিপার্শ্বস্থ লোকদেরকে ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-ঈমান রাখে ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-তারা ঈমান রাখে ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-এর উপরও ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-এবং ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-তারা ; -وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-নিজেদের নামাযেরও ;

يُحَافِظُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ

তারা হিফায়ত করে। ৯৩. আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে—‘আমার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে’

وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ

অথচ তার প্রতি কোনো অহী নাযিল হয়নি এবং যে বলে—‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুরূপ আমিও অচিরেই নাযিল করে ফেলবো’ আর আপনি যদি দেখতেন

إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ

যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলে—

من (+) - مَمَّنْ - বড় যালেম ; أَظْلَمُ - কে ; مَنْ - আর ; وَ (৯৩) - হিফায়ত করে - يُحَافِظُونَ - كَذِبًا - আল্লাহর ; عَلَى - প্রতি ; افْتَرَى - যে আরোপ করে ; أَوْ - অথবা ; أُوحِيَ - অহী নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيَّ - আমার প্রতি ; وَلَمْ يُوحَ - কোনো ; شَيْءٌ - নাযিল করা হয়নি কোনো অহী ; وَمَنْ قَالَ - অথচ ; سَأُنزِلُ - অচিরেই আমিও নাযিল করে ফেলবো ; مِثْلَ - তার অনুরূপ ; مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - নাযিল করেছেন ; وَلَوْ تَرَى - যদি ; الظَّالِمُونَ - (আল+ظالمون)-যালেমরা ; فِي - যখন ; غَمْرَاتِ الْمَوْتِ - (আল+মوت)-মৃত্যুর ; وَالْمَلَائِكَةُ - (আল+মلائكة)-মৃত্যুর ; بَاسِطُوا - (আল+بسطوا)-বাড়িয়ে বলে ; أَيْدِيَهُمْ - (আল+أيديهم)-তাদের হাত ;

ছেড়ে দিয়েছে, তাদের জীবন-যাপনের জন্য কোনো বিধান নাযির করেননি। একরূপ বক্তব্য আল্লাহর যথার্থ মর্যাদার অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কি ?

৬৭. ‘আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি’—ইহুদীদের একথার জবাবে মুসা (আ)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবকে এজন্য প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, যেহেতু তারা এ কিতাব মানে বলে দাবী করতো। এ প্রমাণের পর তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের কোনো ভিত্তি থাকে না। এতে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানুষের উপর আল্লাহ ইতিপূর্বে কিতাব নাযিল করেছেন এবং এখনও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হতে পারে।

৬৮. মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা যে আল্লাহর কিতাব এখানে তার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উপর আল্লাহর কিতাব নাযিল হতে পারে। এখানে শেষোক্ত প্রমাণের সপক্ষে চারটি বিষয় পেশ করা হয়েছে :

أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

বের করে দাও তোমাদের রুহ আজ তোমাদেরকে সেই অবমাননার প্রতিদানে আযাব দেয়া হবে, যেহেতু তোমরা বলতে—

عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ

আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা এবং তাঁর আয়াতমালার ব্যাপারে অহংকার করতে ।

৯৪. অথচ তোমরাতো আমার নিকট একা একা এসেছো

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۗ

যে রূপ আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তোমরা তা ফেলে এসেছো তোমাদের পেছনে ;

(-ال+يوم)- (আল+ইয়ুম) ; -الْيَوْمَ- (তোমাদের রুহ) ; -انْفُسِكُمْ- (আনফস+কম) ; -أَخْرَجُوا- বের করে দাও ; -عَذَابَ- শাস্তি ; -الْهُونِ- (সেই অবমাননার) ; -عَلَى- সম্পর্কে ; -كُنْتُمْ تَقُولُونَ- তোমরা বলতে ; -بِمَا- যেহেতু ; -تَسْتَكْبِرُونَ- (অসত্য কথা) ; -غَيْرِ الْحَقِّ- (অসত্য কথা) ; -عَنْ- (তোমরা) ; -كُنْتُمْ- (তোমরা) ; -وَكُنْتُمْ- (তোমরা) ; -عَنْ آيَاتِهِ- (আইয়াত+হে) ; -تَسْتَكْبِرُونَ- (অহংকার করতে) ; -فِرَادَىٰ- (এক একা) ; -لَقَدْ جِئْتُمُونَا- (তোমরা আমাদের কাছে এসেছো) ; -أَخْرَجُوا- (তোমাদের রুহ) ; -كَمَا خَلَقْنَاكُمْ- (তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম) ; -أَوَّلَ- প্রথম ; -مَرَّةٍ- বার ; -وَتَرَكْتُمْ- (তোমরা তা ফেলে এসেছো) ; -مَا خَوَّلْنَاكُمْ- (আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম) ; -وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ- (তোমাদের পেছনে) ;

এক : মুহাম্মাদ (স)-এর নাযিলকৃত এ কিতাব মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় । মানুষের কল্যাণ ও বরকতের জন্য এ কিতাব সর্বোত্তম ও নির্ভুল বিশ্বাস ও মূলনীতি পেশ করেছে । এতে অসৎ ও অকল্যাণকর কিছু মিশ্রণ ঘটেনি ।

দুই : এ কিতাব তার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের হিদায়াতকে সমর্থন করে এবং সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে ।

তিন : পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যেমন পূর্বের কিতাবগুলো নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল, এ কিতাবের উদ্দেশ্যও তাই ।

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

আর আমি তো তোমাদের সাথে দেখছি না তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের শরীক

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

নিসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়েছে।

و-আর ; مَا-আমিতো দেখছি না ; مَعَكُمْ-(মে+কম)-তোমাদের সাথে ; شُفَعَاءَ-
- زَعَمْتُمْ ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; شُفَعَاءَ-(শুফে+কম)-তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে ;
তোমরা ধারণা করতে ; أَنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; فِيكُمْ-তোমাদের ; شُرَكَاءُ-শরীক ;
তোমাদের মধ্যকার-بَيْنَكُمْ-(ল+কম)-নিসন্দেহে ছিন্ন হয়ে গেছে ; لَقَدْ تَقَطَّعَ-
সম্পর্ক ; وَ-এবং ; ضَلَّ-নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়েছে ; عَنْكُمْ-তোমাদের ; مَا-যা ;
- كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ - তোমরা ধারণা করতে।

চার : যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে তাদের জীবন আখেরাতের উপর বিশ্বাস ও নিজেদের নামাযের হিফায়ত করার কারণে সুন্দর হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণে দুনিয়াতে তারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। যারা দুনিয়ার পূজারী ও ইচ্ছার দাস তারা এ কিতাব থেকে কোনো কল্যাণই লাভ করে না।

১১ 'ক্বক্ব' (৯১-৯৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের মাধ্যমে হিদায়াতনামাও পাঠিয়েছেন।

২. অতপর দুনিয়াতে সঠিক জীবন-যাপনের জন্য কোনো দিকনির্দেশনা না পাওয়ার মানুষের পক্ষে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ইহুদীরা তাওরাতে পরিবর্তন সাধন করেছে এটা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং মানুষের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা বর্তমান তাওরাতে পাওয়া যাবে না।

৪. মানুষের জন্য বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে একমাত্র হিদায়াতনামা হলো—আল কুরআন।

৫. 'উম্মুল কুরা' দ্বারা মক্কা ও তার চতুর্দিকের এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' তথা মানব বসতীর মূল বলে বুঝানো হয়েছে যে, এখান থেকেই মানব বসতীর সূচনা হয়েছে। এটাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল।

৬. 'ওয়া মান হাওলাহা' তথা তার চারিপার্শ্বের এলাকা বলে মক্কার পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ অর্থাৎ মক্কা কেন্দ্র থেকে চারিপার্শ্বের পৃথিবীর সমগ্র এলাকা বুঝানো হয়েছে।

৭. আখেরাতের উপর যারা বিশ্বাস করে তারাই আল-কুরআনে ঈমান আনতে সক্ষম হবে। আর যারা এ কিতাবে ঈমান আনবে তাদেরকে অবশ্যই যথাযথভাবে নামায আদায় করতে হবে।

৮. নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদাররা যালেম, আর যালেমদের মৃত্যুকষ্ট হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

৯. আল্লাহর কিতাব অমান্যকারীদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর। দুনিয়াতে তারা যাদেরকে অভিভাবক মনে করতো তাদেরকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১০. দীনী সম্পর্ক ছাড়া দুনিয়ার জীবনের কোনো সম্পর্কই আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-১২
পাঠা হিসেবে রুকু'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোগমকারী, ৫৫ তিনিই নিজেঁব থেকে জীবনের উন্মেষ ঘটান এবং তিনিই উদ্ভবকারী

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٥٦﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۗ

জীবিত থেকে মৃতের ; ৫৬ তিনিই তোমাদের আল্লাহ ; সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে । ৯৬. তিনিই ভোর আনয়নকারী

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ

এবং তিনি নির্ধারণ করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য আর সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য ; এসবই নির্ধারণ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا

মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের । ৯৭. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তারকারাজী যাতে তার সাহায্যে তোমরা পথ চিনে নিতে পারো

﴿٥٨﴾ وَ-و- ; وَالْحَبِّ-শস্যবীজ ; فَالِقُ-অঙ্কুরোগমকারী ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ;

الْمَيِّتِ-থেকে ; مِنَ-জীবনের ; يُخْرِجُ-তিনি উন্মেষ ঘটান ; النَّوَى-আঁটির ;

مُخْرِجُ-উদ্ভবকারী ; الْمَيِّتِ-মৃতের ; وَالْحَيِّ-জীবিত ;

تُؤْفَكُونَ-তোমরা তোমাদের ; ذَلِكُمْ-তিনিই তোমাদের ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَأَنَّى-সুতরাং কোথায় ;

جَعَلَ-এবং ; وَ- ; فَالِقُ-তিনিই আনয়নকারী ; الْإِصْبَاحِ-ভোর ;

ال-+)-الشَّمْسِ-আর ; وَ- ; سَكَنًا-বিশ্রামের জন্য ; اللَّيْلَ-রাতকে ;

ذَلِكُمْ-গণনার জন্য ; حُسْبَانًا- ; وَالْقَمَرَ-চন্দ্রকে (ال+قمر)- ; وَ- ;

ال-+)-الْعَزِيزِ-মহাপরাক্রমশালী (ال+عزیز)- ; الْعَلِيمِ- ; وَ- ;

جَعَلَ-সৃষ্টি ; الَّذِي-যিনি ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; وَ- ;

لِتَهْتَدُوا- ; النُّجُومَ- ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; وَ- ;

بِهَا- ; وَ- ;

فِي ظُلْمٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকারে ; নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলীর বর্ণনা দিয়েছি যারা জ্ঞান রাখে এমন সম্প্রদায়ের জন্য ।^{৯১}

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۝

৯৮. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন,^{৯২} অতপর রয়েছে ক্ষণিকের বাসস্থান ও সুদীর্ঘ সময়ের বাসস্থান ;

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝

নিসন্দেহে আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুঝে ।^{৯৩} আর তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ;

ظَلُمْتُ-অন্ধকারে ; الْبَرِّ-(ال+بر)-স্থলভাগ ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-(ال+بحر)-জলভাগের ; لِقَوْمٍ-নিদর্শনাবলীর ; الْآيَاتِ-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছি ; قَدْ فَصَّلْنَا-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَعْلَمُونَ-যারা জ্ঞান রাখে । ۝-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; أَنشَأَكُم-(انشأ+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِّن-থেকে ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; فَمُسْتَقَرٌّ-(ف+مستقر)-অতপর রয়েছে ক্ষণিকের বাসস্থান ; وَاحِدَةٍ-এক ; وَمُسْتَوْدَعٌ-সুদীর্ঘ সময়ের বাসস্থান ; وَ-ও ; قَدْ فَصَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ; الْآيَاتِ-নিদর্শনসমূহ ; لِقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَفْقَهُونَ-যারা বুঝে । ۝-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; أَنزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سمااء)-আসমান ; مَاءً-পানি ;

৬৯. ‘ফালিকুন’ অর্থ বিদীর্ণকারী অর্থাৎ তিনিই শস্যবীজ ও ফলকে দীর্ণ করে বা ফাঁটিয়ে তাতে অঙ্কুর বের করেন ।

৭০. অর্থাৎ তিনি প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটান এবং জীবন্ত থেকে মৃত বস্তু বের করেন ।

৭১. অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খদের পক্ষে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর গুণাবলীতে যে অন্য কেউ শরীক হতে পারে না, সে সম্পর্কে বিবৃত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয় ।

৭২. হযরত আদম (আ) থেকে মানব বংশধারার সূচনা হয়েছে এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে ।

فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ

অতপর তার সাহায্যে আমি প্রত্যেক ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি এবং উদগত করি
তা থেকে সবুজ-শ্যামল পাতা, বের করি তা থেকে

حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوانٍ دَانِيَةً وَجَنَّتِ

পরস্পর-সন্নিবিষ্ট শস্য দানা এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত খেজুর কাঁদি,
আর (সৃষ্টি করি) বাগানসমূহ

مِنَ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْمَانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

আঙুর, যায়তুন এবং দাড়িষের পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ ;

اَنْظُرُوا اِلَى ثَمَرِهِ اِذَا اَثَرَ وَيَنْعِهِ اِنْ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ

তোমরা লক্ষ্য করো তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্বতার
প্রতি ; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে

فَاخْرَجْنَا-অতপর আমি উৎপন্ন করি ; نَبَات-তার সাহায্যে ; كُلِّ-উদ্ভিদ ;
তা থেকে ; مِنْهُ-তা থেকে ; نَخْرَجُ-বের করি ; خَضِرًا-সবুজ-শ্যামল পাতা ;
শস্যদানা ; مُتَرَاكِبًا-ঘন সন্নিবিষ্ট ; -এবং ; مِنَ النَّخْلِ-খেজুর গাছের ;
থেকে ; وَ- ; دَانِيَةً-ঝুলন্ত ; قِنَوانٍ-খেজুর কাঁদি ; تَارَ الْمَاثِي-তার মাথি-
(طلع+ها)- ; جَنَّتِ-বাগানসমূহ ; اَعْنَابٍ-আংগুর ; وَالزَّيْتُونِ-ও যায়তুন ;
-এবং আনারের ; مُشْتَبِهًا-পরস্পর সদৃশ ; وَ- ; اَنْظُرُوا-
তোমরা লক্ষ্য করো ; اِلَى-প্রতি ; ثَمَرِهِ-(ثمر+ه)-তার ফলের ; اِذَا-যখন ;
তা ফলবান হয় ; وَيَنْعِهِ-এবং ; اِنْ-অবশ্যই ; فِي-
এতে ; لَآيَاتٍ-(آيت+ا)-নিদর্শন রয়েছে ;

৭৩. অর্থাৎ যারা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী, যারা আল্লাহর সৃষ্টিরাজী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা
করার মত বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী তারাই নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে
পৌছতে পারে। তাদের অন্তর চক্ষুতে ভেসে উঠে—মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়,
নারী-পুরুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্য, মাতৃগর্ভে বীর্ষের মাধ্যমে মানব জন্মের অস্তিত্ব সঞ্চারণ,
অতপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মানব শিশুর পৃথিবীতে আগমন প্রভৃতি

لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٠﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ

সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে । ১০০. আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশিদার করে^{১৪} অথচ

তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারা আরোপ করে তাঁর প্রতি

بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

কোনো জ্ঞান ছাড়া পুত্র ও কন্যা ;^{১৫} তিনি তো অতি পবিত্র এবং তারা যা বলে

বেড়ায় তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে ।

আর - ১০০) وَ-যারা ঈমান রাখে ; يُؤْمِنُونَ -এমন সম্প্রদায়ের জন্য (ল+قوم)-لَقَوْمٍ ;
 জিনদেরকে ; (ال+জন)-الْجِنِّ ; শরীক ; شُرَكَاءَ ; আল্লাহর ; لِلَّهِ ; তারা করে ; جَعَلُوا ;
 -এবং ; وَ- ; তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন ; خَلَقَهُمْ-خَلَقَهُمْ ; অথচ ; وَ-
 তারা আরোপ করে ; تَارَ প্রতি ; الْجِنِّ-পুত্র ; وَ-ও ; وَ-কন্যা ; بَنَاتٍ ;
 -এবং ; وَ- ; তিনিতো অতি পবিত্র ; (سُبْحٰن+ه)-سُبْحٰنَهُ ; কোনো জ্ঞান -عِلْمٍ ;
 -তারা বলে বেড়ায় ; يَصِفُونَ- ; তা থেকে যা ; عَمَّا ; অনেক উর্ধে ;

কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন । মূর্খতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা এসব নিদর্শন থেকে হিদায়াত
 লাভের অন্তরায় ।

৭৪. মুশরিকরা বিভিন্ন প্রকার অশরীরী আত্মা তথা জিন-ভূত, রাক্ষস, শয়তান
 ইত্যাদিকে দেবদেবী বানিয়ে মনগড়াভাবে আল্লাহর অংশীদার মনে করে নিয়েছে ।
 এদের কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা আবার কাউকে বিদ্যার
 দেবী ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছে ।

৭৫. মূর্খ আরবরা নিজেদের অলীক কল্পনার মাধ্যমে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর
 কন্যা মনে করতো । এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিক সম্প্রদায়গুলোও আল্লাহর
 বংশধারা তৈরি করে নিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ) ।

১২ রুক্ব' (৯৫-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের সৃষ্টি পর্যায়ক্রম এবং তার চারদিকের পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের
 অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন বর্তমান রয়েছে । অপরদিকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব অস্বীকার করার
 পক্ষে কোনো প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যুক্তি নেই ; অতএব আল্লাহ এক ; তিনি ছিলেন, আছেন ও
 থাকবেন—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই ।

২. সকল প্রকার উদ্ভিদের উদগাতা তিনিই। রাত-দিনের আবর্তনকারীও তিনি। তিনিই জীবন-মৃত্যুর স্রষ্টা।
৩. তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দিন-মাস-বছর গণনা ও হিসাব রাখার জন্য।
৪. জল-স্থলের অঙ্ককার পথে পথ চিনে চলার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তারকারাজী।
৫. আল্লাহ সমস্ত মানব বংশকে একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন।
৬. তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর পানির সাহায্যে যাবতীয় বাগ-বাগিচা, ফলমূল উৎপন্ন করেন।
৭. আল্লাহর এসব নিদর্শন দেখে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারাই জ্ঞানী—তারাই বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী।
৮. যারা এসব নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না তারাই মূর্খ, বিবেকহীন ও বোকা।
৯. মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে এবং বলে বেড়ায়, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধে।
১০. ঈমানদাররাই প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আর কাফের-মুশরিকরা অজ্ঞ-মূর্খ ও বোকা।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৩

পারা হিসেবে রুকু'-১৯

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿١٥١﴾ بِدِيَعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰنِىْ يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً ۝

১০১. তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবনকারী ; তাঁর কেমন করে সন্তান হতে পারে! অথচ তাঁরতো কোনো সঙ্গিনীও নেই ;

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۙ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٥٢﴾ ذٰلِكُمْ اِلٰهٌ رَبُّكُمْ ۗ لَا اِلٰهَ

আর তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ ।

১০২. তিনিই আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক ; নেই কোনো ইলাহ

اِلٰهٌ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیْلٌ ﴿١٥٣﴾

তিনি ছাড়া ; তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ;

আর সবকিছুর কার্যনির্বাহকও তিনি ।

﴿١٥٤﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۗ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

১০৩. দৃষ্টিশক্তি তাকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে

আয়ত্ত্ব করে নেন ; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ ।

﴿١٥٥﴾ اٰنِىْ - যমীনের ; وَالْاَرْضِ - ও ; وَالسَّمٰوٰتِ - আসমানসমূহ ; اٰنِىْ - উদ্ভাবনকারী ;

﴿١٥١﴾ - লَمْ تَكُنْ - অথচ ; وَ - সন্তান ; وَلَدٌ - তাঁর ; لَهٗ - হতে পারে ; يَكُوْنُ - কেমন করে ;

صٰحِبَةً - সঙ্গিনীও ; وَ - আর ; وَ - তিনিইতো সৃষ্টি করেছেন ; كُلَّ -

﴿١٥٢﴾ - كُلَّ - সবকিছু ; وَ - এবং ; وَ - তিনি ; هُوَ - সকল ; بِكُلِّ - বিষয়ে ; شَيْءٍ -

ذٰلِكُمْ - তিনিই ; اِلٰهٌ - তোমাদের প্রতিপালক ; رَبُّكُمْ - (রব+কম) -

﴿١٥٣﴾ - لَا اِلٰهَ - তিনিই ; وَ - আল্লাহ ; اِلٰهٌ - তিনিই কোনো ইলাহ ;

وَالْاَرْضِ - তিনি ; وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; وَ - তিনি ; هُوَ -

﴿١٥٤﴾ - وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; هُوَ -

﴿١٥٥﴾ - وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; هُوَ -

﴿١٥٦﴾ - وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; وَ - তিনি ; هُوَ - তিনি ; هُوَ -

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ

তিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ এবং আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ।

১০৭. আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা শিরক করতো না ;

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

আর আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি ;

এবং আপনি তাদের অভিভাবকও নন ।^{৭৮}

﴿٥٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

১০৮. আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তাদের তোমরা গালি দিও না

তাহলে তারাও অজ্ঞতার কারণে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহকে গালি দেবে ;^{৭৯}

আপনি -أَعْرِضْ -এবং ; وَ -তিনি ; هُوَ -ছাড়া ; الْإِلَٰهَ -কোনো ইলাহ ; لَا -নেই ; تَسُبُّوا -যদি ; لَوْ -আর ; وَ ﴿٥٩﴾ -মুশরিকদের ; عَنِ -থেকে ; الْمُشْرِكِينَ -আপনাকে নিযুক্ত করিনি ; عَلَيْهِمْ -তাদের উপর ; جَعَلْنَاكَ -আমি তো আপনাকে নিযুক্ত করিনি ; (مَا جَعَلْنَاكَ) -আপনাকে নিযুক্ত করিনি ; وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ -তাদের উপর ; عَلَيْكُمْ -আপনি ; مَا -নন ; وَأَنْتَ -আপনি ; حَفِظًا -পাহারাদার ; وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ -তারা ডাকে ; عَدْوًا -সীমা ছাড়িয়ে ; بِغَيْرِ عِلْمٍ -অজ্ঞতার কারণে ; (بِغَيْرِ عِلْمٍ) -অজ্ঞতার কারণে ;

ফলে এর মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে। যারা খাঁটি তারা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে, অপরদিকে অখাঁটি তথা কৃত্রিম লোকেরা এ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

৭৮. অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহর দীনের আহ্বায়ক ও তার প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কে তা গ্রহণ করলো আর কে করলো না তা পাহারা দেয়া আপনার দায়িত্ব নয়। সত্য দীনের প্রচার করাতে যেন কোনো প্রকার অপূর্ণাঙ্গ না থাকে তা দেখাই আপনার কাজ। দুনিয়ার সব লোককে আল্লাহর দীনের অনুসারী করতে না পারার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ, আল্লাহ যদি তা চাইতেন তাহলে তাঁর একটা ইংগিত-ই এজন্য যথেষ্ট ছিল। মূলত আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া, যাতে সে কারো

كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

এভাবেই আমি সুশোভিত করে রেখেছি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের কার্যাবলী, অতপর তাদের প্রতিপালকের নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তা অবহিত করবেন

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ جَاهِدٌ أَيْمَانُهُمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ

যা তারা করতো। ১০৯. আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে—
যদি আসে তাদের নিকট কোনো নিদর্শন^{৫৯}

(ل+কল+امة)-لكلِّ أُمَّةٍ-আমি সুশোভিত করে রেখেছি ; زَيْنًا ; -كَذَلِكَ-
প্রত্যেক জাতির নিকট ; ثُمَّ ; -أَتَىٰ- অতপর ; إِلَىٰ- তাদের কার্যাবলী (-عمل+هم)-عَمَلُهُمْ ;
-তাদের (مرجع+هم)-مَرْجِعُهُمْ ; -তাদের প্রতিপালকের (رب+هم)-رَبِّهِمْ ;
-তখন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন ; فَيُنَبِّئُهُمْ ; -তখন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন ;
بِمَا- তারা করতো (كَانُوا يَعْمَلُونَ) ১০৯. وَأَنْتُمْ-তারা শপথ করে
সে সম্পর্কে যা ; جَاهِدٌ-তারা শপথ করে (جهد+ایمان+هم)-جَاهِدٌ أَيْمَانُهُمْ ;
-কঠিন (ب+الله)-بِاللَّهِ ; -আল্লাহর নামে ; لَئِنْ-যদি ; جَاءَتْهُمْ ;
-আসে তাদের নিকট (جاءت+هم)-جَاءَتْهُمْ ; -কোনো নিদর্শন ;

চাপের মুখে নতি স্বীকার করে দীন গ্রহণ করতে বাধ্য না হয় ; বরং তাকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, সে স্বেচ্ছায় সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোন্টিকে গ্রহণ করে। আপনার কর্মপদ্ধতি হলো—আপনি নিজে সত্য-সরল পথে থাকবেন এবং অন্যদেরকেও এ পথে আহ্বান জানাবেন। যারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে আপনি বুকে তুলে নেবেন, তাদের সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন। আর যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাদের পেছনে সময় ব্যয় করারও আপনার প্রয়োজন নেই। তারা স্বেচ্ছায় যে পরিণামের দিকে যেতে আগ্রহী তাদেরকে সেদিকে যেতে দেয়াই আপনার উচিত।

৭৯. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারীদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে নিজেদের আবেগকে সংযত রেখো। এমন যেন না হয় যে, অতিমাত্রায় আবেগ তাড়িত হয়ে অন্যদের উপাস্যদেরকে গালি দিয়ে না বসো ; কারণ এতে করে তারা মূর্খতাবশত সীমালংঘন করে তোমার প্রতিপালককেও গালি দেবে। আর এতে তারা দীনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আরও দূরে সরে যাবে।

৮০. মানুষের ভাষায় যেসব কর্মকাণ্ডকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বলা হয়ে থাকে সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। কারণ এ আইনগুলো আল্লাহই প্রবর্তন করেছেন এবং এসব তাঁর হুকুমই হয়ে থাকে। আমরা

لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ

তাহলে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে ; আপনি বলে দিন—নিদর্শনাবলীতো
আল্লাহর নিকট, ৬২ কিভাবে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে—

إِنَّمَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ وَنُقَلِّبُ أَفئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

তা (নিদর্শন) এসে যাবে তখনও তারা ঈমান আনবে না ১১০. আর আমি ঘুরিয়ে
দেবো তাদের মনোভাব ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ৬৪

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ

যেমন তারা প্রথমবার এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং আমি ছেড়ে দেবো তাদেরকে
তাদের সীমালংঘনে—তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে ।

إِنَّمَا ; قُلْ -আপনি বলে দিন ; بِهَا -তাতে ; لَيُؤْمِنَنَّ -তাহলে অবশ্যই ঈমান আনবে ; يُشْعِرُكُمْ (+) -
শুধায় ; وَاللَّهُ -আল্লাহর ; عِنْدَ -নিকট ; الْآيَاتُ -নিদর্শনাবলীতো ; إِذَا -যখন ; جَاءَتْ -তা (নিদর্শন)
এসে যাবে ; لَا يُؤْمِنُونَ -তখনও তারা ঈমান আনবে না ১১০ ; وَ-আর ; نُقَلِّبُ -আমি
ঘুরিয়ে দেবো ; أَبْصَارَهُمْ (+) -আমি ঘুরিয়ে দেবো ; أَفئِدَتَهُمْ -তাদের মনোভাব ; وَ-ও ;
أَبْصَارَهُمْ (+) -আমি ঘুরিয়ে দেবো ; أُولَٰئِكَ -তারা ঈমান আনেনি ; لَمْ يُؤْمِنُوا -তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ;
كَمَا -যেমন ; مَرَّةً -প্রথম ; وَ-এবং ; نَذَرُهُمْ -আমি ছেড়ে দেবো তাদেরকে ; فِي طُغْيَانِهِمْ (+) -
তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে ; يَعْمَهُونَ -তাদের সীমালংঘনে ; طُغْيَانِهِمْ (+) -তাদের
সীমালংঘনে ।

মানুষেরা বলে থাকি যে, মানুষের নিজের কাজকর্ম নিজের নিকট সুন্দর ও যথার্থ মনে
হওয়াটা প্রকৃতিগত ; এর অর্থ এটা আল্লাহ প্রদত্ত, আল্লাহই এরূপ করে দিয়েছেন ।

৮১. নিদর্শন অর্থ এমন মুজিয়া তথা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা যা দেখে নবী-রাসূলের
সত্যতার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না । যেমন রাসূলুল্লাহ
(স) কর্তৃক আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করণ ।

৮২. নিদর্শন বা মুজিয়া দেখানোর কোনো ক্ষমতা আমার নেই, এটা আল্লাহ
তাআলার ইচ্ছাধীন । তিনি ইচ্ছা করলে এবং তা দেখানোর ক্ষমতা আমাকে প্রদান
করলেই আমি তা দেখাতে সক্ষম হবো, নচেত নয় ।

৮৩. মুসলমানরা আন্তরিকভাবে আকাজক্ষা করতো যে, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এমন কোনো মু'জিয়া প্রকাশ হয়ে যাক, যা দেখে বিরুদ্ধবাদীরা হিদায়াতের পথে চলে আসে, তাই এখানে মুসলমানদেরকে সস্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান মু'জিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়—একথা তোমাদেরকে কিভাবে বুঝানো যাবে। মু'জিয়া দেখেও এরা ঈমান আনবে না। এটাতো একটা খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

৮৪. অর্থাৎ এ বিরোধীরা প্রথম থেকেই ঈমান না আনার ব্যাপারে জিদ ধরে বসেছিল, তাদের সে মানসিকতাতো পরিবর্তন হয়নি। আর তাদের এ মানসিকতা পরিবর্তন হওয়া কোনো মুজিয়া দেখার উপর নির্ভরশীল নয়; সুতরাং আল্লাহই তাদের মানসিকতাকে তাদের ইচ্ছানুরূপ করে রেখেছেন।

১৩ স্বকৃ' (১০১-১১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র। সুতরাং এদের বানিয়ে নেয়া ধর্ম দুটোর ভ্রান্তি সম্পূর্ণ—এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

২. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর সৃষ্টা আল্লাহ। অতএব ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনি।

৩. জগতের সকল সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিশক্তি একত্র করলেও দুনিয়াতে তাঁকে দেখার ক্ষমতা অর্জিত হবে না। তবে আখেরাতে আল্লাহর নেক বান্দাহরা তাঁকে দেখতে সক্ষম হবে। কারণ তাঁর সত্তা অসীম আর মানুষের দৃষ্টি সসীম।

৪. আল্লাহ তাআলা জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুও দেখেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই।

৫. আল্লাহ তাআলাকে ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে অনুভব করাও সম্ভব নয়।

৬. সৃষ্টজগতে কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।

৭. আল্লাহ, আখেরাতে এবং দুনিয়াতে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে দুনিয়াতে এসে গেছে। এখন প্রয়োজন সে অনুসারে বাস্তব অনুশীলন।

৮. রাসূলের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন। অতপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

৯. রাসূলের ডাকে যারা সাড়া দিয়ে নিজেকে শুধরে নেয়, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করে। আর যে এ দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নিজেই নিজের ক্ষতিসাধন করে।

১০. যারা দীনের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদের পেছনে দীনী আন্দোলনের কর্মীদের সময় ব্যয় করা সংগত নয়।

১১. আল্লাহর কিতাব দ্বারা যথার্থ বুদ্ধিমান ও সুস্থ-জ্ঞানীরাই উপকৃত হয়েছে। তাঁরা হিদায়াতের বাণী দ্বারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন। আর কুটিল ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা এ থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

১২. আল্লাহর পথের 'দায়ী' তথা আহ্বায়ক যাঁরা—তাঁরা তাদের দাওয়াত কে গ্রহণ করলো আর কে করলো না সেদিকে জ্রক্ষেপ করেন না ; আর তা করা সমীচীনও নয় ।

১৩. বিরোধীদের অন্যায় ও বাড়াবাড়িমূলক আচরণে মু'মিনদের অসন্তুষ্ট ও হতাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় ।

১৪. অন্য ধর্মের উপাস্যদেরকে গালি-গালাজ করা কোনো মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয় ; কারণ এতে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে ।

১৫. কোনো গুনাহর কারণ সৃষ্টি হয় এমন কাজও গুনাহ ।

১৬. কোনো বৈধ বা সাওয়াবের কাজেও যদি অনিষ্টতা অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সে কাজের বৈধতা রহিত হয়ে যায় । তবে কাজটি ইসলামের অত্যাাবশ্যক কাজের অন্তর্ভুক্ত হলে তার বৈধতা রহিত হবে না ।

১৭. ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের দ্বারা অনিষ্টতার আশংকা সৃষ্টি হলে তার বৈধতা রহিত হবে না ; বরং তা করা ওয়াজিব হবে ।

১৮. মু'মিনদের মূল কাজ হলো নিজ দীনের উপর অটল থাকা এবং অপরের নিকট তা যথার্থভাবে পৌঁছে দেয়া ।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-১৪

পারা হিসেবে রুক্ক'-১

আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١١﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى

১১১. আর আমি যদি নাযিল করতাম তাদের নিকট ফেরেশতা এবং
কথা বলতো তাদের সাথে মৃতরা

وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

আর একত্রিত করতাম তাদের নিকট সকল বস্তুকে স্তরে স্তরে তারা কখনো ঈমান
আনতো না তবে আল্লাহ চাইলে (তাহলে ঈমান আনতো) ১৫

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

কিছু তাদের বেশির ভাগই মূর্খতায় নিমজ্জিত। ১১২. আর এভাবেই
আমি প্রত্যেক নবীর জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি শত্রু

﴿١١﴾ (ال+)-إِلَيْهِمْ ; নাযিল করতাম - نَزَّلْنَا ; আমি (ان+না)- أَنَّنَا ; যদি - لَوْ ; আর - وَ ﴿١٢﴾ (কلم+হম)-كَلَّمَهُمْ ; এবং - وَ ; ফেরেশতা (ال+মলকَة)-الْمَلَكَةَ ; তাদের নিকট (হম)-كَلَّمَهُمُ ; কথা বলতো তাদের সাথে - وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى (ال+মوتَى)-الْمَوْتَى ; আর - وَ ; خَشَرْنَا - একত্রিত করতাম ; عَلَيْهِمْ - তাদের নিকট ; كُلُّ - প্রত্যেক ; شَيْءٍ - বস্তুকে ; قُبَلًا - থরে থরে ; أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - তবে ; إِلَّا - তাহলে ; مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا - কখনো ঈমান আনতো না ; أَكْثَرَهُمْ - তাদের বেশির ভাগই ; يَجْهَلُونَ - মূর্খতায় নিমজ্জিত। ﴿١٢﴾ (ক+ল+নবি)-لِكُلِّ نَبِيٍّ ; শত্রু - عَدُوًّا ;

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তার সত্যকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে—তাকে প্রকৃতিগতভাবে যে সত্যপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন সে হিসেবে—জন্মগতভাবে তাদেরকে সত্যপন্থী বানিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু এটা আল্লাহর আদতের পরিপন্থী। কারণ যে উদ্দেশ্যে ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, এতে তা প্রমাণিত হতো না। অতএব আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাউকে মু'মিন বানিয়ে দেবেন এমন আশা করা নিতান্তই বোকামী।

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٨﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكْمًا

আর যেন তারা করতেই থাকে তা যাতে তারা অভ্যস্ত। ১১৮. (বলুন) 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সালিশ খুজবো'

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ

অথচ তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি একটি বিস্তৃত কিতাব নাযিল করেছেন^{৮৮} আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٩﴾

তারা জানে যে, তা সত্যসহ আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, অতএব আপনি কখনো সন্দেহবাদীদের মধ্যে शामिल হবেন না।^{৮৯}

ও-আর ; হُمْ-তারা ; مَا-তা যাতে ; لِيَقْتَرِفُوا-যেন তারা করতেই থাকে ; اللَّهُ-আমি কি আল্লাহ ছাড়া ; ابْتَغَىٰ-খুজবো ; مُقْتَرِفُونَ-অভ্যস্ত। ১১৮। أَفَغَيْرَ اللَّهِ-অন্য কোনো সালিশ ; وَ-অথচ ; وَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; أَنزَلَ-নাযিল করেছেন ; مُفَصَّلًا-বিস্তৃত ; وَالَّذِينَ-তোমাদের প্রতি ; الْكِتَابَ-কিতাব ; آتَيْنَهُمُ-আমি দিয়েছি তাদেরকে ; الْكِتَابَ-কিতাব ; وَ-আর ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; آتَيْنَهُمُ-আমি দিয়েছি তাদেরকে ; الْكِتَابَ-কিতাব ; وَ-তারা জানে ; أَنَّهُ-যে, তা ; مُنَزَّلٌ-অবতীর্ণ ; مِّن-নিকট থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; بِالْحَقِّ-সত্যসহ (ব+আ+হু) ; فَلَا تَكُونَنَّ-অতএব আপনি কখনো शामिल হবেন না ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُمْتَرِينَ-সন্দেহবাদীদের।

নবী-রাসূলের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে তারাও আল্লাহর ইচ্ছায়ই তা করতে সমর্থ হচ্ছে। তবে আল্লাহর ইচ্ছা-অনুমোদন ও সন্তুষ্টি এক কথা নয়। চোর-ডাকাত, হত্যাকারী, গুণা-বদমাশ ইত্যাদির তৎপরতায়ও আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে ; কিন্তু এসব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। অপরদিকে সৎকাজসমূহ এবং আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য যারা তৎপরতা চালাচ্ছেন তাদের কাজেও আল্লাহর ইচ্ছা-অনুমোদন রয়েছে ; নচেত তাঁরা এ কাজে সফল হতে পারতেন না। তবে তাঁদের কাজে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তাঁর সন্তোষও রয়েছে। এরাই লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ চান তাঁর বান্দাহ তাঁর প্রদত্ত স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে মন্দকে নয় ভাল ও কল্যাণকে অবলম্বন করুক, এটাতেই আল্লাহ সন্তুষ্ট।

৮৮. অর্থাৎ আল্লাহ কিতাব নাযিল করে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যের পথের সৈনিকদেরকে অবশ্যই সত্যের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করে যেতে হবে।

﴿۱۱۵﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ

১১৫. আর পরিপূর্ণ হয়েছে আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ইনসারফের দিক থেকে ; তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ;

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱৬﴾ وَإِنْ تَطِيعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ يَضْلُوكَ

এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ । ১১৬. আর আপনি যদি দুনিয়াবাসীর অধিকাংশের কথামত চলেন তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱৭﴾

আল্লাহর রাস্তা থেকে ; তারাতো ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছুর অনুসরণ করে না এবং তারাতো এমন নয় যে, অনুমান নির্ভর কথা ছাড়া বলে ।^{১০}

﴿১১৫﴾-আর ; وَتَمَّتْ-পরিপূর্ণ হয়েছে ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; مُبَدِّلَ-পরিবর্তনকারী ; صِدْقًا-সত্য ; وَعَدْلًا-ইনসারফের দিক থেকে ; ۗ-নেই কেউ ; ۗ-এবং ; وَ-তাঁর বাণীর ; لِكَلِمَتِهِ-(হ+কلمت+হ)-তার বাণীর ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ । ﴿১১৬﴾-আর ; وَإِنْ-যদি ; تَطِيعُ-কথামত চলেন ; أَكْثَرَ-অধিকাংশের ; يَضْلُوكَ-তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-রাস্তা ; اللَّهِ-আল্লাহর ; يَتَّبِعُونَ-তারাতো কিছুর অনুসরণ করে না ; إِلَّا-ছাড়া ; الظَّنَّ-ধারণা-অনুমান ; وَ-এবং ; ۗ-এবং ; ۗ-তারাতো এমন নয় যে ; ۗ-ছাড়া ; يَخْرُصُونَ-বলে অনুমান নির্ভর কথা ।

কোনো প্রকার অস্বাভাবিক পন্থায় বা অলৌকিক ক্ষমতার জোরে বাতিলকে নির্মূল করা এবং সত্যকে বিজয়ী করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। যদি তা হতো তাহলে তোমাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, আল্লাহ নিজেই শয়তানকে নির্মূল এবং শিরক ও কুফরের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করে দিতে পারতেন। এটা ছাড়া বিকল্প কোনো পথও নেই ; নেই কোনো বিকল্প শক্তি, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার শক্তি রাখে।

৮৯. অর্থাৎ এসব কথা কোনো নতুন কথা নয়, এগুলো এমন কথা নয় যে, আল্লাহ ইতিপূর্বে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, এখনকার নির্দেশগুলো তার বিপরীত। যারা আসমানী কিতাবের ইল্ম রাখে এবং নবীদের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত তারাই একথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহর কিতাবসমূহের সবগুলোর মূল কথাই এক এবং সবই অকাট্য সত্য, আদি, অকৃত্রিম ও চিরন্তন সত্য।

৯০. অর্থাৎ দুনিয়ার অধিকাংশ লোক যেহেতু আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে এবং সে অনুসারেই দুনিয়ায় জীবন যাপন করে, তাই তাদের অনুসরণ করলে পথহারা

﴿١١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

১১৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন (তার সম্পর্কে), যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে ; আর তিনি সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভালো জানেন ।

﴿١٢٠﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

১১৮. আর যাতে আল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে তোমরা খাও, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো ।^{১১}

﴿١٢١﴾ وَمَا لَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ

১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খাচ্ছে না তা থেকে যাতে উচ্চারিত হয়েছে আল্লাহর নাম অথচ তিনি নিসন্দেহে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তোমাদের জন্য

﴿١٢٢﴾ -নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; أَعْلَمُ-ভালো করেই জানেন ; وَ- ; وَ-তার পথ (সবিল+হ) ; سَبِيلِهِ-থেকে ; عَنْ-থেকে ; يَضِلُّ-বিচ্যুত হয়ে পড়ে ; مَنْ-যে ; مَنْ-আর ; هُوَ-তিনি ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِالْمُهْتَدِينَ-(ব+আল+মহতদিন)-সৎপথ প্রাপ্তদের সম্পর্কে । ﴿١٢٣﴾ فَكُلُوا-(ফ+কলো)-আর তোমরা খাও ; مِمَّا-(ম+মা)-তা থেকে ; إِنْ-যদি ; عَلَيْهِ-যাতে ; اسْمُ-নাম ; اللَّهُ-আল্লাহর ; ذُكِرَ-উচ্চারিত হয়েছে ; مُؤْمِنِينَ-তোমরা হয়ে থাকো ; بِآيَاتِهِ-(ব+আই+হ)-তাঁর নিদর্শনের প্রতি ; كُنْتُمْ-ঈমানদার । ﴿١٢٤﴾ وَمَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; إِنْ أَتَاكُمْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ-যে, তোমরা খাচ্ছে না ; فَصَّلَ-উচ্চারিত হয়েছে ; لَكُمْ-নাম ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَ-অথচ ; وَقَدْ فَصَّلَ-নিসন্দেহে তিনি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ; كُنْتُمْ-তোমাদের জন্য ;

হওয়া অনিবার্য। অপরদিকে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত একমাত্র পথ হলো আল্লাহর পথ—যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের নিকট এসেছে। এটাই একমাত্র সরল-সোজা পথ। তাই সত্যের পথে চলতে আগ্রহী লোকদেরকে এ পথেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে, দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ কোন্ দিকে যাচ্ছে সেদিকে তার নয়র দেয়া উচিত নয়। এ পথে চলতে গিয়ে যদি কেউ তার সাথী না হয় তাহলে তার জন্য একাকীই সে পথে চলা একান্ত কর্তব্য।

৯১. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো তাহলে দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা প্রসূত ভুল কর্মনীতি ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া নীতি অবলম্বন করো। পানাহারের ব্যাপারে কাফের-মুশরিকরা নিজেদের খেয়াল-খুশী

مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ

যা তিনি হারাম করেছেন তোমাদের উপর^{১২০} তবে যাতে তোমরা একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ো (তা স্বতন্ত্র); অবশ্য অনেকে অন্যদের বিপথগামী করে

بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝

অজ্ঞতার কারণে নিজেদের কামনা-বাসনা দ্বারা ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—
তিনি সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে ভালই জানেন ।

﴿١٢٠﴾ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثِمِ وَبَاطِنَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثِمَ

১২০. আর তোমরা পরিত্যাগ করো প্রকাশ্য এবং গোপনীয় গুনাহের কাজ ;
অবশ্যই যারা অর্জন করে গুনাহ

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢١﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ

তারা যা অর্জন করে তার শাস্তি শীঘ্রই তাদের দেয়া হবে । ১২১. আর তোমরা তা
থেকে খেয়ো না উচ্চারিত হয়নি

مَا - তবে ; الْأَ - তোমাদের উপর ; عَلَيْكُمْ - তিনি হারাম করেছেন ; حَرَّمَ - যা -
যাতে ; وَإِنَّ - আর ; إِلَيْهِ - তার প্রতি ; اضْطُرَّرْتُمْ - একান্ত বাধ্য হয়ে পড়ো (তা স্বতন্ত্র) ;
নিশ্চয় ; كَثِيرًا - অনেকে ; يُضِلُّونَ - অন্যদেরকে বিপথগামী করে ; بِأَهْوَاءِهِمْ (+)
-নিজেদের কামনা-বাসনা দ্বারা ; بِغَيْرِ عِلْمٍ - অজ্ঞতার কারণে ; إِنَّ - নিশ্চয়ই ;
بِالْمُعْتَدِينَ (+) - (আপনার প্রতিপালক ; هُوَ - তিনি ; أَعْلَمُ - ভালই জানেন ; رَبُّكَ -
আর ; وَذُرُوا - তোমরা পরিত্যাগ করো ; الظاهر - প্রকাশ্য ; الْاِثْمِ - গুনাহের কাজ ;
وَالْبَاطِنَهُ - গোপনীয় গুনাহের কাজ ; وَ - এবং ; يَكْسِبُونَ - অর্জন করে ;
الْاِثْمَ - গুনাহ ; الَّذِينَ - যারা ; يَذْكَرْ - শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে ;
بِمَا - তার যা ; كَانُوا يَقْتَرِفُونَ - তারা যা অর্জন করে ; لَمْ يَذْكَرْ -
তারা থেকে ; مِمَّا - তোমরা খেয়ো না ; تَأْكُلُوا - উচ্চারিত হয়নি ;

অনুসরণ করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে নিয়েছে তোমরা সেসব
বিধান ভেঙে দিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করো । আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে
হারাম এবং তিনি যা হালাল করেছেন তাকেই হালাল মনে করো । বিশেষ করে যেসব
পশু যবেহর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে সেগুলো খেতে কোনো প্রকার আপত্তি

১৪ রুক্ক' (১১১-১২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের দাওয়াত গ্রহণের মানসিকতা ও যোগ্যতা যাদের মধ্যে বর্তমান এবং যাদের ভাগ্যে আল্লাহ হিদায়াত রেখেছেন এবং তারা পারিপার্শ্বিক নিদর্শনাবলী দেখেই ঈমান গ্রহণ করে। তারা ই শুধু আরো মুজিয়া দেখার বায়না ধরে যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনবে না।
২. বিরোধীদের অবান্তর প্রশ্ন ও শত্রুতার কারণে আল্লাহর পথের সৈনিকদের মনক্ষুণ্ণ হওয়া সংগত নয়।
৩. কুরআন মাজীদ পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব। কুরআন মাজীদের পূর্ণতার চারটি বৈশিষ্ট্য-(ক) কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ অপূর্ণ কিতাব নাযিল করেননি। (খ) এ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অলৌকিক কিতাবের মুকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (গ) যাবতীয় মৌলিক বিষয় এতে সুবিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। (ঘ) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাও এ কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে জানে।
৪. ঈমান আনার পথে মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রধান প্রতিবন্ধক।
৫. আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছাড়া পুঁথিগত সকল শিক্ষা মূর্খতার নামান্তর।
৬. আল্লাহর দীনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি কল্পে যারা কুটতর্কে লিপ্ত হয়, তারা শয়তানের দোসর।
৭. আল কুরআন ন্যায় ও ইনসাফের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয়। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধান কার্যকর থাকবে। কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হবে না।
৮. দুনিয়াতে অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট ; কারণ তাদের জীবনযাত্রা তাদের খেয়াল-খুশীমত নির্বাহি হয়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ পথভ্রষ্ট হলে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাদের অনুসরণ করা বা তাদের নির্দেশনা মতো চলা যাবে না। কারণ তাদের চলার পথ তাদের নিজেদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে রচিত।
৯. কাফের-মুশরিকদের জীবনচারণ মু'মিনরা কখনো গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাওহীদ ভিত্তিক আচার-আচরণকে গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের দাবী।
১০. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে হারাম জেনে পরিত্যাগ করা এবং যা তিনি হালাল করেছেন তাকে হালাল জেনে গ্রহণ করাও ঈমানের দাবী।
১১. হালাল ও হারামের সীমালংঘনকারী ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত। তাদের এ কাজ শান্তিযোগ্য অপরাধ।
১২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত হালাল নয়। এটা শয়তানী কাজ।
১৩. যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলে না তারা শয়তানের বন্ধু।
১৪. শয়তানের বন্ধুদের কথামতো যারা চলে তারা মুশরিক বলে পরিগণিত হবে।



أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

তার অপরাধীদের নেতাদেরকে, যেন তারা তাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ; তবে তারা তো নিজেদের বিরুদ্ধে ছাড়া ষড়যন্ত্র করতে পারে না

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ

অথচ তারা খবর রাখে না । ১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে তারা বলে—আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ না আমাদেরকে দেয়া হয়

مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ

অনুরূপ কিছু যা দেয়া হয়েছিল আল্লাহর রাসূলদেরকে ;^{৬৬} আল্লাহই ভালো জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কাকে তিনি দেবেন ;

আক্র-নেতাদেরকে ; لِيَمْكُرُوا-যাতে তার অপরাধীদের-(মجرمی+হা)-مُجْرِمِيهَا-আক্র-তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ; فِيهَا-তাতে ; وَ-তবে ; مَا يَمْكُرُونَ-তার ষড়যন্ত্র করতে পারে না ; أَلَا-ছাড়া ; بِأَنْفُسِهِمْ-(ب+انفس+هم)-নিজেদের বিরুদ্ধে ; وَ-অথচ ; مَا (جَاءَتْ+هم)-جَاءَتْهُمْ-যখন ; إِذَا-যখন ; وَ ﴿٥٨﴾-আর ; لَنْ نُؤْمِنَ-আমরা তাদের নিকট আসে ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; قَالُوا-তারা বলে ; لَنْ نُؤْمِنَ-আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; نُؤْتَىٰ-আমাদেরকে দেয়া হয় ; مِثْلَ-অনুরূপ কিছু ; مَا-যা ; أُوتِيَ-দেয়া হয়েছিল ; رَسُولُ-রাসূলদেরকে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; يَجْعَلُ-তিনি দেবেন ; رِسَالَتَهُ-তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব ;

৯৬. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে এবং তার এমন চেতনা নেই যে, সে সত্য পথ হারিয়ে বসে আছে, তার জীবনতো এমন লোকের ন্যায় আলোকময় হতে পারে না, যে মানবিক চেতনাসম্পন্ন এবং জ্ঞানের আলোর সাহায্যে সে সত্যের রাজপথটি সুস্পষ্টভাবে চিনে নিতে সক্ষম ।

৯৭. অর্থাৎ সত্যের আলো দেখার পরও এবং সত্যের পথে চলার আহ্বান শুনেও যারা সেদিকে কর্ণপাত না করে অন্ধকার পথেই চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের জন্য আল্লাহর বিধান হলো—অতপর তাদের কাছে অন্ধকারই ভালো মনে হতে থাকবে । অন্ধ ব্যক্তির মতো পথ হাতড়ে চলা এবং সেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে থাকাটা তাদের নিকট ভালো লাগবে । ঝোঁপ-ঝাড় তাদের কাছে বাগান বলে মনে হবে আর কাঁটা মনে হবে ফুলের মতো । সব রকমের অন্যায, অসৎ কাজ ও ব্যভিচারে তারা আনন্দ পায় ।

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عَنِ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ

যারা অপরাধ করেছে তাদের উপর শীঘ্রই আপতিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে
অপমান এবং কঠিন শাস্তি

بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٥﴾ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

তারা যে ষড়যন্ত্র করতো সে জন্য । ১২৫. আর আল্লাহ যাকে সৎপথ
দেখাতে চান তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন

لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا

ইসলামের জন্য ;” আর যাকে আল্লাহ বিপথগামী করতে চান তার
বক্ষকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেন

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ

যেন সে আকাশে আরোহণ করছে ; এভাবেই আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন

سَيُصِيبُ-তাদের উপর শীঘ্রই আপতিত হবে ; الَّذِينَ-যারা ; أَجْرَمُوا-অপরাধ করেছে ;
شَدِيدٌ-শাস্তি ; وَعَذَابٌ-এবং ; وَ-আল্লাহর ; اللَّهُ-পক্ষ থেকে ; عَنِ-অপমান ; صَغَارٌ-
-কঠিন ; بِمَا-সে জন্য ; كَانُوا يَمْكُرُونَ-যে ষড়যন্ত্র তারা করতো । ﴿١٢٥﴾ فَمَنْ-
আর যাকে ; يَرِدِ اللَّهُ-তাকে সৎপথ

দেখাতে ; أَنْ يَهْدِيَهُ-আল্লাহ ; يَشْرَحْ-প্রশস্ত করে দেন ; صَدْرَهُ-তার বক্ষকে ;
لِلْإِسْلَامِ-(+ال)-আল্লাহ ; وَمَنْ-চান ; يُرِدْ-চান ; يُضِلَّهُ-তাকে বিপথগামী করতে ;
يَجْعَلْ-করে দেন ; ضَيِّقًا-তার বক্ষকে ; حَرَجًا-অত্যন্ত সংকীর্ণ ;

فِي-যেন সে আরোহণ করছে ; كَذَلِكَ-এভাবেই ; يَجْعَلُ-করেন ;
الرِّجْسَ-লাঞ্ছিত ; السَّمَاءِ-(+ال+سمااء)-আকাশে ; كَذَلِكَ-এভাবেই ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

كَأَنَّمَا يَصْعَدُ-যেন সে আরোহণ করছে ; فِي-যেন সে আরোহণ করছে ;

أُولَئِكَ مِمَّنْ أَوْ لِيُؤْمَرُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

মানুষের মধ্যকার তাদের বন্ধুরা—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে
অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছিলাম^{১০২}

وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ ۖ فَخُلِدْ فِيهَا

এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন আমরা আমাদের নির্ধারিত সময়ে এসে
পৌঁছেছি; তিনি বলবেন—জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানেই চিরস্থায়ী হবে

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ نُورِي

যদি না আল্লাহ (অন্য) ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ^{১০০}
১২৯. আর এভাবেই আমি বন্ধু বানিয়ে দেই

بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ

যালেমদের কতককে কতকের যা তারা উপার্জন করতো তার বিনিময়ে^{১০৪}

হে - رَبَّنَا; মানুষের - الْإِنْسِ; মধ্য থেকে - مِنْ; তাদের বন্ধুরা - (أُولِيؤْمُرِهِمْ) - আমাদের একে; - بَعْضُنَا; লাভবান হয়েছিলাম - اسْتَمْتَعَ; - আমরা এসে পৌঁছেছি; - وَ; এবং; - وَ; - بَلَّغْنَا; আপনি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন; - آجَلَنَا; আমাদের জন্য; - لَنَا; - النَّارُ; - তিন বলবেন; - قَالَ; - النَّارُ; - জাহান্নামই; - فِيهَا; - তোমাদের ঠিকানা; - مَثْوًى لَكُمْ; - (مَثْوًى+كُمْ); - সেখানেই; - إِلَّا; - مَا شَاءَ; - (مَا+شَاءَ); - (অন্য) ইচ্ছা করেন; - اللَّهُ; - আল্লাহ; - إِنَّ رَبَّكَ; - আপনার প্রতিপালক; - حَكِيمٌ; - সুবিজ্ঞ; - عَلِيمٌ; - সর্বজ্ঞ; - ﴿٥٧﴾; - আর; - وَ; - كَذَلِكَ; - এভাবেই; - نُورِي; - আমি বন্ধু বানিয়ে দেই; - الظَّالِمِينَ; - কতককে; - بَعْضًا; - তার বিনিময়ে যা; - كَانُوا يَكْسِبُونَ; - তারা উপার্জন করতো।

১০২. অর্থাৎ আমরা মানুষেরা শয়তান জ্বিনদেরকে এবং শয়তান জ্বিনেরা আমাদের মানুষদের কাছে লাগিয়ে একে অপরকে প্রতারণা করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করেছি।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে তাঁর এ শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করা অন্যায় বা অসংগত হবে

না ; বরং তা হবে জ্ঞানানুগ ও ন্যায়সংগত। কারণ আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের সাহায্যে জানেন—কোন অপরাধী ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য আর কোন অপরাধী ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়।

১০৪. অর্থাৎ আখেরাতে তারা শান্তিতে তেমনই শরীক থাকবে, যেভাবে দুনিয়াতে তারা পাপকাজে পরস্পর শরীক ছিলো।

১৫ রুকু' (১২২-১২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ; লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে তাকে মৃত বলাই উচিত। সে হিসাবে মু'মিন জীবিত, কাফের মৃত।
২. ঈমান হলো আলো আর কুফর হলো অন্ধকার।
৩. কুফর যেহেতু অন্ধকার, আর কাফের অন্ধকারেই হাবুড়বু খাচ্ছে, সেখান থেকে সেই আলোর পথে আসতে সে ইচ্ছুক নয়, সেজন্য আল্লাহ তাআলা অন্ধকারে ধাক্কা কেই তার জন্য সুশোভিত করে দিয়েছেন।
৪. কাফেরের ঈমানরূপ আলো না থাকতে সে একদিকে মৃত, অপরদিকে পড়ে আছে অন্ধকারে ; তাই উপকারী বস্তু দেখতে পায় না ও তা গ্রহণ করতে পারে না। আর ক্ষতিকর বস্তু থেকেও সে বাঁচতে পারে না।
৫. কাফের-মুশরিকদের নেতারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন তা সবই তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মু'মিনদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
৬. কাফের-মুশরিকদের নেতারা যত ষড়যন্ত্র করুক না কেন, এর ফলে আখেরাতে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।
৭. ইসলামে খুঁত বের করার জন্য বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা কুফরী।
৮. ইসলাম সম্পর্কে অন্তর সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য অন্তরকে উপযুক্ত করে দেয়া আল্লাহর দান।
৯. কাফেররা যেহেতু ইসলামী জীবন-বিধান মেনে চলতে আগ্রহী নয় সেহেতু আল্লাহ তাদের অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। তাই ইসলাম গ্রহণ তার কাছে আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য মনে হয়।
১০. আল্লাহ নির্দেশিত পথই সত্য-সঠিক পথ, যারা এ পথে চলবে তাদের জন্যই শান্তির আবাস নির্ধারিত আছে।
১১. নবুওয়াত চেষ্টা-সাধনা দ্বারা লাভের বিষয় নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত দান। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা দান করেন।
১২. জ্বিন জাতি আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি। তাদেরকেও আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।
১৩. হাশরের ময়দানে মানুষ ও জ্বিন সবাইকে একত্রিত করা হবে। উভয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
১৪. যারা মন্দ জ্বিনের দ্বারা কোনো প্রকার অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে, তাদেরকে তাদের সাহায্যকারী জ্বিন সহ জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

﴿١٧١﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَّاَهْلَهَا غٰفِلُوْنَ ۝

১৩১. এটা এজন্য যে, আপনার প্রতিপালক যুলুমের কারণে কোনো জনপদের ধ্বংসকারী নন—এমতাবস্থায় যে তার অধিবাসীগণ অসচেতন।^{১০৭}

﴿١٧٢﴾ وَّلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَّمَا رَبُّكَ بِغٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩২. আর তারা যা করে সে অনুসারেই প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা নির্ণিত হয় ; আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আপনার প্রতিপালক বেখবর নন।

﴿١٧٣﴾ وَّرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ اِنْ يَشَآءْ يُهْبِكُمْ وَّيَسْتَخْلِفُ

১৩৩. আর আপনার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, অত্যন্ত দয়াশীল ;^{১০৮} তিনি চাইলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন

﴿١٧١﴾ -এটা ; -এজন্য যে ; -নন ; -আপনার প্রতিপালক ; -মُهْلِكَ - ধ্বংসকারী ; -الْقُرَى -কোনো জনপদের ; -بِظُلْمٍ -যুলুমের কারণে ; -و-এমতাবস্থায় যে ; -ل (+) -لكل ; -আর ; -و﴿١٧١﴾ -অসচেতন। -اهلها - (اهل+ها) -তার অধিবাসীগণ ; -غٰفِلُوْنَ -আর ; -و﴿١٧٢﴾ -আর ; -و-আর ; -و-আর ; -و-আর ; -و﴿١٧٢﴾ -আর করে। -يَعْمَلُوْنَ - (عن+ما) -এমতাবস্থায় ; -عَمَّا -আপনার প্রতিপালক ; -بِغٰفِلٍ - (ب+غافل) -বেখবর ; -و﴿١٧٢﴾ -আর করে। -يَعْمَلُوْنَ - (عن+ما) -এমতাবস্থায় ; -عَمَّا -আপনার প্রতিপালক ; -ذُو الرَّحْمَةِ - (ذو+ال+رحمة) -অভাবমুক্ত ; -الْغَنِيُّ - (ال+غني) -অত্যন্ত দয়াশীল ; -اِنْ يَشَآءْ -তিনি চাইলে ; -يُهْبِكُمْ - (يذهب+كم) -তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন ; -و-এবং ; -و﴿١٧٣﴾ -স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন ;

১০৭. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে জ্বিন ও মানুষকে সত্যপথ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং মন্দ ও ভ্রান্তপথ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং কারও পক্ষে এমন অজুহাত খাড়া করার কোনো সুযোগ নেই যে, 'আপনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেননি এবং সত্য-সঠিক পথ সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ আমাদেরকে দেননি ; যার ফলে আমরা না জেনে ভুল পথে চলেছি। এখন আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করতে শুরু করেছেন।' অতএব মানুষ ভুলপথে চললে এবং সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসলে সে জন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে মানুষ—আল্লাহ নন।

১০৮. আল্লাহ তাআলার অভাবমুক্ত হওয়ার অর্থ—তিনি কোনো কাজে কারো কাছে আটকে নেই, কারো সাথে তার কোনো স্বার্থ জড়িত নেই ; অতএব দুনিয়ার সকল

مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِرِينَ ۝

তোমাদের পরে যাকে চান, যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন
অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে।

۝۱۩۩ إِن مَّا تُوْعَدُونَ لَآئِبٌ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝۱۩۩ قُلْ يُقَوْمٌ

১৩৪. তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে ;^{১৩৩} আর
তোমরা তা ব্যর্থ করতে সমর্থ নও। ১৩৫. আপনি বলুন—হে আমার সম্প্রদায়!

أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাকো, আমিও তৎপর ;^{১৩৬}
অতপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে—

তোমাদের পরে ; -مَا يَشَاءُ- যাকে চান ; -كَمَا- যেমন ;
قَوْمٍ- বংশধর ; -ذُرِّيَّةٍ- থেকে ; -مِن- তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; -أَنْشَأَكُم-
-এক সম্প্রদায়ের ; -آخِرِينَ- অন্য। ১৩৩। -অবশ্যই- -إِن ۝۱৩৩।
হচ্ছে তোমাদেরকে ; -لَآئِبٌ- তা বাস্তবায়িত হবে ; -و- আর ; -مَا- নও ; -مَّا- তোমরা ;
-يُقَوْمٌ (+)- আপনি বলুন ; -قُلْ ۝১৩৫। -তা ব্যর্থ করতে সমর্থ- -بِمُعْجِزِينَ
-এ আমার সম্প্রদায় ; -عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ- তোমরা কাজ করতে থাকো ;
-নিজ নিজ স্থানে থেকে ; -عَلَىٰ مَكَانَةٍ (+)-
; -تَعْلَمُونَ- তোমরা জানতে পারবে ; -فَسَوْفَ- অতপর শীঘ্রই ;

প্রাণী নাফরমানী করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই, আর সবাই তাঁর হুকুমের আনুগত্য করলেও তাঁর কোনো লাভ নেই। কারো নিকট তাঁর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই তাঁর বিপুল ভাণ্ডার সবাইকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন।

আর অত্যন্ত দয়ালু হওয়ার অর্থ—তিনি তোমাদেরকে সত্যের পথে চলার নির্দেশ দান এবং সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ এজন্য করেননি যে, সত্যের পথে চললে তাঁর লাভ এবং বিপরীত পথে চললে তাঁর ক্ষতি ; বরং সত্যপথে চললে আমাদেরই লাভ আর বিপরীত পথে চললে আমাদেরই ক্ষতি। সুতরাং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করার সুযোগ দান তাঁর দয়ালুতারই পরিচায়ক।

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হাশরের মাঠে আগে-পরের সবাইকে একত্রিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

কার জন্য হবে মঙ্গলময় পরিণামের গৃহটি ; যালিমরা নিশ্চিত সফলকাম হবে না ।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

১৩৬. আর তারা একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে, যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তিনি তা থেকে এবং বলে—‘এটা আল্লাহর জন্য’—

بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصُلُّ إِلَى اللَّهِ

তাদের ধারণা অনুযায়ী (বলে) ‘এবং এটা আমাদের (বানানো) শরীকদের জন্য ; তারপর যে অংশ তাদের (বানানো আল্লাহর) শরীকদের জন্য তা তো আল্লাহর নিকট পৌছে না ;

اِنَّهُ - মঙ্গলময় পরিণামের গৃহটি; عَاقِبَةُ الدَّارِ - কার ; تَكُونُ لَهُ - জন্য হবে ; الظَّالِمُونَ - যালিমরা ; (ال+ظالمون)-নিশ্চিত ; لا يُفْلِحُ - সফলকাম হবে না ; وَ ۝ - আর ; جَعَلُوا - তারা নির্দিষ্ট করে ; مَا - তা থেকে যা ; ذَرَأَ - সৃষ্টি করেছেন তিনি ; (ال+ال-الأَنْعَامِ ; وَ - ও ; مِنَ الْحَرْثِ - (من+ال+حَرْث)-শস্য থেকে ; هَذَا - (ال+ال-الأَنْعَامِ ; وَ - ও ; نَصِيبًا - একটি অংশ ; فَقَالُوا - এবং তারা বলে ; هَذَا - এটা ; لِلَّهِ - আল্লাহর জন্য ; بِزَعْمِهِمْ - (ب+زعم+هم)-তাদের ধারণা অনুযায়ী ; وَ - এবং ; هَذَا - এটা ; لَشُرَكَائِنَا - (ل+شركاء+نا)-আমাদের শরীকদের জন্য ; هَذَا - এটা ; لَشُرَكَائِهِمْ - (ل+شركاء+هم)-তাদের শরীকদের জন্য ; فَكَانَ - হতো ; لَشُرَكَائِهِمْ - তাদের শরীকদের জন্য ; فَلَا يَصُلُّ - তাতো পৌছে না ; إِلَى اللَّهِ - আল্লাহর ;

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার কথা মেনে না নাও, এবং নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত পথে চলতে থাকো তাহলে তোমরা সে পথেই চলো, আর আমি আমার কাজ করতে থাকি ; পরিশেষে উত্তম পরিণাম কার হবে তা তুমিও দেখবে আর আমিও দেখবো ।

১১১. জাহেলিয়াতের উপর মক্কার কাফের-মুশরিকরা যে জিদ ধরে বসেছিল এবং কোনোক্রমেই তা ছাড়তে তারা প্রস্তুত ছিল না এখানে তা কিছুটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে । তাদের সেই যুলুমের স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যার কারণে তাদের উভয় জাহান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ।

১১২. মুশরিকরা তাদের ফল-ফসল ও গবাদি পশুর স্রষ্টা হিসেবে এসবের তিনের এক অংশ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতো । অপর এক অংশ উৎসর্গ করতো দেবদেবী, ফেরেশতা, জ্বিন, তারকা ও পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের নামে । আর এ অংশটিই তারা তাদের মন্দিরের সেবায়ত-পুরোহিত বা সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করতো ।

وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَمَوْ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে যায়;^{১১০}

তারা যা ফায়সালা করে তা নিকৃষ্ট।

وَكُنْ لَكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ ۝

১৩৭. আর এভাবেই মুশরিকদের অধিকাংশের কাছে তাদের (বানানো) শরীকরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভিত করে দিয়েছে^{১১৪}

- يَصِلُ - তাতো ; فَهُوَ - হতো আল্লাহর জন্য ; كَانَ لِلَّهِ - যে অংশ ; مَا - কিন্তু ; وَ - পৌঁছে যায় ; إِلَى - নিকট ; شُرَكَائِهِمْ - তাদের শরীকদের ; سَاءَ - তা নিকৃষ্ট ; مَا - যা ; يَحْكُمُونَ - তারা ফায়সালা করে । ۱۳۷. وَ - আর ; كَذَلِكَ - এভাবেই ; زَيْنٌ - সুশোভিত করে দিয়েছে ; مِنَ الْمُشْرِكِينَ - (من+ال+) - অধিকাংশের কাছে ; لِكَثِيرٍ - (ل+كثير) - অধিকাংশের কাছে ; قَتَلَ - হত্যা করাকে ; أَوْلَادِهِمْ - (اولاد+هم) - তাদের সন্তান ; شُرَكَاءَهُمْ - (شركاء+هم) - তাদের (বানানো) শরীকরা ;

আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনদেরকে দান করতো। আবার আল্লাহর অংশ থেকে অনেক সময় কেটে নিতো ; আর প্রতিমাদের অংশ ও নিজেদের অংশ পুরোপুরিই নিয়ে নিতো। অথচ এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ তাদের এসব মনগড়া বিধানের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে বলছেন যে, এটা অত্যন্ত মন্দ বিচার-পদ্ধতি। এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় রয়েছে যে, সকল প্রকার ইবাদাত তা শারিরীক হোক আর আর্থিক সবই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এতে অন্য কোনো দেবদেবী, জ্বিন, ফেরেশতা বা পীর-পুরোহিত অথবা কোনো নেতা-নেত্রীকে অংশীদার করা সুস্পষ্ট শিরক। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুল্ম।

১১৩. এখানে মুশরিকদের মনগড়া ভাগ-বাটোয়ারার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কোনো বছর ফসল কম হলে তারা আল্লাহর নামের অংশ কমিয়ে দিতো ; কিন্তু নিজেদের বানানো মাবুদদের অংশ যথারীতি ঠিক রাখতো। তাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর নামের অংশ কম হলে ক্ষতি নেই ; কিন্তু তাদের শরীকদের অংশ কম হলে বিপদের আশংকা আছে, কারণ তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র।

১১৪. এখানে 'শরীক' দ্বারা মানুষ ও শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সন্তান হত্যাকে তাদের মতে বৈধ ও পসন্দনীয় কাজে পরিণত করেছিল। তাদেরকে এজন্য 'শরীক' বলা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাত-উপাসনা লাভের মালিক যেমন একমাত্র আল্লাহ, তেমনি বান্দার জন্য দুনিয়াতে আইন প্রণয়ন এবং বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণের মালিকও আল্লাহ। আর তাই আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদাত-

لَا يَطْعَمَهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا

যাকে আমরা চাই সে ছাড়া কেউ তা খেতে পারবে না—এটা তাদের ধারণা মতে^{১১৬}
এবং কিছু কিছু গবাদিপশুর পিঠে চড়া নিষেধ করা হয়েছে

وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ

আর কিছু কিছু গবাদিপশু (যবেহকালীন) তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না^{১১৭}—তাঁর প্রতি মিথ্যারোপের
লঙ্ঘন^{১১৮} অচিরেই তিনি তাদেরকে প্রতিফল দেবেন

যাকে ; مَنْ -যাকে ; مِنْ -যাকে ; لَا يَطْعَمَهَا -কেউ তা খেতে পারবে না ; (لا يطعم+ها) -
; وَأَنْعَامٌ -এবং ; وَ -এবং ; (ب+زعم+هم) -এটা তাদের ধারণা মতে ; نَشَاءُ -আমরা চাই ;
- (ظهور+ها) - (ظهورها) -কিছু কিছু গবাদি পশুর ; حُرِّمَتْ -নিষেধ করা হয়েছে ;
- (لا يذكرون) -তার ; أَنْعَامٌ -কিছু কিছু গবাদি পশু ; وَ -আর ;
উচ্চারণ করে না (যবেহকালীন) ; أَسْمَاءَ -আল্লাহর ; اللَّهُ -আল্লাহর ;
; عَلَيْهِ -তার উপর ; (سيجزي+هم) -অচিরেই ; سَيَجْزِيهِمْ -
; افْتِرَاءً -মিথ্যারোপের লঙ্ঘন ; عَلَيْهِ -তাঁর প্রতি ;
তিনি তাদেরকে প্রতিফল দেবেন ;

১১৬. আরবের জাহেলী-সমাজ নিজেদেরকে দীনে ইবরাহীমের অনুসারী বলে মনে করতো এবং তাদের অনুসৃত ধর্মকেই আল্লাহর পসন্দনীয় ধর্ম মনে করতো। আসলে বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মনেতা, গোত্রপতি, পরিবারের বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অন্যান্য লোকেরা ইবরাহীম (আ)-এর দীনের সাথে বিভিন্ন ধরনের আচার-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ, বিদয়াত ও কুসংস্কারাঙ্কন অনুষ্ঠানে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইবরাহীমী ধর্মকে এমন অস্পষ্ট করে তুলেছে যে, এখন আর কোনো মতেই দীনে ইবরাহীমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা এখানে সেকথাই বলেছেন।

১১৭. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো চলতে চায় তখন আল্লাহ তাদেরকে সে পথেই চলতে দেন—এটাই আল্লাহর নিয়ম। এখন তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও তা অস্বীকার করে নিজেদের ভ্রান্ত পথেই চলতে আগ্রহী। সুতরাং আপনিও তাদেরকে তাদের পথেই চলতে দিন। তাদের পেছনে সময় অপচয় করে লাভ নেই।

১১৮. অর্থাৎ আরববাসী মুশরিকরা ফসল ও গবাদি পশুর ব্যাপারে যে বন্টনরীতি মেনে চলতো তা আল্লাহর বিধান নয়। আল্লাহর দেয়া রিয়কের মধ্যে গোত্রপতি, সেবায়ত ও মাযার-আস্তানার নয়রানা আল্লাহ নির্ধারণ করে দেননি। এসব কিছু মুশরিকদের নিজেদের মনগড়া নিয়ম।

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

যে মিথ্যা তারা রচনা করতো তার জন্য। ১৩৯. আর তারা বলে—

এসব গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে তা নির্দিষ্ট

لِنُكُونَنَا وَمَحْرَمًا عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مِّثْقَالًا فَهَمَّ

আমাদের পুরুষদের জন্য এবং নিষিদ্ধ আমাদের স্ত্রীদের জন্য ;

আর তা যদি মৃত হয় তবে তারাও

فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

তাতে অংশীদার ; শীঘ্রই তিনি তাদের এরূপ বক্তব্যের প্রতিফল দেবেন ;

নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

﴿٥٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ

১৪০. যারা মূর্খতার কারণে নির্বুদ্ধিতা বশত নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে, তারা নিসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করে নিয়েছে, যে রিয়ক তাদেরকে দিয়েছেন

- আর ; وَقَالُوا ﴿১৩৯﴾ -মিথ্যা তারা রচনা করতো। -তার জন্য, যে ; الْبُطُونِ - গবাদি পশুর ; الْأَنْعَامِ - এসব ; هَذِهِ - গর্ভে আছে ; مَا - যা ; فِي - তা ; خَالِصَةٌ - তা নির্দিষ্ট ; وَ - এবং ; لِنُكُونَنَا وَمَحْرَمًا عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا - আমাদের পুরুষদের জন্য (ল+ডকর+না) ; وَإِن يَكُن مِّثْقَالًا فَهَمَّ - আর ; أَزْوَاجِنَا - (অজা+না) ; جَزِيهِمْ - আমাদের পুরুষদের ; وَصْفَهُمْ - নিষিদ্ধ ; عَلِيمٌ - সর্বজ্ঞ ; حَكِيمٌ - প্রজ্ঞাময় ; فِيهِ شُرَكَاءُ - তাতে অংশীদার ; سَيَجْزِيهِمْ - শীঘ্রই তিনি প্রতিফল দেবেন তাদেরকে ; وَ - আর ; قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ - নিসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; الَّذِينَ - নির্বুদ্ধিতা বশত ; قَتَلُوا - তারা হত্যা করেছে ; أَوْلَادَهُمْ - (অলাদ+হম) ; سَفَهًا - মূর্খতার কারণে ; بِغَيْرِ عِلْمٍ - এবং ; وَ - এবং ; حَرَمُوا - নিষিদ্ধ করে নিয়েছে ; مَا - যা ; رَزَقَهُمُ - (রজ+হম) - রিয়ক তাদেরকে দিয়েছেন ;

১১৯. এখানে আরবদের বদ-রসমের কয়েকটি উল্লেখিত হয়েছে। তাদের নযরানা ও মানতের পশু যবেহর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং এসব পশুর পিঠে চড়ে হজ্জে যাওয়াকে তারা বৈধ মনে করতো না।

اللَّهُ أَفْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

আল্লাহ—আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে ; নিসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না ।^{১২২}

اللَّهُ-আল্লাহ ; أَفْتَرَاءً-মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে ; عَلَى-প্রতি ; اللَّهُ-আল্লাহর ; قَدْ-আল্লাহর ; ضَلُّوا-নিসন্দেহে তারা বিপথগামী হয়েছে ; وَمَا-এবং ; كَانُوا-তারা ছিল না ; مُهْتَدِينَ-সৎপথপ্রাপ্তও ।

১২০. অর্থাৎ তাদের এসব নিয়ম-নীতি যদিও আল্লাহর নির্ধারিত নয় ; কিন্তু তারা এসবকে আল্লাহর বিধান মনে করেই মেনে চলে আসছিল। এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাপ-দাদাদের পালিত নিয়ম হিসেবেই এগুলো তারা মেনে চলছে। এগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে সেকথাই এখানে বলা হয়েছে।

১২১. এখানে আরবদের অপর একটি বদ-রসমের উল্লেখ হয়েছে। নযর-মানতের পত্তর পেটে বাঁচা হলে তার গোশত মেয়েদের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আর তা যদি মৃত হতো তখন সকলেই তার গোশত খেতে পারতো।

১২২. অর্থাৎ তোমাদের পালিত হালাল-হারামের এসব ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি, সম্ভান হত্যার মতো নির্মম বিধান যারা জারী করেছিল, তারা তোমাদের ধর্ম নেতা, গোত্রপতি, জাতীয় নেতা যা-ই হোক না কেন, তারা সৎপথের অনুসারী ছিল না ; কারণ তারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান তোমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে অবশ্যই এসব কাজের পরিণতি ভোগ করতেই হবে।

১৬ ক্বক্ব' (১৩০-১৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হাশরের মাঠে জ্বিন ও মানুষের মধ্যকার কুফরী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা কোনো কারণ দেখাতে পারবে না, ফলে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

২. মানব জাতিকে হিদায়াত দান করার জন্য নবী হিসেবে যেমন মানুষ প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জ্বিন জাতির হিদায়াতের জন্য জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির নিকটই প্রথমে নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অতপর তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেন। পূর্ব সতর্কতা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেন না। এভাবে নবী-রাসূল পাঠানো আল্লাহর ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক।

৫. আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতির প্রত্যেকের পদমর্যাদা তাদের কর্ম অনুযায়ীই নির্ধারণ করেন। আর তাদের প্রতিদান এবং শাস্তিও তাদের কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৬. আল্লাহ তাআলা মানুষের ইবাদাত পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। কারণ অযাচিতভাবে তিনি এ বিশ্ব ও তার মধ্যকার সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এ সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দয়াশীলও বটে। মানুষ ও তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সৃষ্টি তাঁর দয়ার দান।

৭. মানুষকে আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করেননি। অমুখাপেক্ষীতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য। মানুষকে এ গুণে ভূষিত করলে তারা আরো বেশী অবাধ্য হয়ে যেতো।

৮. পৃথিবীতে সকলেই একে অপরের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অর্থের জন্য ধনীরা মুখাপেক্ষী, তেমনি ধনী ব্যক্তিও সেবার জন্য দরিদ্রের মুখাপেক্ষী। এরূপ না হলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।

৯. আল্লাহর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ তেমনি তাঁর শক্তি সামর্থ প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

১০. আল্লাহ ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সমস্ত সৃষ্টিজগত নিষ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, এতে তাঁর কুদরতের ব্যবস্থাপনায় বিন্দুমাত্র হেরফের হবে না।

১১. আল্লাহ তাআলা যদি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিষ্চিহ্ন করে দেন তবে তা ঠেকানোর শক্তি কারো নেই।

১২. রাসূলের দায়িত্ব আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। অতপর এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর উপর বর্তায়। রাসূলের দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে আনজাম দিয়েছেন। কেউ যদি তা না মানে তবে রাসূলের কোনো ক্ষতি নেই।

১৩. কাফেরদের প্রতি প্রদত্ত হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। মুসলমানরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ও কর্মক্ষমতাকে বিভক্ত করে কিছু অংশ আল্লাহর জন্য এবং কিছু অংশ অন্যদের জন্য ব্যয় করে তবে তাদের পরিণতিও কাফির-মুশরিকদের চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না।

১৪. আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার কাজেই নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা ইনসাফের দাবী। দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণার্থে যতটুকু সময় ব্যয় করা আবশ্যিক ততটুকুই তার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৭

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-৪

﴿۱۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

১৪১. আর তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন লতা জাতীয়^{১৭০} ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের বাগানসমূহ এবং খেজুর বৃক্ষ,

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَ

ও (সৃষ্টি করেছেন) বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার এগুলো পরস্পর সদৃশ ও

غَيْرَ مِثْلِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

অসদৃশ ; এগুলো যখন ফলবান হয় তখন তার ফল তোমরা খাও এবং ফসল কাটার দিন তার হক আদায় করো ;

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱৪২﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

আর অপচয় করো না ; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না ।

১৪২. আর (সৃষ্টি করেছেন) গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী

﴿۱৪১﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱৪২﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

- জন্ট ; সৃষ্টি করেছেন ; أَنْشَأَ - যিনি ; الَّذِي - তিনি সেই সত্তা ; وَهُوَ - আর ; ﴿১৪১﴾ - বাগানসমূহ ; جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ - লতা জাতীয় উদ্ভিদ ; وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ - বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের ; وَالنَّخْلَ - খেজুর বৃক্ষ ; وَالزَّرْعَ - (ال+زرع) - (ال+نخل) - এবং ; وَغَيْرَ مِثْلِهِ - (ال+زيتون) - বিভিন্ন স্বাদের (مختلفا+اكل+ه) - مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ ; وَالرُّمَانَ - (ال+رمان) - আনার ; وَالزَّيْتُونَ - (ال+زيتون) - যায়তুন ; وَمِنَ الْأَنْعَامِ - পরস্পর সদৃশ ; حَمُولَةً - তার (من+ثمر+ه) - مِنْ ثَمَرِهِ - তোমরা খাও ; كُلُوا - অসদৃশ ; غَيْرَ مِثْلِهِ - ও ; وَآتُوا حَقَّهُ - (حق+ه) - আদায় করো ; إِذَا أَثْمَرَ - (اثمر) - ফলবান হয় ; وَغَيْرَ مِثْلِهِ - (ال+انعام) - গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ; وَلَا تُسْرِفُوا - অপচয় করো না ; إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - (ال+مُسْرِفِينَ) - অপচয়কারীদেরকে ; وَمِنَ الْأَنْعَامِ - (ال+انعام) - গবাদি পশুর মধ্যে ; حَمُولَةً - কতক ভারবাহী ;

وَفَرَشَاءُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ

ও কতক খর্বাকৃতি বিশিষ্ট^{১২৪} আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলো না ;

إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٢٥﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ

অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু^{১২৫}। ১২৫। (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট জোড়া (নর ও মাদী) মেঘের মধ্যে দুটো

رَزَقَكُمُ - তা থেকে, যে ; مِمَّا - তোমরা খাও ; كُلُوا - খর্বাকৃতি বিশিষ্ট ; فَرَشَاءُ - ও -
 لَا تَتَّبِعُوا - এবং ; وَ - আল্লাহ ; الشَّيْطَانِ - (রিয়ক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; (রজু+কম)-
 أَنَّهُ - শয়তানের - (শয়টন)-الشَّيْطَانِ ; خُطُوبٍ - পদচিহ্ন ; أَثْنَيْنِ - দুটো ;
 ثَمَانِيَةَ (১২৫) - আট ; مُبِينٌ - প্রকাশ্য ; عَدُوٌّ - তোমাদের ; لَكُمْ - (অবশ্যই সে ; (ন+হ)
 دُوَّتَيْنِ - দুটো ; (অ+সান)-الضَّأْنِ - মেঘের ; مِّنَ - মধ্যে ; أَزْوَاجٍ - জোড়া (নর ও মাদী) ;

১২৩. এখানে দু প্রকার উদ্ভিদের বাগানের কথা বলা হয়েছে—এক প্রকার উদ্ভিদ হলো লতাগুলা জাতীয় কোনো কিছুর আশ্রয় ছাড়া বাড়তে পারে না। অপর প্রকার উদ্ভিদ যেগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থেকে বাড়তে পারে। তবে ‘বাগান’ বলতে আমরা সাধারণত এ দ্বিতীয় প্রকার উদ্ভিদের বাগানকেই বুঝি।

১২৪. ছোট আকারের পশুকে ‘ফারাশ’ বলা হয়েছে যার অর্থ বিছানা। এগুলো যমীনের সাথে মিশে চলা-ফেরা করে বলে এগুলোকে ‘ফারাশ’ বলা হয়েছে। অথবা এগুলোর চামড়া ও লোম থেকে ‘ফারাশ’ বানানো হয় বলে এগুলোকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১২৫. এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে—(১) তোমাদের দেয়া ক্ষেত-খামার ও গবাদী পশু আল্লাহর দান। এ দানে অন্য কোনো সত্তার কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। সুতরাং তোমাদের কৃতজ্ঞতা পেশ করাও একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্য কেউ এ কৃতজ্ঞতা পাওয়ার ব্যাপারে অংশীদার হতে পারবে না। (২) সম্পদ যেহেতু আল্লাহর দান, তাই এসব সম্পদ ব্যবহার করার বিধানও আল্লাহর দেয়া ; সুতরাং তা-ই মানতে হবে। কাউকে দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর আইন-ই অনুসরণ করতে হবে। (৩) আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন পানাহারের জন্য, কাউকে নযরানা বা ভেঁট-নযরানা দেয়ার জন্য নয় ; আর কারো প্রতি হারাম করে দেয়ার জন্যও নয়। নিজেদের মনগড়া নিয়মের ভিত্তিতে আল্লাহর দেয়া রিয়ক অন্যদেরকে নযরানা হিসেবে দেয়া আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট বিরোধী।

وَمِنَ الْمَعْرَاضِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ آلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَامٌ ۖ أَلِ الْاُنثِيَيْنِ

এবং ছাগলের মধ্যে দুটো ; আপনি বলুন—তিনি কি নর দুটো হারাম করেছেন না-কি মাদী দুটো

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ ۖ أَلِ الْاُنثِيَيْنِ ۚ نَبِيُّونِي بِعِلْمٍ

অথবা মাদী দুটোর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা, তোমরা জেনেগুনে আমাকে জানাও

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ১৪৪। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দুটো, গরুর মধ্যে দুটো ;

قُلْ آلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَامٌ ۖ أَلِ الْاُنثِيَيْنِ ۚ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

আপনি বলুন—তিনি কি নর দুটো হারাম করেছেন, অথবা মাদী দুটো কিংবা যা ধারণ করেছে

أَرْحَامٌ ۖ أَلِ الْاُنثِيَيْنِ ۚ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۚ إِذْ وَصَّيْتُمُ اللّٰهَ بِهٰذَا ۚ

মাদী দুটোর গর্ভ ; অথবা আল্লাহ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিয়েছেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ?

আপনি - قُلْ ; দুটো - اثْنَيْنِ ; ছাগলের (ال+معز)- الْمَعْرَاضِ ; মধ্যে - مِنْ ; এবং - وَ ;
 আপনি বলুন ; - قُلْ ; তিনি হারাম করেছেন ; - حَرَامٌ ; কি ; - (ال+ذَكَرَيْنِ) - الذَّكَرَيْنِ ;
 না-কি ; - (ال+اُنثِيَيْنِ) - الْاُنثِيَيْنِ ; মাদী দুটো ; - اَمَّا ; অথবা যা ; - اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ;
 ধারণ করেছে তা ; - نَبِيُّونِي بِعِلْمٍ ; তোমরা আমাকে জানাও ; - اَرْحَامٌ ; গর্ভ ;
 (ال+اُنثِيَيْنِ) - الْمَادِيَيْنِ ; মাদী দুটোর ; - اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٨﴾ ; সত্যবাদী ;
 তোমরা হয়ে থাকো ; - اِنْ ; যদি ; - وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ ; উটের (ال+اِبِلِ) - الْاِبِلِ ;
 মধ্যে - مِنْ ; ও - وَ ; দুটো - اثْنَيْنِ ; গরুর (ال+بَقَرِ) - الْبَقَرِ ;
 নর দুটো ; - اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ; কিংবা যা ; - اَمَّا ; মাদী দুটো ;
 (ال+اُنثِيَيْنِ) - الْمَادِيَيْنِ ; অথবা ; - اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۚ ;
 উপস্থিত ; - اِذْ وَصَّيْتُمُ اللّٰهَ بِهٰذَا ۚ ; তোমরা ছিলে ; - اَمْ كُنْتُمْ ;
 নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে ; - اَللّٰهُ ; আল্লাহ ; - بِهٰذَا ; এসব ;

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ

সূতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে মিথ্যা রচনা করে
আল্লাহ সম্পর্কে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য

بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

কোনো প্রকার জ্ঞান ছাড়া ? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে
হেদয়াত দান করেন না।

ফَمَنْ (من+من)-তার চেয়ে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ (من+من)-সূতরাং কে ; كَذِبًا-মিথ্যা ; لِيُضِلَّ-পথভ্রষ্ট করার জন্য ; عَلَى اللَّهِ-আল্লাহ সম্পর্কে ; افْتَرَى-রচনা করে ; الظَّالِمِينَ-মানুষকে ; بِغَيْرِ-ছাড়া ; عِلْمٍ-কোনো প্রকার জ্ঞান ; إِنْ-নিশ্চয়ই ; الْقَوْمَ (ال+قوم)-সম্প্রদায়কে ; الظَّالِمِينَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي-হিদয়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-সম্প্রদায়কে ; الظَّالِمِينَ-যালিম।

১২৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের ব্যাপারে যে বস্তু-রীতি অনুসরণ করে আসছো, তাঁর পক্ষে যথার্থ ও সুনিশ্চিত তথ্য ও জ্ঞান তোমাদের নিকট থেকে থাকে তা পেশ করো। তোমাদের পৈত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কার এবং আন্দাজ-অনুমান, দেশচল ইত্যাদি আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

১২৭. এখানে আরবের মুশরিকদের ধারণা-অনুমানজনিত কুসংস্কারকে তাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ প্রশ্নগুলো বিস্তারিতভাবেই তাদের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। হালাল-হারামের ব্যাপারে তাদের মনগড়া বিধান বিবেকের বিচারেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন মাজীদে বিধান যেহেতু সার্বজনীন, তাই এখানে আরবের মুশরিকরা সম্বোধিত হলেও পানাহার সংক্রান্ত অযৌক্তিক বিধি-বিধান দুনিয়ার যেসব জাতির মধ্যেই রয়েছে, তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য।

১৭ রুকু' (১৪১-১৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পৃথিবীর সর্বপ্রকার তরুণতা ও গাছপালার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলা।
২. উদ্ভিদ জগতের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আল্লাহর কুদরতের অপার মহিমার সন্ধান পাওয়া যায়। সূতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে জানার ও চেনার প্রচেষ্টা চালানো।
৩. ফল-ফসলের উশর দেয়াও যাকাতের মতো ফরয। ক্ষেতে পানি স্বেচ্ছা দিতে না হলে উৎপাদিত ফল-ফসলের $\frac{1}{10}$ আর স্বেচ্ছা দিতে হলে বিশ-দশমাংশ $\frac{2}{10}$ অংশ উশর হিসেবে দিতে হবে।

৪. গবাদি পশুর সংখ্যাও নিসাব পরিমাণ হলে তার উপরও যাকাউ ওয়াজিব।
৫. পানাহারের ক্ষেত্রে আব্বাহ প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের মনগড়া বিধান প্রয়োগের অধিকার কারো নেই।
৬. যারা আব্বাহর বিধানের মুকাবিলায় নিজেদের মনগড়া বিধানানুসারে চলে তারা যালিম।
৭. যালিমদেরকে আব্বাহ হিদায়াত দান করেন না।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-১৮

পারা হিসেবে রুক্ক'-৫

আয়াত সংখ্যা-৬

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾

১৪৫. আপনি বলুন—আমার প্রতি যে অহী পাঠানো হয়েছে তাতে আমি কোনো আহারকারী যা আহার করে তার জন্য কোনো হারাম খাদ্য পাই না ;

﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

মৃত, প্রবহমান রক্ত বা শূকরের মাংস ছাড়া ; কেননা এটা নিশ্চিত অপবিত্র ;

﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِدَةٍ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾

অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করার কারণে অবৈধ ;^{১২৮} অতপর যে নিরুপায় হয়ে পড়েছে অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে

﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾

তবে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু । ১৪৬. আর যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম সর্বপ্রকার নখরযুক্ত পশু

﴿১৪৫﴾-আপনি বলুন ; لَا أَجِدُ-আমি পাই না ; فِي-তাতে ; مَا-যে ; أُوحِيَ-অহী পাঠানো হয়েছে ; عَلَى-তার জন্য ; مُحَرَّمًا-কোনো হারাম খাদ্য ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; طَاعِمٍ-কোনো আহারকারী ; يَطْعَمُهُ-(يطعم+ه)-যা আহার করে ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنْ يَكُونَ-হলে ; مِيتَةً-মৃত ; أَوْ-অথবা ; دَمًا-রক্ত ; مَسْفُوحًا-প্রবহমান ; لَحْمَ-অথবা ; خِنْزِيرٍ-সুকরের ; فَإِنَّهُ-কেননা এটা নিশ্চিত ; رِجْسٌ-অপবিত্র ; فَسَقًا-অথবা ; أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ-যবেহ করা হয়েছে ; بِدَةٍ-অবৈধ ; غَيْرِ اللَّهِ-আল্লাহ ; فَسَقًا-অথবা ; اضْطُرَّ-নিরুপায় হয়ে পড়েছে ; غَيْرَ-না হয়ে ; بَاغٍ-অবাধ্য ; وَلَا-এবং ; عَادٍ-সীমালংঘন না করে ; فَسَقًا-অথবা ; أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ-অত্যন্ত দয়ালু । ﴿১৪৬﴾-আর ; وَعَلَى-জন্য ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ; هَادُوا-ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; كُلَّ ذِي ظُفْرٍ-সর্বপ্রকার ; حَرَمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম ;

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

এবং গরু ও ছাগলের মধ্যে এতদুভয়ের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম,
তবে যে চর্বি এদের পৃষ্ঠে ধারণ করে

أَوْ الْحَوَائِبِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ

অথবা আঁতের সাথে বা হাঁড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া ; এটা আমি শাস্তি
হিসেবে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার জন্য ;^{১২৮}

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٢٩﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

এবং আমি নিশ্চিত সত্যবাদী । ১২৯. অতপর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা মনে করে,
তাহলে বলে দিন—তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপক রহমতের মালিক ;

و-এবং ; مِنْ-মধ্যে ; الْبَقَرِ-গরু ; وَ-ও ; الْغَنَمِ-ছাগলের ; حَرَّمْنَا-আমি হারাম
করেছিলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; شُحُومَهُمَا-(শুহুম+হমা)-এতদুভয়ের চর্বি ;
ظُهُورُهُمَا-(যুহুর+হমা)-এদের পৃষ্ঠে ; حَمَلَتْ-ধারণ করে ; مَا-যে চর্বি ;
الْحَوَائِبِ-আঁতের সাথে ; أَوْ-অথবা ; اخْتَلَطَ-মিলিত থাকে ;
بِعَظْمٍ-(ই+এ+ম)-হাঁড়ের সাথে ; ذَلِكَ-এটা ; جَزَيْنَهُمْ-(জ+ইনা+হম)-
তাদের অবাধ্যতার জন্য ; بِبَغْيِهِمْ-(ব+ই+হম)-তাদের অবাধ্যতার জন্য ;
وَ-এবং ; إِنَّا-আমি নিশ্চিত ; لَصَادِقُونَ-সত্যবাদী ;
فَإِنْ كَذَّبُوكَ-(ক+ই+আ+ক)-তারা আপনাকে মিথ্যা মনে করে ;
قُلْ-তাহলে বলে দিন ; رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ-(র+ব+কম)-তোমাদের প্রতিপালক
সর্বব্যাপক ; رَحْمَةٍ-রহমতের মালিক ;

১২৮. চিরস্থায়ী হারামের এ বিধানটি ২য় সূরা আল বাকারার ১৭৩ আয়াতে এবং ১৬
সূরা আন নাহলের ১১৫ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা
রয়েছে। ফকীহগণ পশু-পাখির হালাল-হারামের ব্যাপারে যে মূলনীতি পেশ করেছেন
তা-ই মুসলিম উম্মাহর জন্য গ্রহণীয়।

১২৯. কুরআন মাজীদ ও তাওরাতে হালাল-হারামের যেসব বিধি-বিধান উল্লেখিত
হয়েছে উভয়ের মধ্যে মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ উভয় কিতাবের উৎস একই।
আর এ মিল বা সামঞ্জস্য আছেও ; কিন্তু ইসরাঈলরা তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বেই
নিজেদের অপসন্দের কারণে কিছু কিছু জিনিস নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল।
পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের ফকীহগণও সেসব জিনিস হারাম হিসেবে গণ্য করে।

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٧٠﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে তার শাস্তি রদ করা হয় না।^{১৭০}

১৪৮. যারা শিরক করেছে তারা শীঘ্রই বলবে—

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শিরক করতাম না, আর না আমাদের বাপ-দাদারা (শিরক করতো) এবং আমরা কোনো কিছু হারামও করতাম না ;^{১৭১}

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ

এভাবেই তারাও মিথ্যা মনে করেছিল যারা ছিল তাদের পূর্বে, অবশেষে তারা স্বাদ গ্রহণ করেছিল আমার শাস্তির ; আপনি বলুন—

; থেকে -عَنْ -তার শাস্তি - (বাস+হ) -بَأْسُهُ ; রদ করা হয় না -لَا يُرَدُّ -আর ; وَ -শীঘ্রই -سَيَقُولُ ﴿١٧٠﴾। অপরাধী - (অপরাধী+ম) - الْمُجْرِمِينَ ; সম্প্রদায় - (অপরাধী+ম) - الْقَوْمِ -বলবে ; - (লো+শা) - لَوْ شَاءَ ; শিরক করেছে ; أَشْرَكُوا ; তারা যারা ; الَّذِينَ - যদি চাইতেন ; وَ -আর ; لَا -না ; مَا أَشْرَكْنَا -আমরা শিরক করতাম না ; مَا أَشْرَكْنَا -আল্লাহ ; آبَاؤُنَا ; -আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ -এবং ; لَحَرَمْنَا -আমরা হারামও করতাম না ; الَّذِينَ -আমরা হারামও করতাম না ; - (কোনো কিছু) - مِنْ شَيْءٍ -এভাবেই ; كَذَلِكَ ; -মিথ্যা মনে করেছিল ; كَذَّبَ ; তারা যারা ছিল ; ذَاقُوا ; -অবশেষে ; حَتَّىٰ - (অপরাধী+ম) - (অপরাধী+ম) - مِنْ قَبْلِهِمْ ; তারা যারা ছিল ; -স্বাদ গ্রহণ করেছিল ; بَأْسَنَا ; -আমার শাস্তির ; قُلْ -আপনি বলুন ;

এভাবে উভয় কিতাবের বিধানে পার্থক্য দেখা যায়। তাই হালাল-হারামের সঠিক বিধান একমাত্র কুরআন মাজীদেই পাওয়া যেতে পারে ; কেননা অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই।

১৩০. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা তখনই অনুধাবন করতে পারবে, যখন তোমরা নিজেদের নাফরমানীর নীতি ও কাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর ইবাদাতের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা তোমাদের গৃহীত বিদ্রোহী নীতিমালার উপর অনড় থাকো তাহলে আল্লাহর গযব থেকে তোমাদেরকে কেউ-ই রক্ষা করতে পারবে না।

১৩১. সর্বযুগের অপরাধী লোকেরা তাদের অপরাধের স্বপক্ষে একই ভাষায় সাফাই পেশ করে। আর তাহলো-অপরাধ করার জন্য আল্লাহই তো আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। তিনি না চাইলে তো আমরা এমন কাজ করতে পারতাম না ; সুতরাং এজন্য

هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি-প্রমাণ আছে কি ? তাহলে তা পেশ করো আমাদের সামনে ; তোমরাতো ধারণা-অনুমানের পেছনে ছাড়া দৌড়াচ্ছে না,

وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٥١﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

আর তোমরাতো ধারণা-অনুমান ছাড়া বলছো না । ১৪৯. আপনি বলুন—পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণতো আল্লাহর নিকটই রয়েছে ;

فَلَوْ شَاءَ لَمَدُّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٢﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ

তিনি যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন ।^{১৫২}
১৫০. বলে দিন—তোমাদের সেই সাক্ষীদের নিয়ে এসো

(من+علم)- মন+এলম- মন+এলম ? হَلْ عِنْدَكُمْ - তোমাদের নিকট আছে কি ? (هل+عند+كم)- হেল+এন্ড+কম- কোনো যুক্তি-প্রমাণ ; لَنَا - তাহলে তা পেশ করো ; (ف+تخرجوا+ه)- ফ+তখরজো+হে- আমাদের সামনে ; الظَّنُّ - ছাড়া ; (ال+ظن)- আল+যন ; (ان+تبعون)- অন+তবিউন- তোমরাতো পেছনে দৌড়াচ্ছে না ; (ال+ظن)- ছাড়া ; (ان+انتم)- অন+অন্তম- তোমরাতো করছো না ; (و)- আর ; (ال+ظن)- ধারণা-অনুমান ; (ال+ظن)- ছাড়া ; (ان+انتم)- অন+অন্তম- তোমরাতো করছো না ; (و)- আর ; (ال+ظن)- ধারণা-অনুমান করে বলা । ﴿١٥١﴾ قُلْ - আপনি বলুন ; فَلِلَّهِ - আল্লাহর নিকটই রয়েছে ; (ال+بالغة)- আল+বালগে- পরিপূর্ণ ; (ال+بالغة)- আল+বালগে- যুক্তি-প্রমাণতো ; (ال+حجة)- আল+হুজ্জা- যুক্তি-প্রমাণতো ; (ف+لو+شاء)- ফ+লো+শা- তিনি যদি চাইতেন ; (لهد+كم)- লেহ+দ+কম- তাহলে তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতেন ; (اجمعين)- অজমৈয়িন- সবাইকে ; ﴿١٥٢﴾ قُلْ - বলে দিন ; (شهداء+كم)- শেহদা+কম- সেই সাক্ষীদের ; (شهداء+كم)- শেহদা+কম- নিয়ে এসো ; هَلُمَّ - নিয়ে এসো ;

আমরা দায়ী নই, এজন্য আল্লাহও দায়ী। কারণ আমরা যা করছি তার বাইরে কিছু করা আমাদের সাধের বাইরে।

১৩২. এখানে মুশরিকদের অজুহাতের জবাব দেয়া হয়েছে। মুশরিকরা চিরদিনই সত্যপথ গ্রহণে অস্বীকৃতির অজুহাত হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছাকে পেশ করেছে ; যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তোমরাও সেই একই অজুহাত পেশ করছো, যদিও এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই। তোমাদের সকল কথাই অনুমান নির্ভর। আল্লাহর ইচ্ছাতো মূলত এটাই যে, হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে তোমরা যে পথই গ্রহণ করে নেবে আল্লাহ সে পথটিই তোমাদের জন্য সহজ করে দেবেন। সুতরাং তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহর এমন ইচ্ছার আওতাধীনে

বিধি-নিষেধগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না তখনই তারা এসব বর্জন করবে। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও তবে তা অবশ্যই মিথ্যা হতে বাধ্য; কারণ তাদের এসব বিধি-নিষেধের পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। অতএব আপনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

১৮ স্বকৃ' (১৪৫-১৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া প্রথাকে মেনে চলা যাবে না।
২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া হারাম।
৩. অন্য কোনো খাদ্য পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাওয়া বৈধ।
৪. আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা তখনই অনুধাবন করা যাবে যখন আল্লাহর নাফরমানী ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চলা শুরু হবে।
৫. আল্লাহর আইনের বিরোধীতায় অটল থেকে তাঁর রহমততো পাওয়া যাবেই না, অধিকন্তু তাঁর শাস্তি থেকেও বাঁচা যাবে না।
৬. কুফরী ও শিরক করে সেটাকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মনে করা জঘন্য গুনাহ এবং সে জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
৮. হালাল-হারামের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ করা পথভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আনীত বিধানই অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের বিধান বাতিল।
৯. কুরআন মাজীদের বিধানের পরিবর্তে যারা বর্তমানে তাওরাত ও ইনজীলের বিধানকে সঠিক মনে করবে, তারা পথভ্রষ্ট।
১০. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসৃত বিধানাবলী ভ্রান্ত। এসব বিধান তাদের মনগড়া ও নিজেদের বানানো।
১১. কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ ও অবিকৃত আল্লাহর কিতাব এবং এর হিফায়তের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য এ বিধান-ই প্রযোজ্য।
১২. হালাল-হারামের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিধানই চূড়ান্ত।
১৩. যারা কুরআন মাজীদের বিধানকে সঠিক বলে না মানবে এবং যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করবে তারা মুশরিক।
১৪. ইহকাল ও পরকাল উভয় ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিধানকে অকাট্য ও নির্ভুল মনে করা—ঈমানের দাবী।



সূরা হিসেবে রুকু'-১৯
পারা হিসেবে রুকু'-৬
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٧١﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

১৫১. আপনি বলুন—এসো আমি পাঠ করি তা যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন,^{১৫১}
তাহলো তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না^{১৫২}

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمِّنْ أُمَّلَاقٍ ۗ

এবং মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করবে ;^{১৫৩} আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করবে না,

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

আমিই তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও ; আর তোমরা অশ্লীলতার নিকটেও যেও না তা প্রকাশ্য হোক

﴿١٧٢﴾ -আপনি বলুন ; تَعَالَوْا -এসো ; أَتْلُ -আমি পাঠ করি ; مَا -তা যা ; حَرَّمَ - হারাম করেছেন ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের জন্য ; رَبِّيَ (রব+কম)-তোমাদের প্রতিপালক ; أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ -তাহলো তোমরা শরীক করবে না ; شَيْئًا -কোনো কিছুকে ; وَ -এবং ; بِالْوَالِدَيْنِ - মাতাপিতার সাথে ; إِحْسَانًا - সদ্যবহার করবে ; أَوْلَادَكُمْ (اولاد+কম)-তোমরা হত্যা করবে না ; لَأَقْتُلُوا -আর ; مِمِّنْ أُمَّلَاقٍ -নিজেদের সন্তানদেরকে ; دَارِدِرِّيقٍ -দারিদ্রের কারণে ; نَحْنُ -আমিই ; وَإِيَّاهُمْ -তাদেরকেও ; نَرْزُقُكُمْ (نرزق+কম)-তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি ; وَ -এবং ; الْفَوَاحِشَ (أل+فواحش)-অশ্লীলতার ; مَا ظَهَرَ مِنْهَا (ما+ظهر+من+ها)-তা প্রকাশ্য হোক ;

১৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন এবং যেসব বিধি-নিষেধ সার্বজনীন সেগুলোই হচ্ছে মানব জীবনকে সুন্দর ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। তোমরা যেসব বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছো সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত নয়।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা-ইখতিয়ার অথবা তাঁর অধিকারের কোনো ক্ষেত্রে কাউকে তোমরা অংশীদার করো না।

وَمَا بَطُنَ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ؕ

আর-গোপন হোক ;^{১৩৬} আর আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোনো ব্যক্তিকে আইনসঙ্গত কারণে ছাড়া তোমরা হত্যা করো না ;^{১৩৭}

ذِكْرٌ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বোধশক্তি সম্পন্ন হবে। ১৫২. আর ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না

وَ-আর ; مَا بَطُنَ-গোপন হোক ; وَ-আর ; لَا تَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; النَّفْسَ-নিষিদ্ধ করেছেন (ال+نفس)-এমন কোনো ব্যক্তিকে ; الَّتِي-যাকে ; حَرَّمَ-আইনসঙ্গত কারণে (ب+ال+حق)-আইনসঙ্গত কারণে ; الْإِ-ছাড়া ; الْحَقُّ-আইনসঙ্গত কারণে ; ذِكْرٌ-সম্ভবত তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য (وصى+كم)-তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য ; وَصَّكُمْ بِهِ-এসব ; تَعْقِلُونَ-বোধশক্তি সম্পন্ন হবে। ﴿١٣٧﴾ وَ-আর ; لَا تَقْرَبُوا-তোমরা কাছেও যেও না ; مَالَ الْيَتِيمِ-ইয়াতীমের ;

১৩৬. কুরআন মাজীদে যেসব স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করার কথা বলা হয়েছে তার প্রায় সকল স্থানেই মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব স্থানে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দানের পরপরই মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর পরে বান্দার অধিকারের মধ্যে মানুষের উপর তার মাতাপিতার অধিকার সর্বাপেক্ষে।

১৩৭. মন্দকাজ হিসেবে সর্বজন বিদিত কাজকে কুরআন মাজীদে 'ফাহেশা' কাজ হিসেবে গণ্য করেছে। ব্যভিচার সমকাম, নগ্নতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা ইত্যাদি কাজকে 'ফাহেশা' কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে এর সাথে চুরি, মদ পান, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কাজকেও ফাহেশা কাজ বলে উল্লেখ করেছে।

১৩৮. মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার প্রাণকে আল্লাহ হারাম ও মর্যাদার পাত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। কোনো আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া মানুষের প্রাণ হরণকে আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আইনসঙ্গত কারণ দ্বারা কুরআন মাজীদ নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন-(১) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে জেনেবুঝে হত্যা করলে এবং হত্যাকারীর উপর কিসাস বা রক্তপণ ওয়াজিব হলে। (২) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে এবং তার সাথে যুদ্ধ করার বিকল্প না থাকলে। (৩) দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ফাসাদ তথা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে বা ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের পক্ষে কাজ করলে।

إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

কোনো উত্তম ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য ছাড়া, যতক্ষণ না সে সাবালকত্বে পৌঁছে ;^{১৩৯}

আর তোমরা পুরোপুরি দেবে পরিমাপ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ

ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে ; আমি কাউকে তার সামর্থের বাইরে বোঝা

চাপাই না ;^{১৪০} আর যখন তোমরা কথা বলবে

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ

ন্যায়নীতি বজায় রাখবে যদিও সে তোমার নিকটাত্মীয় হয় ;

আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে ;^{১৪১} এসব

অ-ছাড়া ; بالتّي -কোনো ব্যবস্থা করা ; যা-হয় ; أَحْسَنُ-উত্তম ; حَتَّى-যতক্ষণ না ;
 يَبْلُغُ -সে পৌঁছে ; أَشُدَّهُ-সাবালকত্বে ; وَ-আর ; أَوْفُوا-তোমরা পুরোপুরি দেবে ;
 الْكَيْلَ - (ب+ال+قسط)-ব্যালকিস্ট ; (ال+ميزان)-ওজন ; (و-وَ-পরিমাপ ;
 (ال+وُسْعَهَا)- (ب+عهد+الله)-আল্লাহর কৃত অঙ্গীকার ;
 (و-وَ-আর ; إِذَا-যখন ; قُلْتُمْ-তোমরা কথা বলবে ;
 (ف+اعدلو)-তখন ন্যায়নীতি বজায় রাখবে ; وَلَوْ-যদিও ; كَانَ -সে হয় ;
 (ب+عهد+الله)-আল্লাহর কৃত অঙ্গীকার ;
 ذَا قُرْبَىٰ-নিকটাত্মীয় ; وَ-আর ; أَوْفُوا-পূর্ণ করবে ; ذَٰلِكُمْ -এসব ;

হাদীসের মাধ্যমেও কোনো প্রাণ হত্যার দুটো আইনসঙ্গত কারণ জানা যায়—(১) কোনো ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা বা ব্যভিচার করলে। (২) কোনো ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে 'মুরতাদ' হয়ে গেলে।

উল্লেখিত পাঁচটি কারণ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা তথা কোনো মানুষের প্রাণ হরণ করা বৈধ নয়। সে মু'মিন, যিম্মি বা কাফির যে-ই হোক না কেন।

১৩৯. অর্থাৎ যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াতীমের প্রতি নিঃস্বার্থতা সৎ উদ্দেশ্য, সদিচ্ছা ও তার কল্যাণকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যেন সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের আপত্তি উত্থাপনের কোনো সুযোগই না থাকে।

১৪০. সামর্থের বাইরে দায়িত্বের বোঝা না চাপানো আল্লাহর শরীআতের স্থায়ী রীতি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো—যে বা যারা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে ওজন ও পরিমাপে এবং লেন-দেনের মধ্যে সততা ও ইনসারফ বজায় রাখবে, সে নিজের

وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٧﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

নির্দেশ তিনি এজন্য দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

১৫৩. আর আমার এ পথই নিশ্চিত সরল-সঠিক

فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো ; আর তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না

তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে ;^{১৫২} এসব

وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٨﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا

নির্দেশ তিনি এজন্য তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা সতর্ক হবে।

১৫৪. অতপর আমি মূসাকে পরিপূর্ণ কিতাব দিয়েছিলাম

تَذَكَّرُونَ ; সম্ভবত তোমরা ; لَعَلَّكُمْ - নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দিয়েছেন ; وَصَّكُم بِهِ -
 (صراط+ی) - (صراطی) ; এ-হَذَا ; নিশ্চিত ; أَنْ ; আর ; وَ ﴿١٥٧﴾ - উপদেশ গ্রহণ করবে।
 আমার পথ ; فَاتَّبِعُوهُ - (ف+اتبعوا+ه) ; فَاتَّبِعُوهُ ; فَاتَّبِعُوهُ - সরল-সঠিক ; مُسْتَقِيمًا ;
 অনুসরণ করো ; وَ - আর ; لَا تَتَّبِعُوا - তোমরা অনুসরণ করো না ; السَّبِيلَ - (ال+سبیل) -
 বিভিন্ন পথ ; فَتَفْرَقَ - (ف+تفرق) - তাহলে তা বিচ্যুত করে দেবে ; بِكُمْ - তোমাদেরকে ;
 عَنْ - থেকে ; سَبِيلِهِ - (سبیل+ه) - তাঁর পথ ; ذَٰلِكُمْ - এসব ; وَصَّكُم بِهِ - নির্দেশ
 তোমাদেরকে এজন্য দিয়েছেন ; تَتَّقُونَ - তোমরা সতর্ক হবে ; لَعَلَّكُمْ - সম্ভবত তোমরা ;
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى - আমি দিয়েছিলাম ; الْكِتَابَ - কিতাব ; تَمَامًا - পরিপূর্ণ ;
 وَصَّكُم بِهِ - নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্য দিয়েছেন ; لَعَلَّكُمْ - সম্ভবত তোমরা ; تَذَكَّرُونَ ;

দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৪১. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার দ্বারা সেই অঙ্গীকারও হতে পারে যা রুহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। তখন সব মানুষকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন—‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তখন সবাই সমস্বরে জবাব দিয়েছিল—‘হাঁ, নিসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক’। এ অঙ্গীকারের দাবী হলো—প্রতিপালকের কোনো নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন তা করা যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। মোটকথা তাঁর আদেশ-নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে।

عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

তাদের জন্য যারা সৎকর্ম করে—এবং (তা) সকল কিছুর বিশদ বিবরণ,
হেদায়াত ও রহমত সম্বলিত

لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

সম্ভবত তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে বিশ্বাসস্থাপন করবে।

(তা) - تَفْصِيلاً ; এবং ; وَ - সৎকর্ম করে ; أَحْسَنَ ; তাদের জন্য যারা ; عَلَى الَّذِي (তা ছিল) বিশদ বিবরণ সম্বলিত ; وَهُدًى - সকল কিছুর ; لِكُلِّ شَيْءٍ ; ও হিদায়াত ; (ب+لقاء) - سাক্ষাত সম্পর্কে ; بِلِقَاءِ - رَبِّهِمْ - সম্ভবত তারা ; لَعَلَّهُمْ ; এবং রহমত ; وَرَحْمَةً ; তাদের প্রতিপালকের ; رَبِّهِمْ - (ب+هم) - বিশ্বাসস্থাপন করবে।

আল্লাহর অঙ্গীকার দ্বারা নয়র-মান্নতও হতে পারে। আবার মানুষে মানুষে পরস্পরের মধ্যে কৃত অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত।

১৪২. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের দাবী হলো মানুষ তার প্রতিপালকের দেখানো পথে চলবে। এ দাবী পূরণ না করা মানুষের পক্ষ থেকে সে অঙ্গীকারের প্রথম বিরুদ্ধাচারণ বলে পরিগণিত হবে। আর এর ফলে মানুষ দু প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে—(১) অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিলাভের পথ থেকে সে অনিবার্যভাবে সরে যায়। (২) সরল-সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার ফলে অসংখ্য সরু পথ তার সামনে এসে পড়ে। মানুষ তখন দিকভ্রান্ত হয়ে সেসব ভ্রান্ত পথে চলতে শুরু করে। এখানে তা-ই বলা হয়েছে যে, তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

১৪৩. 'প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে বিশ্বাসস্থাপন' করার অর্থ হলো—আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দায়িত্বপূর্ণ জীবন-যাপন করা। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ কিতাবের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার ফলে তাদের মধ্যে দীনের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। আর সাধারণ মানুষও এ কিতাবের শিক্ষা পেয়ে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, আখেরাত অঙ্গীকার করার ফলে যে জীবন গঠিত হয়, তার চেয়ে আখেরাত বিশ্বাসের ফলে সৃষ্ট জীবন অনেক উত্তম। আর এভাবে তার অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ তাকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে নিয়ে যাবে।

১৯ রুকু' (১৫১-১৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

২. ইসলাম যেটাকে হালাল বলেছে তা হালাল এবং যেটাকে হারাম বলেছে তা হারাম মনে করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে হালাল-হারামের ফতোয়া জারী করা যাবে না।

৩. অত্র রুকুতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয়—

(১) ইবাদাত ও আনুগত্যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা হারাম। (২) মাতাপিতার সাথে সদ্‌ব্যবহার না করা হারাম, (৩) দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করা হারাম, (৪) অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা হারাম। (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম। (৬) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা। (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষা, ফায়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা। (১০) আল্লাহ তাআলার সরল-সঠিক পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

৪. তাওরাতেও মুসা (আ)-এর প্রতি এ দশটি বিষয় নাথিল হয়েছিল ; কিন্তু ইয়াহুদীরা এসব পরিবর্তন করে ফেলেছে।

৫. আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবীর শরীআতেই এ বিধানগুলো ছিল। এগুলো কখনো কোনো শরীআতে মানসূখ হয়নি।



সূরা হিসেবে রুকু'-২০

পারা হিসেবে রুকু'-৭

আয়াত সংখ্যা-১১

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর এটা এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি—অত্যন্ত বরকতময়, অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, সম্ভবত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴿١٥٦﴾

১৫৬. (এজন্য) তোমরা বলে না বসো যে, কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দু দলের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল^{১৫৬}

وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِنَا

এবং আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে অবশ্যই গাফিল ছিলাম। ১৫৭. অথবা তোমরা বলে বসবে যে, যদি আমাদের প্রতি নাযিল করা হতো

الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنَ رَبِّكُمْ

কিতাব, তাদের চেয়ে আমরা অবশ্যই অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম; অতএব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিসন্দেহে এসে পৌছেছে

﴿١٥٥﴾ -আর; هَذَا-এটা; كِتَابٌ-এমন কিতাব; أَنْزَلْنَاهُ-যা আমি নাযিল করেছি; وَ-এবং; فَاتَّبِعُوهُ-অত্যন্ত বরকতময়; وَاتَّقُوا-অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো; لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-দয়া করা হবে। ﴿١٥٦﴾ -তোমরা যেন বলে না বসো যে; إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ-কিতাবতো; طَائِفَتَيْنِ-দু দলের; مِنْ قَبْلِنَا-আমাদের পূর্ববর্তী; أَوْ-এবং; كُنَّا-আমরা ছিলাম; عَنْ-সম্পর্কে; دِرَاسَتِهِمْ-তাদের পঠন-পাঠন; لَغَفْلِينَ-অবশ্যই গাফিল। ﴿١٥٧﴾ -অথবা; أَوْ تَقُولُوا-তোমরা বলে বসবে যে; لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا-নাযিল করা হতো; عَلَيْهِنَا-আমাদের প্রতি; الْكِتَابَ-কিতাব; لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ-অবশ্যই আমরা হতাম; أَهْدَىٰ-অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত; فَاقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنَ رَبِّكُمْ-তাদের চেয়ে; سُوَسْطِ-সুস্পষ্ট প্রমাণ; مِنْ-পক্ষ থেকে; رَبِّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালকের;

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ

এবং (পৌছেছে) হেদায়াত ও রহমত ; সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে, যে অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতকে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তা থেকে :^{১৪৪}

سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ

যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আমি শীঘ্রই নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো

بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۗ ﴿٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

কেননা তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (সত্য থেকে) । ১৫৮. তারা শুধু এটার জন্যই কি অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট আসবে

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ

ফেরেশতাগণ অথবা আপনার প্রতিপালক আসবেন কিংবা আসবে আপনার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন^{১৪৫}

وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত ; فَمَنْ-সুতরাং কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنْ-তার চেয়ে যে ; كَذَّبَ-অস্বীকার করে ; عَنْ(+)-এবং ; صَدَقَ-মুখ ফিরিয়ে নেয় ; آيَاتِ-আয়াতকে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; وَ-এবং ; سَنَجْزِي-শীঘ্রই আমি বদলা দেবো ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; نِكْرًا-নিকৃষ্ট ; سَوْءَ-নিম্ন ; آيَاتِنَا-আমার নিদর্শনাবলী ; عَنْ-থেকে ; يَصْدِفُونَ-মুখ ফিরিয়ে নেয় ; هَلْ(৫৭)-তা থেকে ; كَانُوا يَصْدِفُونَ-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; كَانُوا يَصْدِفُونَ-মুখ ফিরিয়ে নেয় ; هَلْ(৫৭)-তারা কি শুধু অপেক্ষা করছে ; تَأْتِيَهُمْ-যে, তাদের নিকট আসবে ; الْمَلَائِكَةُ-ফেরেশতাগণ ; أَوْ-অথবা ; يَأْتِيَ-আসবেন ; رَبُّكَ-(+ব) আসবে ; آيَاتِي-আসবে ; أَوْ-কিংবা ; بَعْضُ-কোনো ; آيَاتِ-আপনার প্রতিপালক ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ;

১৪৪. পূর্ববর্তী দু'দল দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৪৫. 'আয়াত' দ্বারা কুরআনের বাণী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিত্ব, মু'মিনদের পবিত্র জীবনে প্রতিফলিত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং দীনী দাওয়াতের সমর্থনে কুরআন মাজীদে বিশ্বজাহানের যে নিদর্শনাবলী পেশ করা হয়েছে এসব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

يَوْمًا يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا

যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন এসে পড়বে (সেদিন) এমন ব্যক্তির
ঈমান কোনো কাজে আসবে না

لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা তার ঈমানের মাধ্যমে
কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি ;^{১৪৭}

قُلِ أَنْتَظِرُونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٤٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ

আপনি বলে দিন—তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম ।

১৫৯. নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে রেখেছে এবং

كَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ

বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কোনো ব্যাপারে আপনি সংশ্লিষ্ট
নন,^{১৪৮} তাদের বিষয়তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত

আপনার - رَبِّكَ - নিদর্শন ; -بَعْضُ- কোনো ; -يَأْتِي- এসে পড়বে ; -نَفْسًا- এমন ব্যক্তির ; -إِيْمَانُهَا- প্রতিপালকের ; -لَا يَنْفَعُ- কোনো কাজে আসবে না ; -أَوْ- কিংবা ; -كَسَبَتْ- অর্জন করেনি ; -فِي إِيمَانِهَا- (ফী+ইমান+হা)- তার ঈমানের মাধ্যমে ; -خَيْرًا- কোনো কল্যাণ ; -قُلِ- আপনি বলুন ; -أَنْتَظِرُونَ- তোমরা অপেক্ষা করো ; -إِنَّا- আমরাও ; -مُنْتَظِرُونَ- অপেক্ষায় রইলাম । ﴿١٤٨﴾ -نَفْسًا- এমন ব্যক্তির ; -إِيْمَانُهَا- প্রতিপালকের ; -لَا يَنْفَعُ- কোনো কাজে আসবে না ; -أَوْ- কিংবা ; -كَسَبَتْ- অর্জন করেনি ; -فِي إِيمَانِهَا- (ফী+ইমান+হা)- তার ঈমানের মাধ্যমে ; -خَيْرًا- কোনো কল্যাণ ; -قُلِ- আপনি বলুন ; -أَنْتَظِرُونَ- তোমরা অপেক্ষা করো ; -إِنَّا- আমরাও ; -مُنْتَظِرُونَ- অপেক্ষায় রইলাম । ﴿١٤٨﴾ -نَفْسًا- এমন ব্যক্তির ; -إِيْمَانُهَا- প্রতিপালকের ; -لَا يَنْفَعُ- কোনো কাজে আসবে না ; -أَوْ- কিংবা ; -كَسَبَتْ- অর্জন করেনি ; -فِي إِيمَانِهَا- (ফী+ইমান+হা)- তার ঈমানের মাধ্যমে ; -خَيْرًا- কোনো কল্যাণ ; -قُلِ- আপনি বলুন ; -أَنْتَظِرُونَ- তোমরা অপেক্ষা করো ; -إِنَّا- আমরাও ; -مُنْتَظِرُونَ- অপেক্ষায় রইলাম । ﴿١٤٨﴾ -نَفْسًا- এমন ব্যক্তির ; -إِيْمَانُهَا- প্রতিপালকের ; -لَا يَنْفَعُ- কোনো কাজে আসবে না ; -أَوْ- কিংবা ; -كَسَبَتْ- অর্জন করেনি ; -فِي إِيمَانِهَا- (ফী+ইমান+হা)- তার ঈমানের মাধ্যমে ; -خَيْرًا- কোনো কল্যাণ ; -قُلِ- আপনি বলুন ; -أَنْتَظِرُونَ- তোমরা অপেক্ষা করো ; -إِنَّا- আমরাও ; -مُنْتَظِرُونَ- অপেক্ষায় রইলাম । ﴿١٤٨﴾

১৪৬. এখানে 'আয়াত' বা নিদর্শন দ্বারা কিয়ামতের নিদর্শন বা আযাব অথবা এমন কোনো নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের উপর থেকে সকল আবরণ উঠে যাবে, যার ফলে আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজনই থাকবে না ।

১৪৭. প্রকৃত সত্য যতক্ষণ পর্দার অন্তরালে থাকবে ততক্ষণই ঈমান ও আনুগত্যের

ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مِّنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

অতপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করতো সে সম্পর্কে ।

১৬০. যে একটি নেককাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে

عَشْرٌ أَمْثَالِهَا ۖ وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُم

তার অনুরূপ দশটি ; আর যে একটি বদকাজ নিয়ে আসবে তার অনুরূপ একটি ছাড়া
তাকে প্রতিদান দেয়া হবে না এবং তাদের প্রতি

لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ

যুল্ম করা হবে না । ১৬১. আপনি বলুন—নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে
সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন ;

সে - بِمَا - তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; (نَبِئُهُمْ+هم)-তিনি ; (ثُمَّ)-অতপর ; সম্পর্কে যা ; (كَانُوا يَفْعَلُونَ) - তারা করতো । (مِّنْ) -যে ; (جَاءَ) -আসবে ; (بِالْحَسَنَةِ) - একটি নেক কাজ নিয়ে ; (فَلَهُ) -তার জন্য থাকবে ; (عَشْرٌ) -দশটি ; (بِالسَّيِّئَةِ) - (بِ+ال+) -তার অনুরূপ ; (وَمِنْ) -আর ; (وَمِنْ) -যে ; (جَاءَ) -আসবে ; (فَلَا يُجْزَى) -তাকে প্রতিদান দেয়া হবে না ; (إِلَّا) -ছাড়া ; (مِثْلَهَا) -তার অনুরূপ একটি ; (وَهُم) -তাদের প্রতি ; (لَا يُظْلَمُونَ) -যুল্ম করা হবে না ; (قُلْ) -আপনি বলুন ; (إِنِّي) -নিশ্চয়ই আমাকে ; (هَدَىٰ) -পরিচালিত করেছেন ; (رَبِّي) -আমার প্রতিপালক ; (إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) -সরল-সঠিক ;

মূল্য ও মর্যাদা থাকবে । আর যখন সত্যের উপর থেকে পর্দা সরে যাবে তখন ঈমান আনাটা হবে অর্থহীন । সত্য দেখে যদি কোনো কাফির তাওবা করে ঈমান আনে এবং মু'মিনের জীবনযাপন শুরু করে দেয় তাহলে তাও অর্থহীন হবে ।

১৪৮. এখানে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করলেও তাঁর মাধ্যমে সত্য দীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে । আল্লাহ তাআলার এ বক্তব্যের সারমর্ম-সত্য দীন হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া ; তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কাউকে শরীক না করা ; আখিরাতে জবাবদিহির কথা স্বরণে রেখে তাতে ঈমান আনা ; আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যেসব মূলনীতি পেশ করেছেন সে অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা । এগুলোই সত্য দীন হিসেবে চিরকাল বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এখনো বিবেচিত হচ্ছে ।

○ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(তা-ই হচ্ছে) সুদৃঢ় জীবনব্যবস্থা—একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত,^{১৪৯} আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে शामिल ছিলেন না।

○ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

১৬২. আপনি বলুন—‘নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সার্বিক ইবাদাত,^{১৫০} আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যই

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلَىٰ

যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ১৬৩. তাঁর কোনো অংশীদার নেই ; আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম

دِينًا (তা-ই হচ্ছে) জীবন ব্যবস্থা ; قِيمًا-সুদৃঢ় ; مِّلَّةَ-মিল্লাত ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমের ; মধ্যে शामिल ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠ ; وَ-আর ; مَا كَانَ-তিনি ছিলেন না ; مِنْ-মধ্যে शामिल ; الْمُشْرِكِينَ-মুশরিকদের। ○ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنْ-নিশ্চয়ই ; صَلَاتِي-(সলাত+য়)-আমার নামায ; وَ-ও ; نُسُكِي-(নসক+য়)-আমার সার্বিক ইবাদাত ; وَ-ও ; وَمَحْيَايَ-(মচিয়া+য়)-আমার জীবন ; وَ-ও ; وَمَمَاتِي-(মমাত+য়)-আমার মৃত্যু ; لِلَّهِ-আমার জন্যই ; لَا شَرِيكَ لَهُ-কোনো অংশীদার নেই ; رَبِّ-যিনি প্রতিপালক ; الْعَالَمِينَ-সমগ্র জগতের। ○ لَا شَرِيكَ لَهُ-তার ; وَ-আর ; بِذَلِكَ-এজন্যই ; أُمِرْتُ-আমি আদিষ্ট হয়েছি ; وَ-এবং ; أَنَا-আমিই ; أَوْلَىٰ-প্রথম ;

তবে কিছু কিছু লোক তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার সাহায্যে এবং নিজেদের ইচ্ছা-লালসার কারণে দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দীনের মধ্যে মনগড়া বিদআত প্রবেশ করিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করে ফেলেছে। দীনের মধ্যে নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিয়ে একমাত্র দীনকে বিভক্ত করে রেখেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মীয় ফিরকা ও সম্প্রদায়। সৃষ্টি হয়েছে এভাবে মানব সমাজে কলহ-বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষ। সুতরাং আসল দীনের অনুসারী এবং এ পথের ‘দায়ী’ তথা আহ্বানকারীদেরকে অবশ্যই এসব সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও রেষারেষী থেকে নিজেদেরকেও আলাদা করে নিতে হবে।

১৪৯. ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা তাদের ধর্মকে যথাক্রমে মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর আনীত ধর্ম বলে বিশ্বাস করে অথচ ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ তাঁদের আনীত ছিল না। উভয় দলই ইবরাহীম (আ)-কে সত্যানুসারী বলে স্বীকারও করতো এবং মুশরিকরাও

دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أُنكُرُوا إِنْ رَّبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ

মর্যাদায়, ^{১৫০} যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন তাতে, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক শাস্তি দানে অত্যন্ত তৎপর ;

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।

دَرَجَاتٍ-মর্যাদায় ; لِّيَبْلُوكُمْ-(লি-ব্লু+কম)-যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন ; إِنْ-তাতে ; فَيُ-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; مَا-যা ; أُنكُرُوا-(অনু+কম)-নিশ্চয়ই ; رَّبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; سَرِيعُ-অত্যন্ত তৎপর ; الْعِقَابِ-শাস্তিদানে ; وَ-আর ; رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু ; لَغُفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ;

১৫০. 'নুসুক' শব্দের অর্থ 'কুরবানী'-ও হতে পারে। আর ইবাদাতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থাও হতে পারে।

১৫১. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের সব কিছুই প্রতিপালক আল্লাহ। আমি নিজে সেই নিখিল সৃষ্টিজগতের অংশ হিসেবে আমার অস্তিত্বের প্রতিপালকও আল্লাহ। তাহলে আমার চেতনা ও সীমিত ইচ্ছা-ক্ষমতার অধীনে সামান্য জীবনের জন্য অন্য একজন প্রতিপালক খুঁজে নেবো—এটা কি যুক্তি-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে। আমি মূর্তাসূলভ কাজ করতে পারি, না-পারি না সমগ্র সৃষ্টিজগতের বিরুদ্ধাচারণ করতে।

১৫২. অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাজের জন্য দায়ী। কারো কাজের দায়িত্ব অন্য কারো উপর চাপানো হবে না।

১৫৩. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। সৃষ্টিজগতের অনেক কিছু ব্যবহার করার স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। তাই সৃষ্টিজগতের সেসব জিনিস মানুষের নিকট আমানত। মানুষে মানুষে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহ পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যোগ্যতাও কমবেশী দিয়েছেন মানুষে মানুষে। আর এসব করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। মানুষের সারা জীবনই পরীক্ষা ক্ষেত্র।

২০ রুক' (১৫৫-১৬৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের হিদায়াতের জন্য তথা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যেসব দিকনির্দেশনা আবশ্যিক হতে পারে তার সবটুকুই কুরআন-মাজীদের মাধ্যমে মানুষের নিকট গেছে। সুতরাং সত্য দীন গ্রহণ করার কোনো প্রকার অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই।

২. তারপরও যে কেউ আল্লাহর দীন গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে সে অবশ্যই যালিম বলে বিবেচিত হবে।

৩. এসব যালিমদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে।
৪. মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তখনকার তাওবা ও ইসলাম গ্রহণ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।
৫. হাশরের ময়দানে ফায়সালার জন্য আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটা বিশ্বাস করতে হবে।
৬. সত্যের উপর থেকে পর্দা সরে গেলে তখন সবকিছু মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর তখন তাওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে।
৭. শেষ মুহূর্তে কাফির কুফরী থেকে এবং পাপী ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবা করলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না।
৮. পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে তাদের দীন শরীআতের অনুসরণের উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল ছিল তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মাদ (স)-এর দীন শরীআতের অনুসরণের উপর পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল।
৯. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত সরল-সঠিক পথ একটি আর বাকী সব পথই ভ্রান্ত।
১০. যারা সত্য দীনের মধ্যে ভ্রান্ত সৃষ্টি করে এবং নিজেদের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করে তারা ভ্রান্ত। তাদের ভ্রান্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে দেবেন। সত্য-সরল পথের পথিকদের তাদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই।
১১. আল্লাহ তাআলা একটি সংকাজের জন্য সর্বনিম্ন দশগুণ প্রতিদান দেবেন, অপরদিকে অসংকাজের প্রতিদানে কোনো বৃদ্ধি করা হবে না—একটি অসংকাজের প্রতিদান অনুরূপ একটিই দেয়া হবে।
১২. ইসলাম-ই হলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসৃত নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা। ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী বলে মুশরিকদের দাবী ভ্রান্ত।
১৩. মু'মিনের সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হবে—এটাই ঈমানের দাবী।
১৪. নামায যাবতীয় সংকাজের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ। এজন্য নামাযের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।
১৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'প্রথম মুসলিম' হওয়ার ঘোষণা দ্বারা সর্বপ্রথম তাঁর নূর সৃষ্টি হওয়ার দিকে ইংগিত হতে পারে।
১৬. কিয়ামতের দিন কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ ভোগ করবে না। দুনিয়াতে একের অপরাধের সাজা অন্যের উপর চাপানো সম্ভব; কিন্তু আখিরাতে এরূপ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।
১৭. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র। এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বে অবহেলা করা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তেমনি দায়িত্ব বহির্ভূত কাজ করাও অনুরূপ অপরাধ।
১৮. দুনিয়াতে মর্যাদার ভেদাভেদ শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য। মর্যাদার পার্থক্যের কারণে পরীক্ষার ফলাফলে কোনো প্রকার তারতম্য করা হবে না।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে
আল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান